অদৃষ্ট ও পুরুষকার

"সুদুর্ল্লভাঃ সর্ব্বমনোরমা গিরঃ"

স্বর্গীয়মহামহোপাধ্যায়পণ্ডিতকেশরি—

কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশাত্মজ

"Kalidasa-His Poetry And Mind"-

প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, বিএল্‌,

প্রণীত।

[প্রথম সংস্করণ]

কলিকাতা

সন ১৩৩৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

—প্রকাশক—

পি ২৭ নং, কম্বুলিয়াটোলা লেনস্থিত

"অ-শান্তিকুটীর" হইতে

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান

"অ-শান্তিকুটীর"

পি ২৭, কম্বুলিয়াটোলা লেন,

পোষ্ট হাটখোলা, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীদুলাল চন্দ্র দত্ত,

"এমিথিষ্ট প্রিন্টিং ওয়া

৩২১ নং অপার চিৎপুর রোড

কলিকাতা।

ভূমিকা।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার" নামক একখানি পুস্তক আমার হস্তগত হয়। পুস্তকখানি আমি খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তভাবে **অদৃষ্ট** ও **পুরুষকার** সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমার বলবতী ইচ্ছা হয়; কিন্তু নানাকারণে উক্ত ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। বাসুদেবের কৃপায় বহুদিনের আশালতা এতকাল পরে মুকুলিত হইয়াছে। "অসময়ে মতিরুন্মিষতি ধ্রুবম্"—তাই এক্ষণে জীবনের সায়াহ্নে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন, এবং শাস্ত্র আলোচনার ফলে অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান হইয়াছে তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীশ্রীমদ্-ভগবদ্গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ আমার প্রধান অবলম্বন; এবং আমার মতবাদ বিপ্রতিপত্তিরহিত, অবিরুদ্ধ ভগবদ্বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আমি ইহা সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছি। লোকের রুচি বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং সকলের মনোরম বাক্য সুদুর্লভ। অধিকন্তু মনুষ্যমাত্রই ভ্রমপ্রমাদের অধীন; অতএব এই পুস্তকও যে ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে "হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে, তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ"। সুধীগণও সেইরূপ এই পুস্তকের দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া যদি কিছু মাত্র গুণ থাকে, তাহাই গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে যেরূপ উক্ত হইয়াছে—

ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা॥

অর্থাৎ এই ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই উপাস আমিও সেইরূপ "অদৃষ্ট ও পুরুষকার—বাদ" বিচারকে উপলক্ষ ক প্রাসঙ্গিক ভাবে গীতা শাস্ত্রেরই আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ভগব শ্রীমুখবিনিঃসৃত, সর্ব্বোপনিষদের সারভূত, গীতামৃতের রসাস্বাদনে ও হইয়া, যদি একজনের হৃদয়েও শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দপীযূষ পা স্পৃহা বলবতী হয়, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

হিন্দুদর্শনের মধ্যে যে অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে তাহা জানি জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের f দর্শন শাস্ত্র "অদৃশ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈ রিবার্ণবঃ"। ইহা বিবেচনা ক সাধারণের সুবগতির জন্য, যাহাতে "ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়া" হয় এইরূপ প্রাসঙ্গিক ভাবে কতিপয় স্থূল দার্শনিক তত্ত্ব ইচ্ছা করি পুস্তকে উপনিবদ্ধ করিয়াছি; তাহাতে যদি কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও উপ হয় তাহা হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আমি এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে নিম্নলি পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১) শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রকাশিত "অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার"।

(২) পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রণী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত শাঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসমন্বিত শ্রীশ্রী ভগবদ্গীতা।

পূজ্যপাদকৃত বঙ্গানুবাদের সাহায্যে আমি গীতা ও শাঙ্কর ভাষ্যে অনেক দুর্ব্বোধস্থানের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। উ অনুবাদ যে কেবল সরল, সুবোধ, সুললিত, এবং মূলানুগ, তাহাই নহে

উহা আপ্তবাক্যবৎ প্রামাণিক; এই জন্য বিশেষ, বিশেষ স্থলে তদীয় বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।

(৩) পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য সঙ্কলিত শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। এই পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র পকেট সংস্করণ হইলেও, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পূর্ণ।

(৪) গৌহাটীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালী চরণ সেন বি, এল্ প্রণীত "ঈশ্বরের স্বরূপ"।

(৫) How To Live The Victorious Life—By An Unknown Christian.

(৬) The Paradoxes of the Highest Science.

(৭) Nature The Utility of Religion And Theism—By J. S. Mill.

অতএব উহাদিগের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী, এবং কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম ইত্যলমতিবিস্তরেণ।

সন ১৩৪৫ সাল,
৯ই চৈত্র।

বিনীত—গ্রন্থকার।

অর্থাৎ এই ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই উপাসনা—আমিও সেইরূপ "অদৃষ্ট ও পুরুষকার—বাদ" বিচারকে উপলক্ষ করিয়া প্রাসঙ্গিক ভাবে গীতা শাস্ত্রেরই আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ভগবানের শ্রীমুখবিনিঃসৃত, সর্ব্বোপনিষদের সারভূত, গীতামৃতের রসাস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া, যদি একজনের হৃদয়েও শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দপীযূষ পানের স্পৃহা বলবতী হয়, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

হিন্দুদর্শনের মধ্যে যে অমূল্য রত্নরাজি নিহিত আছে তাহা জানিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই আগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দর্শন শাস্ত্র "অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈ রিবার্ণবঃ"। ইহা বিবেচনা করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য, যাহাতে "ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়া" না হয় এইরূপ প্রাসঙ্গিক ভাবে কতিপয় স্থূল দার্শনিক তত্ত্ব ইচ্ছা করিয়াই পুস্তকে উপনিবদ্ধ করিয়াছি; তাহাতে যদি কাহারও কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয় তাহা হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

উপসংহারে বক্তব্য এই, আমি এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১) শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার বিচার"।

(২) পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রণী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত শাঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসমন্বিত শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা।

পূজ্যপাদকৃত বঙ্গানুবাদের সাহায্যে আমি গীতা ও শাঙ্কর ভাষ্যের অনেক দুর্ব্বোধস্থানের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। উক্ত অনুবাদ যে কেবল সরল, সুবোধ, সুললিত, এবং মূলানুগ, তাহাই নহে;

উহা আপ্তবাক্যবৎ প্রামাণিক; এই জন্য বিশেষ, বিশেষ স্থলে তদীয় বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।

(৩) পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য সঙ্কলিত শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। এই পুস্তিকাখানি ক্ষুদ্র পকেট সংস্করণ হইলেও, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পূর্ণ।

(৪) গৌহাটীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালী চরণ সেন বি, এল্ প্রণীত "ঈশ্বরের স্বরূপ"।

(৫) How To Live The Victorious Life—By An Unknown Christian.

(৬) The Paradoxes of the Highest Science.

(৭) Nature The Utility of Religion And Theism—By J. S. Mill.

অতএব উহাদিগের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী, এবং কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম ইত্যলমতিবিস্তরেণ।

সন ১৩৪৫ সাল,
৯ই চৈত্র।

বিনীত—গ্রন্থকার।

উৎসর্গ।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
অনুস্মৃত্য পিতুঃ পাদৌ কামাখ্যানাথসূনুনা।
প্রণীতং পুস্তকং প্রীত্যৈ কৃতং ভক্ত্যা তদর্পণম্॥

যিনি তেজস্বিতায় ভাস্করের ন্যায়, জ্ঞানে স্থাণুর ন্যায়, নয়ে সুরগুরুর ন্যায়, ন্যায়ে গৌতমের ন্যায় ছিলেন; যাঁহার আশীর্ব্বাদকে সম্বল স্বরূপ করিয়া আমি বামন হইয়াও এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি; সেই স্বর্গত পরমারাধ্য পিতৃদেবের শ্রীশ্রীচরণ কমলে তদীয় প্রীতিকামনায় শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ **"অদৃষ্ট ও পুরুষকার"** তদীয় অযোগ্য তনয় কর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে অর্পিত হইল।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

বিষয় সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	৫, ৭	চাতুর্বণ্যং	চাতুর্ব্বর্ণ্যং
১২	৫	শরীরান্তক	শরীরারম্ভক
১৫	১৭	ইন্দ্রিয়সমূহগণকে	ইন্দ্রিয়সমূহকে
১৯	৮	স্তুপীকৃত	স্তূপীকৃত
ঐ	৯	স্তুপের	স্তূপের
৩৪	২১	হাত	হাতে
৪৬	৯	মহত্ব	মহত্ত্ব
৫৭	৩	গুণৈ	গুণৈঃ
৬১	৬	লিস্পস্তি	লিম্পন্তি
৭২	২৪	জীবাথ্যবস্তুনি	জীবাখ্যবস্তূনি
৭৫	৮	অম্লতে	অম্লেতে
৭৯	১৪	feight	flight
৯৮	২২	দুষ্পরণীয়	দুষ্পূরণীয়
১২২	২১	নিভীক	নির্ভীক
১২৬	১৭	নেত্রবক্ক	নেত্রবক্ত্র
১৪০	১১	ধনসম্পাদাদিতে	ধনসম্পদাদিতে
১৪৬	১৩	চতুর্ব্বাহো	চতুর্ব্বাহো
১৬২	২২	Perfeet	Perfect

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

প্রস্তাবনা

দৈব বড় কি পুরুষকার বড়?—এই বিতর্ক পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অদৃষ্ট স্বীকার করে। সাধারণের বুলি এই—অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। "What is lotted can't be blotted."। যখন বহুল আয়াস করিয়াও কার্য্য-সিদ্ধি হয় না, তখন লোকে বলিয়া থাকে "কপালে নাইক ঘি, ঠক্‌-ঠকালে হবে কি!" "তুমি যাবে বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে"। "কপালং, কপালং, কপালং মূলম্"। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্"। এই আপামর সাধারণের প্রতীতিকেও একেবারে উপেক্ষা করিতে পারা যায় না, কারণ ইহার মূলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। আমাদের জীবনের ঘটনা সকলও বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পুরুষকারের অতিরিক্ত একটা কিছু আছে, যাহার উপর আমাদের হাত নাই, অথচ যাহাও কার্য্যসিদ্ধির প্রতি কারণ। অনেক সময় আমরা যাহা মনে করি তাহা করিতে পারি না। আবার যাহা কখনও কল্পনাতেও ভাবি নাই তাহা অপ্রত্যাশিতভাবে সংঘটিত হয়।

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি।

শাস্ত্রকারগণ দুঃখকে নিসর্গপ্রতিকূলস্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ সকলেই দুঃখ বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে, কেহ ইচ্ছা করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে চায় না। তবে দুঃখভোগ করিতে হয় কেন? প্রকৃতপক্ষে যাহা আমাদের আয়ত্তাধীন নয়, যাহা অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ যাহা ঘটিবেই ঘটিবে, কিছুতেই যাহার অন্যথা হইবে না, ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত থাকায় সংঘঠন হইবার পূর্ব্বে যাহা আমরা জানিতে পারি না, যাহা কেবল ফলানুমেয়, তাহাকেই আমরা "অদৃষ্ট" বলিয়া থাকি। উদ্দেশ্য বিষয় সিদ্ধ হইলেই বলি ইহা আমাদের অদৃষ্টে ছিল, না হইলে বলি, ছিল না।

"যদভাবি ন তদ্‌ভাবি, ভাবি চেৎ ন তদন্যথা।"

পক্ষান্তরে শাস্ত্রে পুরুষকারের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে—

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য বিশন্তি বদনে মৃগাঃ॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। ইত্যাদি—

সুতরাং শাস্ত্রে যেমন একদিকে অদৃষ্টবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে,— সেইরূপ অপরদিকে পুরুষকারবাদও তুল্যরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের মনে যে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইবে ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। অর্জ্জুন যেরূপ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

আপনি কখনও কর্ম্মযোগের কখনও জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিয়া সন্দেহজনক বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে একটী নিশ্চয় করিয়া বলুন, যাহাতে আমি মুক্তি লাভ করিতে পারি।

আমাদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। আপাতবিরুদ্ধ শাস্ত্র বাক্য দ্বারা সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইয়া ঘড়ির Pendulum এর মত আমরা একবার অদৃষ্টের দিকে একবার পুরুষকারের দিকে দুলিতে থাকি। এক্ষণে শাস্ত্রকারগণ কিরূপ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা এই মতদ্বৈধের সমাধান করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি তাহা সুধীগণেরই বিচার্য্য, কারণ—

"আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

সৃষ্টি তত্ত্ব

সৃষ্টিবিষয়ে অদৃষ্টের প্রভাব।

অদৃষ্টবাদ বিচার করিতে হইলে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণপূর্ব্বক অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হয়। এক্ষণে সৃষ্টির প্রক্রিয়া কিরূপ অর্থাৎ কিরূপ ভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে অগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। প্রলয়ের সময় সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীনা হয়েন। "প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ"—অর্থাৎ প্রলয়ের পর সমস্ত জগৎ নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করে শাস্ত্রকারগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সমুদ্রের যেরূপ দুইরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ কখনও নিবাত, নিষ্কম্প, স্থির ও প্রশান্ত। আবার ক[illegible]বাত্যাবিতাড়িত, বীচিবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গায়িত; পরব্রহ্মও সেইরূপ। অর্থাৎ [illegible]লয়ে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। মহাপ্রলয়ের অবসা[illegible] তিনি সগুণ, ও বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত ক্রিয়াশীল। মহাকবি W[illegible]orth অতি সুন্দর ভাষায় সমুদ্রের এই প্রশান্ত ভাব বর্ণনা করিয়া[illegible]ন।

"The gentleness of heaven is on the sea."

পরব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি, যাহা এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির প্রতি কারণ, প্রকৃতি নামে অভিহিত।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

মায়াই প্রকৃতি, এবং মায়োপহিত অর্থাৎ মায়া উপাধি যুক্ত পরব্রহ্ম মহেশ্বর নামে অভিহিত। পরব্রহ্মের মায়া বলিয়া মায়া বা প্রকৃতি অনাদি।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি—গীতা

এই প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা।

"প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বেচ প্র শব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দ স্তামসঃ স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতি স্তেন কথ্যতে॥ শব্দকল্পদ্রুম

"প্র" শব্দের অর্থ সত্ত্বগুণ, "কৃ" শব্দের অর্থ রজোগুণ, এবং "তি" শব্দের অর্থ—তমো গুণ। এই ত্রিগুণাত্মস্বরূপা, সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা যে দেবী সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃষ্ট বা প্রধান কারণ তিনিই প্রকৃতিশব্দের প্রতিপাদ্যা।

সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। মহাপ্রলয়ের অবসান পর্য্যন্ত এই প্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয় ভাবে ব্রহ্মে লীনা থাকেন। পরমাত্মা যখনই মননশীল হন, যখনই তাঁহার "আমি" ইত্যাকার অভিমান অর্থাৎ অহং জ্ঞান হয়, তখনই "একোঽহং বহু স্যাম্, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—অর্থাৎ আমি একা আছি, আমি বহু হইব এইরূপ বাসনা করেন, তখনই প্রকৃতিতে ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম মায়া বা প্রকৃতি রূপ জালে আপনার স্বরূপ আবৃত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্ররূপে জগতের সৃজন, পালন, ও সংহার করিয়া থাকেন।

সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর নির্গুণ হইলেও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের জন্ম সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয় মায়া দ্বারা গ্রহণ করেন। "স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূত মায়ানিষ্ঠ সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদেন ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদি শব্দবাচ্যতাং ভজতে।" বেদান্তপরিভাষা।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"—ঊর্ণনাভি যেমন স্বীয় অভ্যন্তর হইতে তন্তু সৃজন করে এবং ইচ্ছা করিলে পুনরায় তাহা ভিতরে গুটাইয়া লইতে পারে, সেইরূপ পরব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করে, এবং পরিশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। গীতা ৭।৬

প্রলয় চতুর্ব্বিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, এবং আত্যন্তিক। জগতে নিত্য যে ক্ষয় দৃষ্ট হয় তাহারই নাম নিত্য প্রলয়।

"চতুর্যুগসহস্রান্তো ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ"। চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন, এবং আর চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং প্রলীয়তে॥ মনু
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ গীতা—৮।১৮

ব্রহ্মার প্রতিদিবসীয় সৃষ্টির নাম ব্রাহ্মী বা দৈনন্দিন সৃষ্টি। কল্পান্তে অর্থাৎ প্রতি চারি সহস্র যুগের অন্তে যে লয় হয় তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়।

প্রাকৃতিক লয়—"মহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ং।
প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ॥"
লয়ঃ প্রাকৃতিকঃ হ্যেষঃ পুরুষাব্যক্তয়ো র্যদা।
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১২।৪।২২

কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া যখন পুরুষ, প্রকৃতি, পৃথিব্যাদি স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হয় তখনই প্রাকৃতিক লয় হয়।

আত্যন্তিক লয়—"জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তঃ যোগিনঃ পরমাত্মনি।"
"আত্যন্তিকলয়ো মোক্ষঃ, স চ ব্রহ্মজ্ঞানেন সর্ব্বপ্রপঞ্চলয়াত্মকঃ"।
শ্রীধর স্বামী

সৃষ্টির নিয়ম এইরূপ—

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ শ্রোত্র নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) এবং পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ উৎপন্ন হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত; পঞ্চমহাভূত হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়।

মূলপ্রকৃতি রবিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
সাংখ্যকারিকা

মূলপ্রকৃতি জগতের মূল বা আদি কারণ বলিয়া মূলপ্রকৃতি নামে অভিহিত।

মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোঽবিদ্যেতি সংসাদিতা—কুসুমাঞ্জলি।

মূলপ্রকৃতি অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত, সেই জন্য অবিকৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকার নহে। সৃষ্টিকালে আবির্ভাব এবং প্রলয় কালে তিরোভাব হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়াত্মক; একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটী কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কাহারও প্রকৃতি বা কারণ নহে। পুরুষ প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়, জনক ও নহে জন্য ও নহে, কারণ ও নহে, কার্য্য ও নহে, পরন্তু নিত্য, অনাদি, অপরিণামী, এবং অব্যয়। সর্ব্ব সমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

সৃষ্টি কালে যে যে তত্ত্ব যাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল প্রলয়কালে তাহা স্ব স্ব কারণে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং পুনঃ সৃষ্টিকালে সেই সকল তত্ত্ব পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়।

যথোৎপত্তিক্রমেণাস্য ব্যুৎক্রমেণ লয় স্তথা।

অর্থাৎ প্রলয়ের সময় পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥ গীতা।

ভূতগণ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিরূপে অবস্থিতি করে, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী দশাতে ব্যক্ত রূপে অবস্থিতি করে, এবং শেষে পুনরায় অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক প্রলয় কালে পুরুষ এবং অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ইহাদেরও লয় হইয়া থাকে।

"পৃথিব্যপ্সু লীয়তে আপস্তেজসি তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে।
বায়ুরাকাশে প্রলীয়তে আকাশ ইন্দ্রিয়েষু
ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে।
ভূতাদি মহতি মহানব্যক্তে অব্যক্তমক্ষরে অক্ষরং
তমসি তমঃ পরে দেবে একীভবতি।" সুবালোপনিষৎ

সৃষ্টি কালে প্রকৃতিস্থ সত্ত্বাদি গুণের যে বৈষম্য হয় প্রলয় কালে তাহারই সমীকরণ হইয়া থাকে। ইহারই নাম প্রকৃতি বা অব্যক্তের অবিভক্ত-তমোঽবস্থাপত্তিরূপ লয়।

পরব্রহ্মের এই জগদুৎপাদিকা শক্তির নামই প্রকৃতি বা মায়া; কল্পক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়কালে সমস্ত ভূতগণ পরব্রহ্মের এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টি কালে পরব্রহ্ম প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে ভূতগণকে সৃষ্টি করেন।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ গীতা, ৯।৮

স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, প্রকৃতির বশে অবস্থিত অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম নিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব বশতঃ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের অধীন প্রাণিগণকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।

গীতায় ভগবানের এই উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই জীবগণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য শরীর ধারণ করা আবশ্যক হয়। সেই জন্য চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে উৎপন্ন জীব সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফল ভোগের জন্য কর্ম্মানুরূপ ভোগায়তন দেহ প্রাপ্ত হয়। ইহাই জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে প্রলয়ের পরে এই

অদৃষ্ট কোথায় থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি পর্য্যন্ত জীবগণের বাসনা, পূর্ব্বাভ্যাস ও অদৃষ্ট, সূক্ষ্ম বা অপ্রকট ভাবে প্রকৃতিতেই লীন থাকে। এই জন্য বাসনা, পূর্ব্বাভ্যাস, ও অদৃষ্ট সৃষ্টি প্রবাহের ন্যায় অনাদি। গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"

অর্থাৎ সত্ব, রজ, ও তম, এই ত্রিবিধ গুণানুসারে, এবং সেই সেই গুণানুসারে কর্ম্মের বিভাগ করতঃ আমি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সত্বগুণপ্রধান; শম, দম, ও তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধান; শৌর্য্য, তেজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতির কর্ম্ম। বৈশ্য রজস্তমোগুণপ্রধান; কৃষি, বাণিজ্য, প্রভৃতি তাহার কর্ম্ম। শূদ্র তমোগুণপ্রধান; তাহার কর্ম্ম দ্বিজাতিশুশ্রূষা বিধাতা যখনই সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, প্রাকৃতিক তত্ত্ব লইয়াই স্থাবর [illegible]াত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন। এই জন্য প্রতি পরবর্ত্তী কল্পে সৃষ্টি [illegible]র্ব্বী কল্পেরই অনুরূপ হইয়া থাকে।

"ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ।
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ"॥ সামবেদ।

অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে কেবলমাত্র পরব্রহ্ম বিরাজমান ছিলেন, এবং সমস্তই অন্ধকারাবৃত ছিল। প্রলয় অবস্থার অবসানে উদ্ভূত অদৃষ্টের শক্তিতে (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের জীবগণের ফলোন্মুখ প্রাক্তনকর্ম্মের প্রভাবে) জগদ্ব

সমুদ্রের উৎপত্তি হইল (অপএব সসর্জ্জাদৌ-মনুঃ)। অনন্তর সেই সলিলময় সমুদ্র হইতে এই দৃশ্যমান জগতের নির্ম্মাণসমর্থ বিধাতা আবির্ভূত হইলেন। তিনি দিবাপ্রকাশক সূর্য্য ও নিশাপ্রকাশক চন্দ্র পূর্ব্বকল্পের মত সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দিবা ও রাত্রি হইতে আরম্ভ হইল ও সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অনন্তর বিধাতা মহ আদি লোক, পৃথিবী, আকাশ, ও স্বর্গ সৃষ্টি করিলেন।

"তপসোঽধ্যজায়ত" তপস্যা অর্থাৎ প্রাক্তনকর্ম্ম বা অদৃষ্টবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অদৃষ্ট অনুসারেই জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"যথা কর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্"—১।৪১

প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মের ফলেই জীবের উত্তম বা অধম যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

কারণংগুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু। ১৩।২২

গুণসঙ্গঃ—গুণৈ রিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়গণই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীবকে ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত ভোগায়তন শরীর পরিগ্রহ করিয়া জীবকে উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

সদসদ্‌যোনি—"সদ্‌যোনয়ঃ—দেবাদিযোনয়ঃ, অসদ্‌যোনয়ঃ—পশ্বাদিযোনয়ঃ; সামর্থ্যাৎ সদসদ্‌যোনয়ঃ—মনুষ্যযোনয়ঃ অপি অবিরুদ্ধাঃ দ্রষ্টব্যাঃ"। শাঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ দেবযোনি—মনুষ্যযোনি—পশুযোনি এই ত্রিবিধ যোনিতে জন্মের প্রতি গুণসঙ্গই একমাত্র কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা। ১১।১১।১০

গুণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈর্ভাব্যতে সম্পাদ্যতে ইতি তেন কর্ম্মণা হেতুনা।

দৈবাধীনে—প্রাক্তনকর্ম্মাধীনে। টীকা।

যে যেজ্জাতীয় শরীরাত্তক কর্ম্ম করিয়াছে সে সেই প্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জীবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, কৃমিকীট; প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ প্রকার যোনিতে উৎপন্ন হয়, এবং যে প্রকার যোনিতে জন্ম হইলে জীবের যে প্রকার কর্ম্ম, প্রকৃতি, বা স্বভাব নির্দ্দিষ্ট আছে সেই যোনিতে উৎপন্ন হইলে জীব প্রাকৃতিক নিয়মে সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥ মনু, ১।২৮
যথর্ত্তুলিঙ্গানি ঋতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানিস্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥ ঐ, ৩০

সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মা কর্ম্মানুসারে যে যে প্রাণীকে যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তাহারা যদি প্রতি কল্পে পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়া কর্ম্মানুসারে সেই সেই জাতিতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বকল্পীয় তত্তজ্জাতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যেমন ঋতু পরিবর্ত্তনে ঋতু সকল প্রাকৃতিক নিয়মে স্ব স্ব কালোপযোগী নবপল্লবকুসুমোদ্‌গমাদিরূপ ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেই রূপ কর্ম্ম-প্রেরিত জীবগণ ও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আচরণ করে। যেরূপ প্রাণি-হিংসা করা ব্যাঘ্রের কর্ম্ম; ব্যাঘ্র যদি কর্ম্ম বশতঃ পরবর্ত্তী কল্পেও ব্যাঘ্র

যোনিতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রাণি হিংসাই তাহার কার্য্য হইবে, ইহার কিছুতেই ব্যতিক্রম হইবে না।

"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।"

সর্ব্ববীজস্বরূপিনী প্রকৃতি সত্ব রজ তমো গুণাত্মিকা। জগৎ প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বশে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই জগৎ চলিতেছে। "প্রকৃতির প্রেরণায় অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, জল প্রবাহিত হইতেছে, বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, পৃথিবী শস্য উৎপাদন করিতেছে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু পরিবর্ত্তন হইতেছে।" সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে সকলেই বদ্ধ, ইহা উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। সত্বগুণের আধিক্যে সাত্বিক প্রকৃতি, রজোগুণের আধিক্যে রাজসিক প্রকৃতি, এবং তমোগুণের প্রাবল্যে তামসিক প্রকৃতি কর্ম্মানুসারেই জীবগণ প্রাপ্ত হয়। অতএব সৃষ্টিতত্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবগণের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে উৎপত্তির প্রতি তত্তৎ শরীরারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্টই একমাত্র কারণ; এবং বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া জীবগণের স্বভাব ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

কুম্ভকার যেরূপ জল ও মৃত্তিকার সাহায্যে পুত্তলিকা প্রস্তুত করে, বিধাতাও সেইরূপ প্রাকৃতিক তত্ব লইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যে যে বস্তু যে যে তত্ত্বের দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, সেই সেই বস্তু সেই সেই কর্ম্ম এবং সেই সেই স্বভাব প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাক্তন কর্ম্ম বা অদৃষ্টকেই ভিত্তি স্বরূপ করিয়া বিধাতা সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইংরাজীতে একটী কথা আছে "The oak comes out of the acorn"—

ইহার তাৎপর্য্য এই, আম্রের বীজ হইতেই আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। বোদা আমড়ার বীজ হইতে আমড়া গাছই হইয়া থাকে, সুস্বাদু আম্রফলের গাছ কখনও উৎপন্ন হয় না, কারণ ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার অন্যথা করিবার শক্তি বিধাতারও নাই। নির্ম্মাণকুশল শিল্পী যেরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান লইয়া বিভিন্ন জাতীয় মূর্ত্তি গঠন করে, সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগণের অদৃষ্ট অনুসারে এই বিচিত্র বিশ্ব সৃজন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে সৃষ্টির পর পুনর্ব্বার প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত দেহিগণ স্বকৃতকর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ভোগানুকূল দেহ ধারণ করতঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে।

ক্রিয়াশক্তি—পুরুষকার।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ র্গুণৈঃ॥ গীতা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন প্রকৃতিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হয় তখনই উক্ত গুণত্রয়ের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। "Disturbance of the equilibrium takes place"—অর্থাৎ ঐ গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য হয়। সাম্যাবস্থায় প্রকৃতির কোনও পরিণাম হয় না।

বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতির পরিণাম বশতঃ মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উদ্ভব হয়। যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, এবং

নবনীত হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয়, এবং দধি, নবনীত, ও ঘৃত দুগ্ধের পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেই রূপ মহদাদি তত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম। কারণ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার তত্ত্বের সত্ত্বাংশ হইতে মন, রজঃ অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং তমঃ অংশ হইতে রূপ রসাদি পঞ্চতন্মাত্রা উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, ইহারা পঞ্চ প্রাণ নামে অভিহিত। রজোগুণাত্মক ক্রিয়াশক্তি প্রাণের ধর্ম্ম, সুতরাং এই পঞ্চ প্রাণ দ্বারা জীব শরীরের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

জীবাত্মা পাঞ্চভৌতিক নবদ্বারযুক্ত দেহরূপ গৃহে বাস করেন। "এই দেহরূপ গৃহ রক্ত, মাংস, ও বসা রূপ জল মৃত্তিকা দ্বারা দিগ্ধ অর্থাৎ উপলিপ্ত, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, এবং স্থূল অস্থিরূপ কাষ্ঠ দ্বারা দৃঢ় রূপে বদ্ধ।"

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেবচ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ গীতা।

ভগবানেরই অংশ জীবলোকে জীবভাব ধারণ করিয়া প্রকৃতিতে লীন মনও ইন্দ্রিয়সমূহগণকে সংসারোপভোগার্থ অবলম্বন করে।

বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেই রূপ দেহী যখন এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণ করে, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, সেই শরীর হইতে ইন্দ্রিয় ও মন গ্রহণ করিয়া গমন করে, এবং চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা ও মনে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দাদি বিষয় ভোগ করে।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ জীব দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জন্মের সঙ্গে

সঙ্গেই জীবের ক্রিয়াশক্তির পরিস্ফুরণ হইতে আরম্ভ হয়। "ক্রিয়ার স্পন্দনকেই কর্ম্ম বলা যায়।" কর্ম্ম পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপণ, অধঃক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন। জীব ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে শরীরস্থ পঞ্চ প্রাণবায়ু দ্বারা জীবদেহের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যদেশে, সমান বায়ু নাভি দেশে, উদান বায়ু কণ্ঠ দেশে, এবং ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীরে অবস্থান করে। প্রাণ বায়ু দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য, অপান বায়ু দ্বারা মলমূত্রাদির উৎসর্গ বা ত্যাগ কার্য্য, উদান বায়ু দ্বারা উদ্গার ও জৃম্ভন কার্য্য, এবং ব্যান বায়ু দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আমরা ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা আপনি এই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে, ইহার প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় যখন আমাদের কোনও চেষ্টা থাকে না, তখন ও শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। যদি জোর করিয়া এই সমস্ত কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে প্রকৃতির কার্য্যের ব্যাঘাত হেতু নানারূপ কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃতির প্রেরণায় সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। জীব মাত্রেই ক্ষুধা তৃষ্ণার বশীভূত। ক্ষুধা পাইলে জীবকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয়, তৃষ্ণা পাইলে পিপাসা শান্তির জন্য পানীয় আহরণ করিতে হয়। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ। গীতা

গ্রীষ্মের উত্তাপে সুশীতল ছায়া, শীত নিবারণের জন্য উপযুক্ত গাত্র বস্ত্র, ঝড় বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষার জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। অভাব

মোচনের জন্য অথবা প্রয়োজন বা অভিলষিত সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবার প্রেরণা বশতঃ যে ব্যাপার প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা করা হয় তাহাই পুরুষকার নামে অভিহিত। প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে। বুদ্ধিমানের ত কথাই নাই, মূর্খব্যক্তি ও বিনা প্রয়োজনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। এই কার্য্য আমাদের পক্ষে হিতকর বা মঙ্গলজনক ইহা আমরা যতক্ষণ বুঝিতে না পারি ততক্ষণ সে কার্য্যে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ঔষধ সেবন করিলে রোগ শান্তি হয় এইরূপ জ্ঞান থাকাতেই আমরা অসুখ হইলে ঔষধ সেবন করিয়া থাকি। যাহার কোনও প্রয়োজন নাই তাহার কোনও চেষ্টাও থাকেনা। জীব মাত্রই আশার দাস। আশাপাশে বদ্ধ এবং কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়াই জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁহারা আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত, তাঁহাদিগের কোনও কার্য্যই থাকে না।

অদৃষ্টের স্বরূপ—অদৃষ্ট ও পুরুষকার

বর্ত্তমান জন্মে আমরা যেরূপ কর্ম্ম করিতেছি অতীত জন্মেও সেই রূপ কর্ম্ম করা হইয়াছে। কারণ, দেহ ধারণ করিলেই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সকলকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মের হাত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। এই কর্ম্মের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। শুভ কর্ম্মের ফল শুভ; অশুভ কর্ম্মের ফল অশুভ। যেরূপ শৃঙ্খল লৌহময়ই হউক, আর স্বর্ণময়ই হউক, উভয়েরই কার্য্য বন্ধন করা। সেইরূপ কর্ম্ম শুভই হউক বা অশুভই হউক তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥

প্রত্যেক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল পৃথক পৃথক ভোগ করিতে হয়; এক কর্ম্মের ফল অন্য কর্ম্মের ফলকে নষ্ট করিতে পারে না। যেরূপ বিষ-সম্পৃক্ত দুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধপান জন্য তৃপ্তিও হয়, আবার বিষপান হেতু মৃত্যু ও ঘটিয়া থাকে।

শাস্ত্রে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" এই বাক্য দ্বারা প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার "অশ্বমেধীয়ং পশু মালভেত" এই বিশেষ বাক্য দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞে পশুবধ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যাগজনিত স্বর্গ এবং পশুবধ জনিত নরক এই উভয়বিধ ফলই উৎপন্ন হইবে। কেহ কেহ বলেন অশ্বমেধ যজ্ঞে বৈধ হিংসা হেতু হিংসা জনিত কোনও পাপ হয় না, এ স্থলে সে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল।

ন নষ্টং দুষ্কৃতং কর্ম্ম সুকৃতেন চ কর্ম্মণা।
ন নষ্টং সুকৃতং কর্ম্ম কৃতেন দুষ্কৃতেন চ ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

এই বিষয়টী আরও একটী সরল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন এক ব্যক্তি পরের উপকার, রোগীর পরিচর্য্যা, প্রভৃতি সৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা হেতু পান ভোজনাদি বিষয়ে শারীরিক নিয়ম পালন করিতে সমর্থ হন না। এরূপ স্থলে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিধি অপালন জন্য ঐ ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি হইবে। তিনি সৎকার্য্য করেন বলিয়া প্রকৃতি মাতা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন না। এই জন্য অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে, এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে দেখা যায়।

কর্ম্ম তিন প্রকার ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। প্রত্যেকটী আবার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। কর্ম্ম করিতে হইলে পুরুষকারের প্রয়োজন; সুতরাং এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পুরুষকারের পরিণাম বা রূপান্তর। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ভেদে কর্ম্মের বিভাগ সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। বর্ত্তমান জন্মে আমরা যে পুরুষকার করি তাহারই নাম ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি; সুতরাং অনাদি কাল হইতে জীব কর্ম্ম রাশি সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মে যে সমস্ত পুরুষকার করা হইয়াছে তাহাই প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত কর্ম্মরূপে স্তুপীকৃত হইয়া আছে। কালের পরিপাক বশতঃ ঐ সঞ্চিত কর্ম্মের স্তুপের মধ্য হইতে কোনও কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইয়া ফল প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়। যে কর্ম্মের এইরূপ বেগ উপস্থিত হয় তাহারই নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম, দৈব, বা অদৃষ্ট। সুতরাং এক পুরুষকারই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে সঞ্চিত কর্ম্ম, প্রারব্ধ কর্ম্ম, দৈব বা অদৃষ্ট, এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

"পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।"
"অনেকজন্মসম্প্রাপ্তং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্।"
"ক্রিয়মাণঞ্চ যৎকর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে।"
"সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ান্ কিল।
দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ॥
প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং ভোগাত্তস্য ক্ষয়ঃ স্মৃতঃ।"

ক্রিয়মাণ কর্ম্ম শেষ হইলেই প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত কর্ম্মের ঘরে জমা হইবে। পরে ঐ সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যে কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইয়া ফল প্রদানোন্মুখ হইবে

তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্মে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী জন্মে দৈব বা অদৃষ্টরূপে ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। অতএব বর্ত্তমান জন্মে আমরা যাহাকে দৈব, কপাল, অদৃষ্ট বা ভাগ্য বলি তাহা প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরুষকারই উহার মূলীভূত কারণ। এই প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্ট অপ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন। ইহার উপর কাহারও হাত নাই। দেবতাগণও ইহার অন্যথা করিতে পারেন না। ভোগ ব্যতিরেকে কিছুতেই এই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইবার উপায় নাই। এমন কি ইহা তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যও নহে।

"প্রারব্ধ কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।"

রাজা দশরথ মৃগয়া করিতে যাইয়া মৃগ মনে করিয়া একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন; পরে দেখিলেন ঐ বাণ দ্বারা মৃগের পরিবর্ত্তে একটী ঋষিকুমার বিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে ঐ বাণটী যতক্ষণ রাজার হস্তে ছিল ততক্ষণ উহা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা নিক্ষেপ করিতেও পারিতেন, অথবা নাও পারিতেন। কিন্তু বাণটী নিক্ষিপ্ত হইবার পর উহার উপর তাঁহার আর কোনও হাত রহিল না। উহা ফল প্রসব করিবেই, তাহা সুফলই হউক আর কুফলই হউক। রাজা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যখন অনুতপ্ত হইলেন, তখন তিনি মৃগয়া হইতে বিরত হইলেন, ধনুকে আর বাণ সংযোগ করিলেন না। যে বাণগুলি ব্যবহৃত হইল না তাহা সঞ্চিত রহিয়া গেল। এক্ষণে দেখুন, যে বাণটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা রাজার ছিল না। প্রারব্ধ কর্ম্ম ঐ নিক্ষিপ্ত বাণটীর তুল্য, এবং যে বাণগুলি সঞ্চিত রহিয়া গেল তাহা সঞ্চিত কর্ম্মের তুল্য। এই সঞ্চিত কর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া থাকে।

"সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।" গীতা, ১৩—২৩

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন :—

"যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্তঃ ইষু ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববৎ বর্ত্তত এব। স এবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানারব্ধবেগস্ত্বমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোঽপি উপসংহ্রিয়তে তথানারব্ধফলানি কর্ম্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব জ্ঞানেন নির্বীজীক্রিয়ন্তে ইতি পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে "ন স ভূয় এবাভিজায়তে" ইতি যুক্তমেবোক্তম্।"

"যেমন ধনুক হইতে অতিবেগে যদি একটা শর প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ শর যেমন বেগ বশতঃ লক্ষ্যবেধ করিয়াও কিছুক্ষণ অগ্রসর হয়, এবং যতক্ষণ উহা ভূমিতে পতিত না হয় ততক্ষণ উহার বেগ ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ ঐ বেগের ক্ষয় না হইলে উহার ভূমিতে পতন হয় না; এইরূপ যে সকল কর্ম্ম এই বর্ত্তমান শরীরের আরম্ভক, তাহারা শরীরের স্থিতিরূপ প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইলেও যতক্ষণ সংস্কার রূপ বেগ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ সে পরিত্যক্ত শরের ন্যায় কার্য্য করিতেই থাকিবে। আবার যদি ঐ বাণটীতে কোনও প্রকার বেগ প্রদান না করা যায়, এবং তাহা যদি ধনুক হইতে প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহাকে ধনুকের উপর আরোপিত করিয়াও যেমন ইচ্ছা করিলেই উপসংহার করা হয়, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম প্রক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ফল দানে প্রবৃত্ত হয় নাই, পূর্ব্ব জন্ম হইতে কেবল জীবকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে মাত্র, তাহারা জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধবীজকল্প হইয়া থাকে, এবং এই শরীর পতিত হইলে আর বিদ্বানের পুনর্জ্জন্ম লাভের কারণ হয় না। সুতরাং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সে (বিদ্বান্) আর জন্মলাভ করে না তাহা ঠিকই বলা হইয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় কৃত বঙ্গানুবাদ।

কুম্ভকার দণ্ড দ্বারা চক্র ঘূর্ণিত করিয়া দণ্ড অপসারণ করিবার পরও চক্র যেরূপ বেগ বা Momentum বশতঃ ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ বা ফল প্রদান করিবার শক্তি যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হয় ততক্ষণ উহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও যতক্ষণ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ না হয় পুরুষ "চক্রভ্রমিবৎ তিষ্ঠতি।" গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈবকুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ৫।১৩

"উৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনোঽপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুরে আসনং প্রারব্ধফলকর্ম্মসংস্কারানুবৃত্ত্যা। দেহ এব বিশেষ-বিজ্ঞানোৎপত্তে র্দেহ এব আস্তে"—ভাষ্য

"যাঁহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাসী, তাঁহার পক্ষেই এই নবদ্বারযুক্ত পুরস্বরূপ দেহে গৃহের ন্যায় স্থিতি প্রতিপন্ন হয়। যে প্রারব্ধ কর্ম্মগুলি ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অবশিষ্টাংশ ও তাহার সহকারী সংস্কারের অনুবৃত্তি অপরিহার্য্য; এই কারণ এই দেহ থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও তিনি দেহেতেই সুখে অবস্থান করেন।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় কৃত—বঙ্গানুবাদ।

অদৃষ্টের নিকট পুরুষকার প্রতিহত। পুরুষকার অদৃষ্টকে সহায় করিয়াই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে; দৈব ও পুরুষকার উভয়ে মিলিত হইলে তবে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা না হইলে কিছুই হয় না।

"দৈবং পুরুষকারশ্চ দ্বাবেতাবর্থসাধকৌ।"

শান্তিশতক নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটী বড়ই উপদেশ গর্ভ—

নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥

দেবতাগণকে নমস্কার করি। না, না, তাহা করা হইবে না, কারণ তাঁহারাও পোড়া বিধাতার অধীন। তবে বিধাতাকেই নমস্কার করি। না, তাহাও করা হইবে না, কারণ বিধাতা জীবগণের কর্ম্মানুসারেই সর্ব্বদা ফল দিয়া থাকেন। ফল যখন কর্ম্মের অধীন, তখন দেবতাগণকে কিম্বা বিধাতাকে নমস্কার করিয়া কোনই লাভ নাই। অতএব কর্ম্মকেই নমস্কার করি, যে হেতু কর্ম্মের উপর বিধাতারও কোনও হাত নাই।

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ"।—অদৃষ্টে যে বস্তু প্রাপ্য থাকে তাহা পাওয়া যাইবেই, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। আর অদৃষ্টে যদি লাভযোগ না থাকে তাহা হইলে সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা পাওয়া যাইবে না। অদৃষ্টের ফল নিক্তির কাঁটার মত, তিলমাত্র বেশী কম হইবে না।

"কূপে পশ্য পয়োনিধাবপি ঘটো গৃহ্ণাতি তুল্যং জলম্।"

ঘটী কূপেতেই ডোবাও আর সমুদ্রেতেই ডোবাও, এক ঘটীর বেশী জল উঠিবে না। আমরা যেস্থানেই যাই না কেন, যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেরূপ কর্ম্মই করি না কেন, অদৃষ্ট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, এবং অদৃষ্টের নির্দ্দিষ্ট পরিমাপের অধিক ফললাভ কিছুতেই হইবে না। এই জন্যই লোক বলিয়া থাকে—"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"

অতএব যিনি যেরূপ মূলধন লইয়া সংসারে আসিয়াছেন, তাঁহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। হাতীর নাদ দেখিয়া সজারুর ঈর্ষ্যা হইলে বিদ্বেষবহ্নির অন্তর্দ্দাহ বশতঃ দারুণ মর্ম্মযাতনা ভোগ ভিন্ন অন্য কোনও লাভ হইবে না।

"Base envy withers at another's joy,
And hates the excellence it can not reach"

এক্ষণে কার্য্যসিদ্ধির প্রতি কারণ কি তাহারই বিচার করা যাউক। যাঁহারা বলেন কার্য্য সিদ্ধির প্রতি দৈব বা অদৃষ্টই একমাত্র কারণ তাঁহাদের মত ঠিক, অথবা যাঁহাদের মতে পুরুষকারই কার্য্যসিদ্ধির কারণ, দৈব কিছুই নহে, তাঁহাদের মতই ঠিক? একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে দ্বিতীয় মতটী সমীচীন নহে। কারণ কার্য্যসিদ্ধির প্রতি পুরুষকারই যদি একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে অব্যভিচরিত ভাবে পুরুষকার করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইত, কদাপি ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইত না; অর্থাৎ পুরুষকার করিলেই সকলে বড়লোক হইতে পারিত, সকলে বিদ্বান্ ও যশস্বী হইতে পারিত, সকলে সাংসারিক সুখ শান্তি ভোগ করিতে পারিত। তাহা হইলে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" "এই বাক্যের অবকাশই থাকিত না। যত্ন করিলেও যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয় এই কথা বলাতেই পুরুষকার দ্বারা ফললাভের সময়ে সময়ে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। দেখিতেও পাওয়া যায় পুরুষকার অনেক সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে (দৈব বিড়ম্বনা বশতঃ) ব্যর্থ হইয়া থাকে। মনে করুন এক ব্যক্তি তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কন্যার কঠিন পীড়া হইল, বিবাহ

কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল, সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য সিদ্ধির প্রতি অদৃষ্টই প্রবল ও প্রধান কারণ, তবে সহকারী কারণ স্বরূপে পুরুষকারকেও অপেক্ষা করে। অদৃষ্ট বা দৈবের প্রতিকূলতা হেতু পুরুষকার ব্যর্থ হয়।

"প্রতিকূলতামুপগতেহি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।"

যে স্থানে পুরুষকার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইল দেখিতে পাওয়া যায় সে স্থানে পুরুষকার উপলক্ষ মাত্র, অদৃষ্ট বা দৈবই উক্ত কার্য্যসিদ্ধির মূলীভূত কারণ। এক ব্যক্তি লটারীর টিকিট খরিদ করিলেন। প্রবল ভাগ্যযোগ থাকায় তিনি তাহার ফলে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। আবার অনেকে টিকিট কিনিয়াও কিছুই পাইলেন না। সুতরাং বলিতে হইবে যে যাহার ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি যোগ ছিল কেবল তাহারই টিকিট খরিদ করা রূপ সামান্য পুরুষকার সাফল্যমণ্ডিত হইল, এবং যাহাদের ঐ রূপ যোগ ছিল না তাহাদের পুরুষকার বিফল হইল। অদৃষ্টশক্তি প্রভাবে পুরুষকার যখন ফলোপধায়ক হয় তখনই আমরা আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকি—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

যখন কেহ তাঁহার শুভাদৃষ্ট বশতঃ উদ্যম, অধ্যবসায়, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা ব্যবসাকার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেন, তখন সেই "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ" কৃতী পুরুষ—**সিংহ।** আবার কিছুদিন পরে সেই ব্যক্তিই দৈববিড়ম্বনায় পুরুষকার করা সত্ত্বেও ব্যবসাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তখন আর সেই পুরুষ "সিংহ" নহেন, তখন তিনি—"**শৃগাল।**" তখন—

"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"

"যেন বিনা যন্ন ভবতি" অর্থাৎ যাহা না হইলে যাহা হয় না তাহাকেই তাহার কারণ বলে। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্বে সতি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বং কারণত্বম্।" অর্থাৎ যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং যাহা ব্যতিরেকে অন্য প্রকারে কার্য্য হয় না তাহারই নাম কারণ। যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর হয় সুতরাং বীজ অঙ্কুরের আদিতে, এবং বীজ না হইলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, অতএব বীজ অঙ্কুরের প্রতি কারণ। ইহারই নাম কার্য্য কারণসম্বন্ধ। যখন অনেক স্থলে পুরুষকারকে অপেক্ষা না করিয়াই ফলোৎপত্তি হইতে দেখা যায়, তখন উহাদের পরস্পরের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিরূপে বলা যাইতে পারে। উত্তরাধিকারী সূত্রে ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ, ইহাতে পুরুষকারের কোনও হাত নাই। এই জন্য লোক কথায় বলে "অদৃষ্টে থাকিলে কাকে আনিয়া দেয়।" প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে যাহা পাওয়া যায় তাহার প্রতি অদৃষ্টই মুখ্য কারণ। যদি তজ্জন্য গৌণ ভাবে পুরুষকার করা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে অদৃষ্টই সে পুরুষকার আনিয়া দেয়, অর্থাৎ অদৃষ্টের প্রেরণায় আমরা "বলাদিব নিযোজিতের" ন্যায় পুরুষকারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।

"সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি
ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য ॥"

প্রকৃতির নিয়মে বায়ু স্বতঃই অগ্নির সহায়তা করিয়া থাকে, তজ্জন্য কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। ইহাও সেইরূপ। শাস্ত্রেও আছে—

"মতিরুৎপদ্যতে তাদৃক্ ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ।
সহায়া স্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা ॥"

যাহার যেরূপ ভবিতব্যতা, তদনুরূপ বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, অধ্যবসায়, অবস্থা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে দৈবেরই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। যদিও এই দৈব বা অদৃষ্ট প্রাক্তন পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বা পুরুষকার পরবর্ত্তী জন্মে দৈব বা অদৃষ্টরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তথাপি ইহার নিকট বর্ত্তমান পুরুষকার হীনবল। সঞ্চিত কর্ম্ম বা প্রাক্তন পুরুষকার, এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ দৈব বা অদৃষ্ট, এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। সঞ্চিত কর্ম্মই কালে অদৃষ্টকে জন্মাইয়া থাকে। যতক্ষণ সঞ্চিত কর্ম্ম প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট জন্মাইতে না পারে ততক্ষণ তাহার উপর পুরুষকারের প্রভাব বা আধিপত্য থাকে; অর্থাৎ পুরুষকার সাধনা বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ঐ সঞ্চিত কর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করার নামই অদৃষ্ট। জীবের কর্ম্মেতেই অধিকার, যে হেতু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জীব কর্ম্ম করিতে বাধ্য; কর্ম্মফলে তাহার কোনও অধিকার বা হাত নাই, যেহেতু কর্ম্মফল দৈবাধীন। অদৃষ্টের প্রভাব অসীম ও অপ্রতিহত, অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ! অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়, কিছুতেই ইহা অন্যথা হইবার নহে। পুরুষকারের প্রভাব সঙ্কীর্ণ, পুরুষকার পরতন্ত্র, কারণ পুরুষকারকে অদৃষ্টের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়, অদৃষ্টে যাহা থাকে পুরুষকার তাহাই সম্পন্ন করিতে পারে, যাহা থাকে না, তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। এই জন্যই পুরুষকার সকল সময়ে ফলপ্রসূ হয় না। অদৃষ্ট বশতঃই ফলভোগেরও বৈষম্য বা তারতম্য হইয়া থাকে।

এই জগতে কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ আমীর কেহ ফকির, কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য,

কেহ রোগী কেহ ভোগী, কেহ দুর্ব্বল কেহ সবল, কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিত, কেহ সুবেশ কেহ কুবেশ, কাহারও দুগ্ধে চিনি, কাহারও শাকে বালি, কেহ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করেন, কেহ বা বন্ধুর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করে, কেহ প্রাসাদে, কেহ বা জীর্ণ পর্ণকুটীরে, বাস করিয়া দিনাতিপাত করে। প্রকৃতির নিয়মের অধীন হইয়া সকলেই কার্য্য করে, তবে এরূপ বৈষম্য হয় কেন? ইহারই নাম অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বশতঃই ভোগ্য এবং ভোগের এইরূপ বৈষম্য হইয়া থাকে! শাস্ত্রেও আছে—

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ * * * *
বিত্তং দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥

ভোজ্য এবং ভোজনশক্তি, বিত্ত এবং দানশক্তি, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব জন্মের বহু তপস্যার ফলেই এইরূপ সমাবেশ হইয়া থাকে। ধনী অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু ধনী এবং দানবীর মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। অর্থের সদ্ব্যবহার সঞ্চয়ে নহে, দেশের এবং দশের উপকারার্থে ও পরদুঃখ মোচনের জন্য অর্থের বিনিয়োগেই উহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার।

When wealth to virtuous hands is given,
It acts like the dews of heaven;
Like Heaven, it hears the orphan's cries,
And wipes the tears from widow's eyes.

শাস্ত্রে যে স্বর্গ ও নরকের উল্লেখ আছে তাহা আমাদের শ্রুতির বিষয় ভিন্ন সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু যখন আমরা সুখ দুঃখের লীলা ভূমি এই সংসারে পূর্ব্বোল্লিখিত ভোগ বৈষম্য দৃষ্টিগোচর করি, তখন এই মর্ত্ত্যলোকেই স্বর্গ ও নরকের সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

যখন দেখি—কেহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া মলভাণ্ড মস্তকে লইয়া যাইতেছে; কেহ বা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দেবতার পূজার জন্ত পুষ্পচয়নাদি কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে; কেহ অন্ন বস্ত্রের অভাব জনিত কোনও দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে না, কেহ উদরান্নের জন্ত ভিক্ষা পাত্র হস্তে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে—

ক্বচিদ্বীণাবাদ্যং ক্বচিদপি চ হাহেতিরুদিতম্
ক্বচিদ্রম্যা নার্য্যঃ ক্বচিদপি গলৎ-কুষ্ঠবপুষঃ।
ক্বচিচ্ছাস্ত্রালাপঃ ক্বচিদপি বিবাদো বহুতরঃ
ন জানে সংসারং কিমমৃতময়ং কিং বিষময়ম্॥

কোথাও সুমধুর গীত এবং বাদ্যধ্বনি কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে; কোথাও অপ্সরঃ সদৃশ নারীগণের নয়নাভিরাম অনবদ্য সৌন্দর্য্য, কোথাও ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন এবং "ওঁমগ্নিমীলে পুরোহিতম্" ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত; আবার কোথাও শোক দুঃখের করাল মূর্ত্তি—ক্রন্দন এবং মর্ম্মন্তুদ হাহাকারধ্বনি; কোথাও গলৎকুষ্ঠরোগগ্রস্ত ন্যক্কারজনক কুৎসিত বিকৃত দেহ; এবং কোথাও বা কলহ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি হেতু মূর্ত্তিমতী অশান্তি বিরাজিত। যখন এইরূপ সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, হর্ষ বিষাদ প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখিতে পাই, তখন মনে হয় ইহলোকই স্বর্গ এবং ইহলোকই নরক।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বর্গ কি! নরক কি! এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন— "স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ।"

"নরকস্তম উন্নাহঃ। ১১।১৯।৪২, ৪৩

অর্থাৎ ইন্দ্রাদি লোক স্বর্গ নহে, সত্ত্বগুণের আবির্ভাবের নামই স্বর্গ। তামিস্রাদি লোক নরক নহে, তমোগুণের উদ্রেকের নামই নরক। অতএব সুখই স্বর্গ, এবং দুঃখই নরক।

অদৃষ্ট, পুরুষকার ও কাল।

সকল বিষয়েরই একটী নির্দ্দিষ্ট কাল আছে! There is a season for all things.—বাল্যকালে অথবাবৃদ্ধ বয়সে যৌবনের কার্য্য হয় না। বসন্ত কালে শালী ধান্য উৎপন্ন হয় না। শীতকালে আম্র বা কাঁঠাল ফলে না। সেইরূপ অদৃষ্টের ফলও কাল সাপেক্ষ।

ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা কিল সঞ্চিতানি।
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে যে সমস্ত ভাগ্য সঞ্চিত হয় তাহা যথা সময়ে বৃক্ষগণের ন্যায় ফল প্রসব করিয়া থাকে।

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ মনুজোত্তম।
ত্রয়মেত মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্॥ মৎস্যপুরাণ

দৈব পুরুষকার এবং কাল এই তিনটীর যখন একত্র সমাবেশ হয় তখনই অদৃষ্টফলের উৎপত্তি হয়।

এইস্থলে একটী উপদেশগর্ভ উপাখ্যান না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। উপাখ্যানটী এই।

এক দরিদ্র কাঠুরিয়া বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করতঃ অতিকষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। একদিন বন মধ্যে কাষ্ঠ কাটিতেছে। প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ঘর্ম্মাক্তকলেবর, মস্তকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পাগড়ি বাঁধা, সম্মুখে কাষ্ঠের স্তূপ। এমন সময়ে হর-পার্ব্বতী রথে করিয়া আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটীর অবস্থা দেখিয়া জগন্মাতার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। তখন তিনি দেবাদি-দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রভো! এ লোকটীর এত দুঃখ আপনি

ইহার দুঃখনিবারণের একটী উপায় করুন। তাহাতে তিনি বলিলেন হে কল্যাণি! তোমার হৃদয় নারীসুলভ কোমলতায় পূর্ণ, তাহাতে তুমি পর-দুঃখে কাতর হইয়া আমাকে এইরূপ বলিবে তাহা আদৌ বিচিত্র নহে। কিন্তু কি করিব ইহার এখনও সুসময় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং আমি চেষ্টা করিলেও কোনও ফল হইবে না। তাহা শুনিয়া দেবী কহিলেন, সে যাহাই হউক প্রভো! আপনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন! তখন পার্ব্বতীনাথ অগত্যা রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মনুষ্যবেশে সেই কাঠুরিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে একখানি মহামূল্য হীরক প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে কাষ্ঠগুলি ক্রয় করতঃ অন্তর্হিত হইলেন। কাঠুরিয়া হস্তস্থিত হীরক খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া তাহার অপূর্ব্ব দীপ্তিতে মোহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা তাহার এরূপ সৌভাগ্যোদয় কিরূপে হইল তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। তৎপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পাছে কেহ জানিতে পারিলে ঐ অমূল্য রত্ন তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় এই ভয়ে অতি সাবধানে পাগড়ীর কাপড়ের এক কোণে তাহা ভাল করিয়া বাঁধিয়া সানন্দমনে গৃহাভিমুখে চলিল। কিন্তু হায়! তাহার এই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। ঐ উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের প্রভা রৌদ্র কিরণে প্রদীপ্ত হইয়া বস্ত্র ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। আকাশমার্গে একটী চিল উড়িতেছিল তাহার দৃষ্টি উহাতে আকৃষ্ট হওয়াতে সে উপর হইতে ছোঁ মারিয়া সেই কাঠুরিয়ার মস্তক হইতে পাগড়িটী লইয়া দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন সেই হত-ভাগ্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিলে আর কি হইবে, অদৃষ্টে না থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

"করতলগতমপি নশ্যতি যস্য তু ভবিতব্যতা নাস্তি।"

ইহারই নাম "অদৃষ্টের পরিহাস।"

পরে বাটীতে যাইয়া সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর নিকট বিবৃত করিয়া হা হুতোহস্মি করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কিছুদিন অতীত হইয়াছে। কাঠুরিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একদিন বন মধ্যে কাষ্ঠ কাটিতেছে। হরপার্ব্বতী পুনরায় আকাশ মার্গ দিয়া যাইতে যাইতে দেবাদিদেব সেই কাঠুরিয়াকে দেখাইয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন "দেখ সেই ব্যক্তি এখনও কাষ্ঠ কাটিতেছে। উহার যে দুঃখ সেই দুঃখ। আমি যে মহামূল্য হীরকখণ্ড উহাকে দিয়াছিলাম তাহা উহার ভোগে আসে নাই।" তাহাতে পার্ব্বতী বলিলেন "প্রভো! আমার মনে বড়ই কৌতূহল হইতেছে, আপনি আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

মহেশ্বর বলিলেন—আমি তোমার কৌতূহল নিবারণ করিব। কিন্তু এবারেও ফল পূর্ব্বের মতন হইবে; কারণ ইহার সুসময় যদিও আগত-প্রায়, তথাপি এখনও বিলম্ব আছে। অনন্তর তিনি মনুষ্যের বেশ ধরিয়া পুনরায় সেই কাঠুরিয়ার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় একখানি মহামূল্য হীরকখণ্ড প্রদান করিয়া কাষ্ঠ ক্রয় করতঃ অন্তর্হিত হইলেন। তখন সে মহোল্লাসে কুঠার স্কন্ধে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইবার উপক্রম করিল। নেড়া বেলতলায় কবার যায়? এবার সে হীরকখানি মাথার পাগড়ীতে বাঁধিল না। জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্রের এককোণে শক্ত করিয়া উহা বাঁধিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এমনি গ্রহের বিপাক, নদী পার হইবার সময় একটী রোহিত মৎস্য খাবার জিনিষ মনে করিয়া কাপড়ের খুঁট হইতে হীরকখানি কাটিয়া লইল। নদী পার হইয়া তীরে উঠিয়া কাঠুরিয়া

দেখিল কাপড় কাটা, হীরকখানি নাই। তখন তাহার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই! যাহা হউক কোনও প্রকারে বাটীতে পঁহুছিয়া স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিল। সে দরিদ্র বলিয়া ভগবান্‌ও তাহার সহিত বিদ্রূপ করিয়া বার বার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতেছেন এই মর্ম্মবেদনাই তাহার দুঃসহ হইয়াছিল। যাহা হউক স্ত্রীর সান্ত্বনা বাক্যে পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া স্নানাহারাদি করিল। তাহার পর আবার কিছুদিন অতিবাহিত হইল। কাঠুরিয়া সেইরূপ বন হইতে কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিল। একদিন বনমধ্যে কাষ্ঠ কাটিতেছে এমন সময়ে হর-পার্ব্বতী পুনরায় আকাশমার্গ দিয়া যাইবার সময় পার্ব্বতী বলিলেন—"প্রভো! আপনি সেবার বলিয়াছিলেন ইহার সুসময় আগত প্রায়, তবে এ ব্যক্তি আর কতদিন এইরূপ কষ্টভোগ করিবে?" তাহাতে মহেশ্বর বলিলেন "অয়ি বরাননে! তুমি ভাল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছ। এ ব্যক্তির দুঃসময় দূর হইয়াছে, ইহার সুসময় আসিয়াছে,—এখন ইহাকে যাহাই দিব তদ্দারা ইহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটিবে। এই বলিয়া তিনি মনুষ্যবেশে পুনরায় সেই কাঠুরিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওহে বাপু! তুমি একটী পয়সা লইয়া এই কাষ্ঠগুলি আমাকে বিক্রয় করিবে?" তাহাতে সে বিস্মিত হইয়া বলিল—"বলেন কি মহাশয়! এত কাষ্ঠ কখনও এক পয়সায় দেওয়া যায়।" তাহাতে তিনি বলিলেন—"আমার নিকট আর পয়সা নাই, ইচ্ছা হয় দাও নতুবা আমি চলিয়া যাই।" কাঠুরিয়া মনে মনে ভাবিল বেলাও ত অনেক হইয়াছে, এত বেলায় বাজারে খরিদ্দার মিলিবে কিনা তাহারও স্থিরতা নাই, অতএব বাচা ভাত ত্যাগ না করাই ভাল। এইরূপ বিবেচনা করিয়া একটী পয়সা

লইয়া কাষ্ঠগুলি বিক্রয় করিল। তিনিও কাষ্ঠ লইয়া অদৃশ্য হইলেন। কাঠুরিয়া স্থির করিল, যাইবার সময় বাজার হইয়া যাইবে, এক পয়সায় যাহা হয় কিছু কিনিয়া লইয়া বাটী চলিয়া যাইবে। বাজারে গিয়া দেখিল বাজার উঠিয়া গিয়াছে, লোকজন বিশেষ কেহ নাই। এক জেলে একটী রুই মাছ বিক্রয় হয় নাই বলিয়া তাহা লইয়া বসিয়া আছে। মাছটী পচিয়া ঢোল হইয়াছে, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। কাঠুরিয়া আর কি করিবে অগত্যা কাষ্ঠ বিক্রয়ের সেই পয়সাটী দিয়া মাছটী কিনিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। বাটীতে যাইয়া স্ত্রীকে বলিল দেখ আজ আর বাজারে কিছু পাওয়া গেল না, এই পচা মাছটা আনিয়াছি। শুধু ইহা খাইতে পারা যাইবে না; তুমি এই মাছটী কোট, আমি এই সামনের গাছ হইতে একটা ঝুনা নারিকেল পাড়িয়া আনি। এই বলিয়া সে নারিকেল পাড়িতে গেল। এক্ষণে যে চিলটী তাহার পাগড়ী লইয়া গিয়াছিল তাহার বাসা ঐ নারিকেল গাছেই ছিল, সে সেই পাগড়ীটী আনিয়া সেই গাছেতেই রাখিয়াছিল। কাঠুরিয়া নারিকেল পাড়িতে উঠিয়া ঐ বস্ত্র খণ্ড দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তাহা চিনিতে পারিল, দেখিল তাহার এক কোণে হীরক খানি বাঁধা রহিয়াছে। সে তখন মহানন্দে তাহা লইয়া তাড়াতাড়ি একটী নারিকেল মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। এ দিকে তাহার স্ত্রী যেমন মাছটী দ্বিখণ্ড করিল অমনি তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক খানি হীরক মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন সে মাছ ফেলিয়া সেই হীরক খানি হাতে লইয়া তাহার স্বামীকে দেখাইতে ছুটিল। ওদিক হইতে তাহার স্বামীও ছুটিয়া আসিতেছে, হাত কাপড়ে বাঁধা সেই প্রথম বারের হীরক খানি। দুই জনে যখন সামনা সামনি হইল তখন দুইজনেই পরস্পরের হাতের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছে, আনন্দবিস্ময়বিজড়িত অস্ফুটধ্বনি ভিন্ন কাহারও মুখে কথা নাই,

কেবল প্রত্যেকের হাতে ভগবানের দেওয়া সেই এক এক খানি মহামূল্য হীরক।

"দৈবী বিচিত্রা গতিঃ। দৈবের প্রতিকূলতা নিবন্ধন স্বয়ং জগদীশ্বরও চেষ্টা করিয়া কাঠুরিয়ার দুঃখ মোচন করিতে পারিলেন না। আবার দৈব যখন অনুকূল হইল, কাঠুরিয়ার যখন সুসময় আসিল, তখন দৈবের প্রেরণায় পুরুষকার আপনা আপনি ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া কিরূপ অভাবনীয়রূপে নষ্ট রত্নের পুনরুদ্ধার সাধন করিল। আরও দেখুন শুভাশুভ ঘটনা সংঘটন হইবার পূর্ব্ব হইতেই কিরূপ তাহার সূচনা হইয়া থাকে। Coming events cast their shadows before.

অতএব "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্"।

গীতায় অদৃষ্টবাদ

যদহংকার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতি স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

গীতা, ১৮।৫৯, ৬০

অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে না এইরূপ নিশ্চয় করিতেছ, তোমার এ নিশ্চয় বৃথা। তুমি মোহবশতঃ যে কার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, তোমাকে পরাধীন ভাবেও তাহা করিতে হইবে।

তাহা হইলে কে অর্জ্জুনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে "স্বভাবজেন নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা"—ক্ষত্রিয়ত্বহেতুভূতপূর্ব্বজন্মসংস্কারজাতেন স্বকীয়েন কর্ম্মণা নিয়ন্ত্রিতঃ।"—অর্থাৎ প্রকৃতি, দৈব বা প্রাক্তনকর্ম্মজন্য সংস্কারই যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিবে। প্রকৃতি বা দৈবেরই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা। এই দৈবের নিকট অর্জ্জুনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ক্ষুণ্ণ, বাধিত, প্রতিহত। অর্জ্জুনের মত বীরকেও এই দৈবের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। "অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিযোজিত" হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব জীব দৈবের হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ। বাজিকরের ন্যায় দৈব "যেমন নাচায় তেমনি নাচে"—ইহাই উক্ত শ্লোকের নিগূঢ়ার্থ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দৈব ও পুরুষকারের অগ্নি পরীক্ষা হইয়া প্রারব্ধকর্ম্ম বা অদৃষ্টের নিকট ক্রিয়মাণ পুরুষকার যে হীনবল এবং প্রতিহত তাহাই নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের পক্ষে স্বয়ং জনার্দ্দন ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের প্রতি দৈব অনুকূল ইহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য পাণ্ডবগণের পুরুষকার দৈবের সহায়তায় সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ দুর্য্যোধনের পুরুষকার ব্যর্থ হইয়াছিল।

অর্জ্জুন শোকাকুলিতচিত্ত হইয়া "ন যোৎস্যে", যুদ্ধ করিব না বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করতঃ যখন রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন ভগবান্ তাহার ভাবগতি দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন (প্রহসন্নিব)। কারণ তিনি জানিতেন অর্জ্জুনের ঘাড়ে যে খেয়াল চাপিয়াছে তাহা বেশীক্ষণ থাকিবে না। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়বীর, তাহার ধমনীতে ক্ষত্রিয়রক্ত প্রবাহিত, সুতরাং অর্জ্জুন যাহাই বলুক না কেন, উহাকে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির প্রেরণায় যুদ্ধ

করিতেই হইবে। তথাপি তিনি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন কেন? লোক শিক্ষার জন্যই ত তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ। তাই একক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী, অর্জ্জুনকে সময়োপযোগী সদুপদেশ দিয়া সখার কার্য্যও করিলেন— সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষাও হইল।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭। ২৬

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরমেশ্বরের জ্ঞানশক্তি সর্ব্বদা অপ্রতিহত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইবে ইহা বলিবার আর অপেক্ষা কি?

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৪। ৫

হে পরন্তপ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, সেই সমস্ত জন্ম বৃত্তান্ত আমি অবগত আছি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।

শুধু অর্জ্জুন কেন, সকল লোকেরই অতীত জন্মবৃত্তান্ত এবং প্রাক্তন কর্ম্মজন্য শুভাশুভ অদৃষ্ট—অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান—সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন ভগবানের বিদিত। সেই অদৃষ্ট বশতঃ পাণ্ডবপক্ষের জয়, এবং কুরু পক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ইহা ভগবান্ জানিতেন; এবং জানিতেন বলিয়াই তিনি দৃঢ়তার সহিত নিশ্চয় করিয়া অর্জ্জুনকে বলিতে পারিয়াছিলেন—

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণান্ তথান্যানপি যোধবীরান্
ময়া হতাং ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥
গীতা, ১১।৩৩, ৩৪

তুমি যুদ্ধ কর, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইবে, এবং জয়ী হইয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিবে।

ভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছিলেন তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং পক্ষগণের জয় পরাজয় ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত ছিল। তাহা হইলে তিনি কি অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিবার জন্য অসত্যপ্রতিষ্ঠ স্তোক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। না, তাহা নহে। তিনি স্বয়ং জীবগণের কর্ম্মফলদাতা; সুতরাং তাঁহার অগোচর কিছুই ছিল না; সেইজন্য যাহা অবশ্যম্ভাবী ধ্রুব সত্য ঘটনা তাহাই তিনি অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥"

এই ভগবদ্ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? তিনি যদি পূর্ব্বেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথিগণকে মারিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা হইলে মরা লোক আবার যুদ্ধ করিল কি প্রকারে? মরাকে মারিয়াই বা অর্জ্জুনের কি পৌরুষ হইল? বিনা রক্তপাতেই ত অর্জ্জুনের জয় লাভ হইতে পারিত। অতএব বুঝিতে হইবে ঐ শ্লোকের অন্য গভীর অর্থ আছে। (There more is meant than meets the ear)—উভয় পক্ষেই ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর বীর শ্রেষ্ঠগণ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ক্ষত্রিয় প্রকৃতি যুদ্ধ না করিয়া কিছুতেই নিরস্ত হইবে না, কারণ প্রকৃতির কার্য্য রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং war without quarter না হইয়া রণে

কোন্ পক্ষকে জয়শ্রী বরণ করিবেন তাহা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু দুর্য্যোধন ও তৎপক্ষীয় বীর যোদ্ধৃগণের প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগের শেষ হওয়ায় পরমায়ু শেষ হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগকে বাঁচাইবার শক্তিও কাহারও ছিল না। মহর্ষি কশ্যপ রাজা পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া আর কিছু করিবার উপায় নাই বুঝিয়া তক্ষকের কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥" ১১ অঃ ৩২

প্রতিপক্ষসেনার মধ্যে যে সমস্ত যোদ্ধৃবর্গ আছে, তুমি যদি তাহাদিগকে বিনাশ নাও কর, তাহা হইলেও তাহারা কেহ থাকিবে না, অর্থাৎ অন্যরূপেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যেহেতু তাহারা "প্রাপ্তকাল" হইয়াছে—প্রাপ্তকালো ন জীবতি।

"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ"॥

আমি কাল, লোকক্ষয় করাই আমার স্বভাব। (ইহাদিগের পরমায়ু শেষ হওয়ায়) ইহাদিগকে সংহার করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি। বিধাতা "করকল্পজনান্তর" (নৈষধ)—অন্য ব্যক্তি বিধাতার করকল্প হইয়া কার্য্য করে, অতএব তুমি এই সংহার কার্য্যে "নিমিত্ত মাত্র" বা উপলক্ষ হও। এই জন্যই অবশ্যম্ভাবী অবধারিত ভবিষ্যৎ ঘটনাকে সিদ্ধবদ্ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব"। ইহাই উক্ত শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য।

অভিমন্যুকে রণে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল; তাহার প্রতিও অদৃষ্টই এক মাত্র কারণ—

"মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥"

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহার মাতুল, এবং ধনঞ্জয় যাহার পিতা, সেই অভিমন্যুও রণে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবে অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়।

জীব-প্রকৃতি বা স্বভাব

ইতিপূর্ব্বে সৃষ্টি তত্ত্ব প্রকরণে অভিহিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই জীবগণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতে র্বশাৎ॥

স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, প্রকৃতির বশে অবস্থিত অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্ম নিমিত্ত তৎ তৎ স্বভাব বশতঃ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের অধীন প্রাণিগণকে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।

জীবের জন্ম এবং মৃত্যু কর্ম্মাধীন। "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।"

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

"জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুঃ, মৃতস্য চ তত্তৎদেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্ম" —স্বামিসার।

শরীরারম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগকালই জীবের পরমায়ু। উক্ত ভোগের অবসান হইলেই শরীরের নাশ অর্থাৎ মৃত্যু হয়।

"কর্মৈব হি মহারাজ দেহারম্ভস্য কারণম্।
কর্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ॥"

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই দেহারম্ভের অর্থাৎ জন্মের কারণ। সুতরাং কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জন্মনাশ বা মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥

শ্রীমদ্ ভাগবত, ১০।১।৩৯

জলৌকা যেরূপ একটী তৃণ অবলম্বন করিয়া অন্য তৃণ পরিত্যাগ করে, দেহী ও সেইরূপ নিজকর্ম্মের দ্বারা উপস্থাপিত নূতন শরীর আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করে। ভোগ ব্যতিরেকে যখন প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, তখন ঐ ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই মৃত্যু হইতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে—

নাকালে ম্রিয়তে জন্তু বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশসূচ্যগ্রসংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

শ্রীমদ্ ভাগবতেও আছে—

দেহোঽপি কর্ম্মবশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ।
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ॥ ১১।১৩।৩৭

দেহের জনক প্রারব্ধলক্ষণ কর্ম্ম যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত জীব "প্রতিসমীক্ষত এব", জীবত্যেব।

প্রতিষেকবিধানমায়ুষঃ ক্ষয়ে
সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে॥ রঘুবংশ

যদি পরমায়ুর শেষ না হইয়া থাকে তাহা হইলেই চিকিৎসা ফলবতী হয়। ভোগ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রচুর ধনসম্পত্তিও অপরিমিত ভাবে ব্যয়িত হইলে শীঘ্র নিঃশেষিত হয়। এই কারণেই যাঁহারা আহার বিহারাদি বিষয়ে সংযত, তাঁহারা সচরাচর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকেন।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!—ইহা দ্বারা অতীত বহু জন্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে। "ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্" —ইহা দ্বারা ভাবিজন্মপ্রবাহের বিষয় অভিহিত হইয়াছে। অতএব জন্মান্তরবাদ গীতোক্ত ভগবদ্‌বাক্য দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই তাহার জীবনধারা এবং কর্ম্মধারা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় তাহাই গীতা শাস্ত্র সাহায্যে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

গীতা শাস্ত্রে কোথাও অদৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। অদৃষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে "প্রকৃতি", "স্বভাব", "পূর্ব্বাভ্যাস" "বুদ্ধিসংযোগ" (৬।৪৩) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে প্রকৃতি বা স্বভাব শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে—"জন্মান্তরার্জ্জিত সংস্কারবিশেষঃ প্রকৃতিঃ। পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারঃ বর্ত্তমানজন্মাদাভিব্যক্তঃ, সা প্রকৃতিঃ"। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি সংস্কার বর্ত্তমান জন্মের প্রারম্ভে অভিব্যক্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। "স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা"। অভ্যাস হইতে স্বভাব হয়, সুতরাং স্বভাব সুদৃঢ়াভ্যাসজন্য সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম বা পুরুষকার দৈব বা অদৃষ্ট নামে অভিহিত। "পূর্ব্ব জন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্ দৈবমিতি কথ্যতে।" অতএব দেখা যাইতেছে স্বভাব, প্রকৃতি, অদৃষ্ট—ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই সকলের বীজ বা নিদানস্বরূপ। এই পূর্ব্ব

বা অতীতজন্মকৃত কর্ম্ম—ইহাকে প্রকৃতি, স্বভাব, অদৃষ্ট—যাহাই বলা হউক না কেন, পরবর্ত্তী জন্মে জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ প্রকৃতি, স্বভাব, বা অদৃষ্টই জীবচরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ। জীব যেরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য হয়।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩।৩৩

কি মূর্খ কি জ্ঞানী সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রাণীমাত্রই প্রকৃতির অনুসরণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিবে?

জীবগণের সৃষ্টি বিষয়ে এই প্রকৃতিরই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা।

জন্মগ্রহণ করিবার পর জীবকে প্রকৃতির অধীন হইয়াই চলিতে হয়। "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"। সত্ব রজ স্তমঃ এই ত্রিগুণাত্মস্বরূপা মহাশক্তির নামই প্রকৃতি। প্রাক্তনকর্ম্ম বশতঃ এই ত্রিবিধ গুণের তারতম্যানুসারে জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব গঠিত হয়। এই জন্য সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক ভেদে জীবের প্রকৃতি বা স্বভাব তিন প্রকার। গীতাতে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় উক্ত হইয়াছে। উক্ত কারণ বশতঃ শ্রদ্ধাও সাত্বিকী, রাজসী, বা তামসী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

সত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত! ১৭।৩

শ্রদ্ধাভেদে পূজারও ভেদ ঘটিয়া থাকে।

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাং শ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ঐ, ৪

যাঁহাদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক, তাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান দেবতার পূজা করেন, যাঁহাদের প্রকৃতি রাজসিক, তাঁহারা রজোগুণপ্রধান যক্ষ ও রাক্ষসের পূজা করেন, এবং যাঁহাদের প্রকৃতি তামসিক, তাঁহারা তমোগুণ প্রধান ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা করেন। রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ পূজার যে ভেদ লক্ষিত হয় তাহা হইতে পূজকগণেরও স্বীয় স্বীয় সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতি পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

স্বভাবভেদে ভক্তিও বহুপ্রকার।

ভক্তিযোগো বহুবিধঃ মার্গৈ র্ভামিনি ভাব্যতে।

স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত ৩।২৯।৭

স্বভাবভূত যে সমস্ত সত্ত্বাদি গুন আছে তাহাদিগের বৃত্তিভেদে অর্থাৎ শমাদি কার্য্য ভেদে পুরুষের ভক্তিযোগও তামস, রাজস, সাত্ত্বিকাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়।

বিষয়েও জীবের কোনও স্বাধীনতা নাই। পূর্ব্বকৃতকর্ম্মজন্য সংস্কারবশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে।

কামৈ স্তৈ স্তৈ র্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। গীতা, ৭।২০

গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে এই কথাই আরও সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪

স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি র্মায়া।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" ৭।১৪

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই মায়া বা অবিদ্যারূপিনী প্রকৃতিকেই "ভূতপ্রকৃতি" বা জীবের স্বভাব বলা হইয়াছে। ১৩।৩৪

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্‌॥ ১০।২৪।১৬

মনুষ্য স্বভাবের পরতন্ত্র হইয়া স্বভাবের অনুগুণ কার্য্য করিয়া থাকে। সমস্ত জগৎ স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"কর্ম্মকরণে স্বভাব এব হেতুঃ। যদি সত্ত্বমভিব্যক্তং সাধু কর্ম্ম করোতি, রজশ্চেন্‌ মধ্যমং, তমশ্চেদধমম্‌। স্বভাবস্ত আদৌ জীবং বশীকরতি তদা জীবঃ স্বভাববশগো ভবতি। তদা বন্ধে পতিত ইব স্বভাবতন্ত্রঃ সন্‌ স্বভাবমেবানুবর্ত্ততে। কর্ম্মবৈচিত্র্যে তত্তৎকর্তৃস্বভাববৈচিত্র্যমেব নিমিত্তম্‌।" জীব যে সমস্ত কর্ম্ম করে তাহার প্রতি স্বভাবই কারণ। সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ অভিব্যক্ত হইলে জীব যথাক্রমে সৎ, মধ্যম, এবং অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। স্বভাব অগ্রে জীবকে বশীভূত করে। জীব তখন স্বভাবের অধীন হয়। তাহার পর স্বভাব পরতন্ত্র হইবা স্বভাবেরই অনুবর্ত্তন করে। সদসৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতি তত্তৎকর্ম্মকর্তৃস্বভাববৈচিত্র্যই একমাত্র কারণ।

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্‌॥

স্বভাবের এমনই মাহাত্ম্য যে, যাহার স্বভাব নীচ বা ক্ষুদ্র হয়, সে যত উন্নতই হউক না কেন, নিজের স্বভাবসিদ্ধ নীচভাব কখনও পরিত্যাগ করে না। ইহার দৃষ্টান্ত ৯ নয় এই সংখ্যাটী।

স্বভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্রঃ দ্বিগুণাত্মুন্নতো যদি।
ন জহাতি নিজং ভাবং সংখ্যাঙ্কেষিব ৯াকৃতিঃ॥

৯ নয় এই সংখ্যাটীকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ প্রভৃতি যত গুণই করা যাক না, স্বীয় ৯ নয় ভাব কখনও পরিত্যাগ করিবে না। যথা—

৯ × ২ = ১৮ = ১ + ৮ = ৯ ৯ × ৬ = ৫৪ = ৫ + ৪ = ৯
৯ × ৩ = ২৭ = ২ + ৭ = ৯ ৯ × ৭ = ৬৩ = ৬ + ৩ = ৯
৯ × ৪ = ৩৬ = ৩ + ৬ = ৯ ৯ × ৮ = ৭২ = ৭ + ২ = ৯
৯ × ৫ = ৪৫ = ৪ + ৫ = ৯ ৯ × ৯ = ৮১ = ৮ + ১ = ৯ ইত্যাদি

সেইরূপ মহৎ ব্যক্তিও স্বীয় মহত্ব কখনও পরিত্যাগ করেন না, যেমন—চন্দ্র ও সূর্য্য।

অহো মহত্বং মহতামপূর্ব্বম্
বিপত্তিকালেঽপি পরোপকারঃ।
যদাস্থমধ্যে পতিতোঽপি রাহোঃ
কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি॥

চন্দ্র এবং সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াও বিপত্তি কালেও পুণ্য বিতরণ করেন। মনুষ্যমাত্রই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভ্যাস, সংস্কার ও প্রকৃতির সহিত জন্মগ্রহণ করে। এই সংস্কার উদ্বোধক কারণসাহায্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য কালিদাস কুমারসম্ভবকাব্যে পার্ব্বতীসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ"। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃই জীবের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। গীতা, ৩।৩৪

অর্থাৎ শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যখন ইষ্ট হয় তখন তাহাতে রাগ, অনুরাগ, বা প্রীতি হইয়া থাকে, এবং উহা যখন দ্বিষ্ট হয় তখন উহাতে দ্বেষ, বিরাগ, বা ঘৃণা হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমূহে যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে। বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমোগুণ রাগ দ্বেষকে দ্বার স্বরূপ করিয়া জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। সৎ বা অসৎ প্রবৃত্তির মূলে পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস বা সংস্কার নিহিত থাকায়, ঐ অভ্যাস বা সংস্কারই সৎ বা অসৎ কার্য্যে জীবের রাগ বা অনুরাগ জন্মাইয়া জীবকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলাদিব নিয়োজিতের ন্যায় সু বা কুপথে চালিত করে, পুণ্য বা পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়। এই জন্য গীতাতে উক্ত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি অভ্যাসের শৈথিল্য বশতঃ যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হয়, সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকর্ম্মকারী লোকদিগের প্রাপ্যস্থান লাভ করিয়া তথায় বহুকাল বাস করিবার পর সদাচারসম্পন্ন ধনী ব্যক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করেন। অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মে তিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যোগসংস্কার প্রাপ্ত হন, এবং যোগসিদ্ধির জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রযত্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া দেয়। ৬।৪১-৪৪

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। ৬।৪৩-৪৪

উক্ত শ্লোকে অবশোঽপি—এবং কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ র্গুণৈঃ। উভয়ত্রই "অবশ" এই শব্দটী একই অর্থের বোধক।

"অনিচ্ছন্নপি বলাদিব নিয়োজিতঃ"—ইহাই উক্ত শব্দের অর্থ।

অতএব পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ সত্বগুণের আধিক্য হেতু যে সমস্ত মহা-পুরুষের ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ক্রমশঃ (By a process of gradual Evolution) যোগ সিদ্ধির মার্গে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে থাকেন। সেইরূপ পাপাচারী ব্যক্তিও পূর্ব্বাভ্যাস হেতু পাপকার্য্যে নিরত হইয়া ধাপে ধাপে ক্রমশঃ অধোগতির সোপানে অবতরণ করে। গীতা, ১৬।১৯

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, জীব মনুষ্য যোনিতে জন্মলাভ করিবার পর পুনরায় Retrogression দ্বারা আসুরী যোনি অর্থাৎ সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে। যাহারা পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতবশতঃ "নরাধম" হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা কর্ম্ম দ্বারা "ততো যান্ত্যধমাং গতিম্"।

সুতরাং মনুষ্য যখন স্বীয় প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, তখন "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—এ কথা বলা সঙ্গত হয় না; পক্ষান্তরে—

"বলাৎ প্রকৃত্যা নিয়তঃ স্বয়ৈব
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

এইরূপ বলাই সঙ্গত। মঙ্গলময় পরমেশ্বর জীবকে কখনও পাপ কার্য্য করিবার প্রেরণা প্রদান করেন না। তিনিই জীবের শুভেচ্ছা বা সৎ-প্রবৃত্তির একমাত্র উৎস।

"ধর্ম্মা-বিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ!" গীতা, ৭।১১

আমি প্রাণিগণের হৃদয়ে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামরূপে অবস্থান করিতেছি। শ্রুতিতেও আছে—

"তং সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমুন্নিনীষতি।"

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ"

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্‌ও প্রকারান্তরে সেই কথাই বলিয়াছেন—"কাম এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ" ইত্যাদি।

কামিনীকাঞ্চন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু লাভ করিবার স্পৃহাকেই কাম বলে। এই কাম কোনও কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়। সুতরাং কাম এবং ক্রোধই সকল অনর্থের মূল। ইহাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জীব পাপ আচরণ করে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ গীতা, ২।৬২,৬৩

"কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতা অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশঃ উচ্যতে। তাবদেব হি পুরুষো, যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়-বিবেকযোগ্যং, তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি।" শাঙ্কর ভাষ্য।

যে পর্য্যন্ত পুরুষ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবুদ্ধি না হারায় সেই পর্য্যন্তই পুরুষ পুরুষপদবাচ্য। উহা হারাইলে পুরুষ নষ্টই হইয়া থাকে। যতক্ষণ আমরা আত্মসংযম বা আমাদের উপর প্রভুত্ব না হারাই, ততক্ষণ কাম বা ক্রোধ কিছুই করিতে পারে না। পরন্তু যখন কাম বা ক্রোধোপহতচিত্ত হইয়া আমরা বিক্ষুব্ধ হই, যখন আমাদের সদসৎজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখনই আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকি।

ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানক্ষেত্র। "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি"। এই জন্য ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন।

মন্তব্য

প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করি অবস্থা ভেদে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন করে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সকলকেই আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু যদি কেহ ক্ষুধার তাড়নায় অথবা লোভ পরবশ হইয়া অতি ভোজন করে, বা কুখাদ্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়। আহার বিহারাদি বিষয়ে সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিত্বই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রাণিমাত্রই কাম ক্রোধাদি রিপুর বশ। ঐ সমস্ত রিপু যে একবারে নিন্দনীয় তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রাণিগণ ঐ সমস্ত রিপু প্রাপ্ত হইয়াছে। যৌন আকাঙ্খা বা প্রবৃত্তি যদি প্রাণিগণের হৃদয়ে একবারেই না থাকিত, তাহা হইলে প্রজা বৃদ্ধি হইত না, বংশ লোপ পাইত, এবং সৃষ্টি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, সুতরাং আহার বিহারাদি স্বতঃই দোষাবহ নহে, ঐ সমস্ত বিষয়ে অনিয়ম, অত্যাচার, বা উহার অপব্যবহারই দূষণীয়। গীতাতে "যুক্তাহারবিহার" ব্যক্তির প্রশংসাই করা হইয়াছে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের মনের যে বিদ্রোহ ভাব তাহারই নাম ক্রোধ। অন্যায় দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রবৃত্তি ক্রোধ হইতেই আসে। অতএব অন্যায় যাহাতে প্রশ্রয় পাইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে না পারে সেই জন্যই প্রকৃতি মাতা ক্রোধ রিপুর সৃষ্টি করিয়াছেন। "লোভস্য পুরতঃ কেহমী সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহাঃ"—লোভের সম্মুখে সত্য, অস্তেয়, এবং অপরিগ্রহ তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, কিন্তু আকাঙ্খা বা উচ্চাভিলাষ যদি আমাদের হৃদয়ে মোটেই না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কোনও রূপ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না।

অতএব কাম রিপু যদি পাশবিক প্রবৃত্তিতে পরিণত না হইয়া নারীর মর্য্যাদা এবং সতীত্বগৌরবের প্রতি সচেতন হয়, এবং পরদারগমন প্রভৃতি হইতে বিরত হইয়া কেবল মাত্র আপন ধর্ম্মপত্নীতেই আবদ্ধ থাকে; ক্রোধ যদি দণ্ডবিধি আইনের আমলে না আসিয়া কেবলমাত্র অন্যায় দমনের জন্য moral বা righteous indignation এ পর্য্যবসিত হয়; লোভ যদি কামিনী কাঞ্চনে লোলুপ না হইয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞান পিপাসু হয়; মোহ যদি পার্থিব ধন সম্পদে এবং পুত্রদারাদিতে মমত্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুণ্যার্জ্জনে মোহিত হয়; মদ যদি আত্মশ্লাঘা এবং ধনাভিমান পরিত্যাগ করতঃ রিপু দমনে গর্ব্ব প্রকাশ করে; এবং মাৎসর্য্য যদি পরশ্রীকাতরতা ও পরশুভদ্বেষ বর্জ্জন পূর্ব্বক পরহিতসাধনে ও দর্শনে আনন্দ উপভোগ করে; তাহা হইলে এই ষড়্‌রিপু দুঃখের কারণ না হইয়া নিজের ও পরের সুখশান্তির কারণ হয়।

প্রাণিমাত্রই স্বভাবের বশে কার্য্য করে এ কথা সত্য বটে; কিন্তু মনুষ্যের কথা স্বতন্ত্র। মনুষ্য স্বভাবকে সংযত করিবে, সদসৎ বিবেক রূপ অঙ্কুশ দ্বারা স্বভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্ববশে আনিবে; যদি স্বভাবের প্রেরণায় অন্ধের ন্যায় চালিত হইয়া মনুষ্য কার্য্য করিবে, তাহা হইলে পশু ও মনুষ্য এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল? কারণ—

নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তঃ জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে॥ তন্ত্র

আহার, নিদ্রা, ও মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য প্রাণি মাত্রেরই সমান। পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানবান তাঁহারাই "মনুষ্যপদবাচ্য"। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান। অতএব মনুষ্য স্বভাবের বশে কার্য্য করিলেও, তাহাকে শাস্ত্রবিধি মানিয়া, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্য প্রভৃতি বিচার করিয়া চলিতে হইবে।

অনেক সময়ে অবিমৃশ্যকারিতার ফলে আমরা [illegible]দসলিলে ডুবিয়া মরি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সুধা ভ্রমে গরল পান করিয়া আমরা যখন বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হই তখন অদৃষ্টের প্রতিই দোষারোপ করিয়া থাকি।

"This is the excellent foppery of the world, that when we are sick in fortune (often the surfeit of our own behaviour), we make guilty of our disast[ers] the sun, the moon, and the stars ; as if we were villain[s by] necessity; fools by heavenly compulsion ; knaves, thieves, and treachers, by Spherical predominance ; drunkards, [li]ars, and adulterers by an enforced obedience of planetary influence ; and all that we are evil in, by a divine thrusting on"—*Shaks., King Lear.*

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ র্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা, ২।৬৪

যাঁহারা রাগদ্বেষশূন্য এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহারা স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করিতে থাকিয়াও শান্তি লাভ করেন। এই জন্য যে সমস্ত মহাপুরুষ শমদমাদি দ্বারা স্বীয় স্বভাবকে আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন, তাঁহারা শ্রেয়োমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন, এবং ক্রমশ[ঃ] [illegible] যোগের সাহায্যে স্বীয় স্বভাব বা প্রকৃতির ভিতর দিয়াই তাঁ[হাদে]র আত্ম-বিকাশের পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে। আর যাহারা তাহা পারে না, তাহাদের স্বভাবই নিঃশ্রেয়সলাভের পরিপন্থী হয়, এবং তাহারাও স্বীয় স্বভাবের মধ্য দিয়াই অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

গীতাতে দুই শ্রেণীর পাপীর বিষয় উক্ত হইয়াছে—

(১) ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

উক্ত শ্লোকে "মূঢ়াঃ "এই পদটীর বিশেষ সার্থক্য আছে। ইহা দ্বারা তমো গুণ, সত্ব ও রজো গুণকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া উদ্রিক্ত, ইহাই সূচিত হইয়াছে। "অসূর্য্যা নাম যে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ— তামিস্র নরক যেরূপ সূচিভেদ্য অন্ধকারময়, সেইরূপ যে সমস্ত পাপীর অন্তর অন্ধতমসাচ্ছন্ন নরকসদৃশ, তাহারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে। "অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"। ইহারা নরাধম। ইহারা আকৃতিতে মনুষ্যের ন্যায় হইলেও, প্রকৃতিতে পশুর ন্যায়, এই জন্য পশু যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

মেঘান্তরিত সূর্য্য যেরূপ মেঘনির্মুক্ত হইয়া প্রকাশমান হয়, সেইরূপ যে সমস্ত পাপীর হৃদয়ে সত্বগুণ তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ লাভ করে, তাহারা ক্রমশঃ উর্দ্ধ গতি প্রাপ্ত হয়। "উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থাঃ"। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জগাই, মাধাইয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রজ স্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজঃ স্তথা ॥ ১৪।১০

অদৃষ্ট বশতঃই এইরূপ সত্ব, রজঃ বা তমো গুণ যথাক্রমে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

গীতা শাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে প্রকৃতির সত্ব, রজ, তমোগুণের দ্বারাই জীবের জীবনধারা এবং কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ।

এই গুণত্রয়ের স্বরূপ, ক্রিয়া, এবং শক্তি বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সমগ্র মনুষ্য জীবনের উপর ইহার অপ্রতিহত প্রভাব নিঃসংশয়ভাবে প্রতিপাদন করাই গীতা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪।২০

সংক্ষেপ

(1) In the first place we must try to understand what is meant by the "nature" of a particular object as of fire, of water, or of some individual plant or animal. Evidently it is the *ensemble* or aggregate of its powers or properties : the modes in which it acts on other things ; and the modes in which other things act upon it. It means all the powers existing in either the outer or the inner world, and everything which takes place by means of those powers. Every action is the exertion of some natural power, and its effects of all sorts are so many phenomena of nature, produced by the powers and properties of some of the objects of nature, in exact obedience to some law or laws of nature. When I voluntarily use my organs to take in food, the act and its consequences take place according to laws of nature; if instead of food I swallow poison, the case is exactly the same. There is no need of a recommendation to act according to nature, since it is what no body can possibly help doing,

and equally *whether he acts well or ill.* ***Man has no*** power to do anything *else* than *follow* **nature**; ***all his*** actions are *done* ***through***, *and in obedience to some one* or many of nature's physical or mental laws.

Adapted from J. S. Mill's "Nature The Utility of Religion and Theism"

ঠিক এই কথাই গীতাতে সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত হইয়াছে—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।
নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বম্।

(২) Conformity to nature has no connection with right or wrong. When we act according to the impulses of nature, we do not always do what *we ought to do.* In Ethics nature does not stand for "what ought to be." The acquisition of virtue has in all ages been accounted a work of labour and difficulty. It is an *uphill work*, and it assuredly requires a greater conquest over a greater number of natural inclinations to become eminently virtuous than transcendently vicious. Life could not go on if it were not admitted that impulses must be controlled, and that reason ought to govern our actions. But self-control is only learnt by discipline and experience. Nature does not of herself bestow this, any more than any other virtue.—Adapted from the same book.

প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করার সহিত নৈতিক ভাল মন্দের কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ সুধা পান এবং গরল পান এই উভয়বিধ কার্য্য ও তাহার

ফল প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়া থাকে। ইহা বিবেচনা করিয়াই যেন ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"। তাঁহার উদ্দেশ্য অর্জ্জুনকে প্রকৃতির অধিকার বা লীলাক্ষেত্র হইতে, "what ought to be" বা ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রের (Religion and Ethics) গণ্ডীর ভিতর লইয়া যাওয়া, এবং অর্জ্জুনকে স্পষ্টভাবে বলিয়াও দিলেন—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুং ইহার্হসি॥

(3) "To acquire knowledge of the properties of things, and make use of the knowledge for guidance, is a rule of *prudence, for the adaptation of means to ends*". J. S. Mill.

"*To Know*" is identical with "*To Be*". It is necessary to *know* in order *to be*.

He who does not know how to be rich is not rich. He who does not know how to be good is not good. When we know what we *ought to will*, then we do what we *ought to do*. Then Nature which stands for *what is*, constitutes the rule and standard of what *ought to be*.

কি করিয়া ধনী হইতে হয়, কি উপায়ে ভাল লোক হইতে পারা যায়, তাহার সন্ধান যে জানে না, সে কখনও ধনী বা ভাল লোক হইতে পারে না। We can be on our guard against the snares and pitfalls of life when we know them.

কি কারণে লোক সৎ বা অসৎ কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা যদি আমরা জানিতে পারি, আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারি, সেই ভাবে

আমাদের নৈতিক চরিত্র গঠিত করিতে পারি। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন—

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমো গুণের সংমিশ্রণে জীব প্রকৃতি বা স্বভাব গঠিত। সত্ত্ব গুণের আধিক্যে সৎকার্য্য, রজোগুণের আধিক্যে মধ্যম কার্য্য, এবং তমোগুণের আধিক্যে অসৎকার্য্য, অনুষ্ঠিত হয়। বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতির এই তিনটি গুণই জীবকে যাবতীয় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে (they are the springs of all human actions)। নিম্নগামিত্ব যেরূপ জলের স্বভাব, সেইরূপ প্রকৃতি বশ্যত্বই জীবের স্বভাব। কিন্তু আমরা প্রকৃতির অনুগামী হইয়াও, পুরুষকার, জ্ঞান, এবং সংযম দ্বারা উহার কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি। উহাকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারি।

According to Bacon's maxim we can obey nature in such a manner as to command it. Though we can do nothing except through laws of nature, we can use one law to counteract another. For example, a person who is crossing a river by a narrow bridge to which there is no parapet, will do well to regulate his proceedings by the laws of equilibrium in moving bodies, in order to prevent falling into the river in obedience to the law of gravitation.—J. S. Mill.

সৎপ্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম সৎ, অসৎপ্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম অসৎ। রজঃ এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব গুণের উদ্রেক এবং বিকাশ হইলে—the master-bias of one's affection leans to virtue's side.

এই জন্যই কালিদাস বলিয়াছেন—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সাধু প্রকৃতি, যাঁহাদিগের চিত্ত কখনও উন্মার্গগামী হয় না, তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণের প্রবৃত্তি দ্বারাই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।
The predilection of punctilious minds is the criterion of right and wrong in doubtful matters.

সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব গুণের উন্মেষ হয়। "What man eats, he becomes".—when wine is in, wit is out. মদিরায় মত্ত হইলে হিতাহিতজ্ঞান তিরোহিত হয়। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, শোণিতলোলুপ মাংসভোজী সিংহ ব্যাঘ্রের হিংস্রপ্রবৃত্তি হইতে তৃণাদিভোজী জন্তুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

(4) প্রকৃতির কখনও অপরূপ শোভা এবং সৌন্দর্য্যমণ্ডিত স্নিগ্ধময়ী সৌম্যমূর্ত্তি; কখনও ঝটিকা, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন প্রভৃতি ধ্বংসের তাণ্ডব লীলায় প্রকটিত প্রলয়ঙ্করী রুদ্রমূর্ত্তি; তখন তিনি জীবের পরম শত্রু। জীব প্রকৃতিও তদ্রূপ—কখনও কুসুম অপেক্ষাও পেলব, কখনও বজ্র অপেক্ষাও কঠোর; কখনও মাতার ন্যায় হিতকারিণী,—কখনও শত্রুর ন্যায় অনিষ্টকারিণী; তখন রিপুকে প্রশ্রয় প্রদান না করিয়া দমন করাই শ্রেষ্ঠ নীতি। প্রকৃতিকে জয় করা মানবের সাধ্যাতীত নহে। বাহ্য-জগতে" "*we find many great triumphs of Art over Nature-the junction by bridges of shores which Nature had made* separate; the draining of Nature's marshes; the excavation of her wells; the dragging to light of what she

has buried at immense depths in the earth ; the turning away of her thunderbolts by lightning rods, of her inundations by embankments, of her ocean by break-waters."

সেইরূপ দেহ রূপ ক্ষুদ্র জগতেও সংযমরূপ বাঁধ এবং কার্য্যাকার্য্যবিবেক বুদ্ধিরূপ রক্ষাকবচের সাহায্যে দুর্দ্ধর্ষ জীব প্রকৃতির কার্য্য প্রতিরোধ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। অনুর্ব্বর উষর ভূমি যখন পরিশ্রম, অধ্যবসায়, এবং শিল্প নৈপুণ্য দ্বারা শস্যশ্যামল উর্ব্বরক্ষেত্রে, অথবা মনোজ্ঞ ফল ফুলে সমৃদ্ধ সুরম্য উদ্যানে পরিণত করা যাইতে পারে, তখন এই "মানব জমীতে" যত্নসহকারে আবাদ করিলে সোনা ফলিতে পারে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই জন্যই অদৃষ্টবাদ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকারবাদ বিচারের প্রয়োজনীয়তা।

কর্ম্মবাদ

জীবের সুখ দুঃখ—ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব।

পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই জীবদেহকে নিকেতন স্বরূপ করিয়া নিয়ামক নিয়ম্যভাবে অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল ভোক্তা। পরমাত্মা জীবনিয়ামক, জীবের নিয়ন্তা।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তীতি শ্রুতিঃ।"

গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। গীতা, ৯।১৮

উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃপরঃ॥ ঐ, ১৩।২১
"তদেব বাসুদেবাখ্যং পরংব্রহ্ম নিগদ্যতে।"
অন্তর্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ॥" শ্রীমাধবাচার্য্যকৃত

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্। পরমেশ্বর "দেহস্থোঽপি ন দেহস্থঃ" —অর্থাৎ দেহে অবস্থান করিয়াও দেহস্থ নহেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখভোগরহিত পরমানন্দস্বরূপ।

"প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তঃ যথা খং সবিতানিলঃ।"
শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১১।১২

"যথা খং (আকাশং) সর্ব্বত্র স্থিতমপি ন সজ্জতে, যথা সবিতা জলে প্রতিবিম্বিতোঽপি, যথা অনিলঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরন্নপি তদ্বৎ"। টীকা।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ গীতা, ১৩।৩২

"যথা আকাশস্য সর্ব্বগতত্বেঽপি ব্যাপ্যগতদোষাস্পর্শঃ, এবং পরমাত্মস্বরূপমপি চিদচিদাত্মকজগদন্তরাত্মতয়াবস্থিতমপি বাহ্যাভ্যন্তরবিকারশূন্য[illegible]াকাশবন্নির্ম্মলং।"

শরীরে অবস্থান করিয়াও কি কারণে পরমাত্মা কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না, এবং জীবাত্মা লিপ্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহারই পর্য্যালোচনা করিব।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ গীতা, ১৩।৩১

পরমেশ্বর অনাদি, নির্গুণ, অবিকারী, এবং অবিনাশী ; এইজন্য তিনি [illegible]কল দেহে অবস্থান করিয়াও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত। তিনি দেহে

অভিনিবেশশূন্য। তিনি কেবল সাক্ষী এবং নিয়ন্তা স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। "উদাসীনবদাসীনঃ"; "প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ।" তিনি কর্ম্মানুসারে জীবগণের সৃষ্টি করিলেও, সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়!" তিনি কোনও কার্য্যও করেন না, সুতরাং কোন ও কর্ম্মের ফলের সহিত ও তাঁহার সম্বন্ধ নাই।

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।"

পরমেশ্বর যদি কোনও কার্য্য না করেন, তাহা হইলে জীব বা দেহীও কোনও কার্য্য করে না ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ অনুপপন্ন হয়। অথচ দেখা যাইতেছে কার্য্যও হইতেছে, এবং জীবকে তাহার ফলভোগও করিতে হইতেছে? ইহা কিরূপে হইয়া থাকে? তাহা হইলে কে কার্য্য করে? এবং জীবকেই বা কেন তাহার ফলভোগ করিতে হয়? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ স্বয়ংই দিয়াছেন।

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ গীতা, ৫।১৪

পরমেশ্বর স্বয়ং কোনও প্রকার কর্ত্তৃত্ব করেন না, এবং "তুমি কর্ম্মকর" এইরূপ প্রেরণা দ্বারা কাহাকেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন না, অথবা কর্ম্ম ফলসম্বন্ধও উৎপাদন করেন না। স্বভাব অর্থাৎ অবিদ্যারূপিনী প্রকৃতিই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"। ৭।১৪
গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥
শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১০।৩১

গুণাঃ ইন্দ্রিয়াণি কর্ম্মাণি সৃজন্তি। ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মা কিছুই করেন না। যদি বলা যায়, আত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে প্রবর্ত্তিত করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর স্বরূপ বলা হইয়াছে—

গুণোঽনু সৃজতে গুণান্। গুণঃ সত্ত্বাদিঃ গুণান্ ইন্দ্রিয়াণি অনুসৃজতে প্রবর্ত্তয়তি, ন তু আত্মা।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ—গীতা, ৩।৩৪

ইতিপূর্ব্বে ইহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণ রাগ দ্বেষকে দ্বার স্বরূপ করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, আত্মা করেন না। তাহা হইলে জীব কি হেতু কর্ম্ম ফল ভোগ করে? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—জীবস্তু ইতি। জীবস্তু গুণসংযুক্তঃ ইন্দ্রিয়সংযুক্তঃ, কুত ইত্যত আহ—অসৌ তেষু অহঙ্কারবান্। কর্ম্ম-ফলানি ভুঙ্‌ক্তে। ইন্দ্রিয় সকলে জীবের আত্মাভিমান রূপ অহঙ্কার বশতঃ জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যাই তাহার প্রতি কারণ। এই জন্য গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—"প্রকৃতে গু'ণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণ কর্ম্মসু"। ৩।২৯

গুণ কর্ম্মসু"—ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসুচ। প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমোগুণে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় এবং তদীয় কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

প্রকৃতির পরিণাম ইন্দ্রিয়গণই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে; পুরুষের কোনও কার্য্যই নাই। পুরুষ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির কার্য্য আপনাতে আরোপ করতঃ—"আমি করিলাম" বলিয়া যে অভিমান করে, তাহারই নাম পুরুষকার। যেমন গতিশীল মেঘের মধ্যে চন্দ্র গতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান

হয়, অথবা যানে উপবিষ্ট থাকিয়া অন্যে ধাবিত হইলে যেরূপ নিজেকে ধাবমান বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রান্তি বশতঃ আত্মার কর্তৃত্বাভিমান হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥ ১১।১১।১০

গুণভাব্যেন কর্ম্মণ'—গুণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ ভ'াব্যতে সম্পাদ্যতে ইতি তেন কর্ম্মণা হেতুনা—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সম্পাদিত কর্ম্ম হেতু। অবুধঃ—মূর্খঃ; "প্রকৃতেগু'ণসংমূঢ়ঃ;" দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ। দেহে বর্ত্তমানঃ আত্মত্বেন সজ্জমানঃ নিবধ্যতে দেহাত্মাভিমানকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানৈ ব'দ্ধো ভবতি। অর্থাৎ দেহাদিতে অজ্ঞানবশতঃ আত্মাভিমানহেতু জীব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমান দ্বারা বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিষ্পাদিত কর্ম্ম সকলের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি ভোগ করে। এই মিথ্যাভিমান বা অহঙ্কারই সুখ দুঃখ ভোগের প্রতি কারণ, এবং কর্ম্ম ফলের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সৃজন করে, বাস্তবিক পক্ষে আত্মার সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব কিছুই নাই। "সাহংকারত্বাদেব বস্তুতঃ অদেহস্থত্বেঽপি তদ্‌গতসুখদুঃখাদিভাক্‌ত্বম্।" এই কারণে—

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ গীতা, ৩।২৮

আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় এবং কর্ম্ম পৃথক এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ইহা জানিয়া নিজে কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া থাকেন। অতএব "সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ" শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।২৩।৬০। আত্মবিভ্রমঃ—দেহাদাবহমিতি অব্রহ্মাত্মকত্বরূপঃ অতএব "জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ"।

অতএব "সকল প্রকার ভেদজ্ঞানের নিবর্ত্তন করিয়া আত্মার কৈবল্য লাভের উপায় হয় বলিয়া কেবল আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়।" পরমাত্মা জীব দেহে অবস্থিতি করিতেছেন ইহা গীতাতেও অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে।

.........পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর। ইত্যাদি।

তিনি জীবগণের হৃদয়কমলে অবস্থান করিতেছেন ইহাও উক্ত হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্ দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। ইত্যাদি।

জীবাত্মাও হৃদয়কমলে অবস্থান করেন। "হৃদ্যয়মাত্মা প্রতিষ্ঠিত" ইতি। "যস্যাত্মা শরীরমিত্যাদি" শ্রুতি দ্বারা আত্মার জীবশরীরকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই জন্য গীতাতে দেহীই জীবাত্মা বলিয়া অভিহিত।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্রাবস্থান শ্রুতিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং খাদতি অনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উক্ত শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি মাত্র—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥

জীব ও ব্রহ্মরূপ দুইটী পক্ষী দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে নিকেতন স্বরূপ করিয়া একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছেন। পক্ষী দুইটী কিরূপ?

সুপর্ণৌ—শোভনপক্ষবিশিষ্ট; জীবপক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ দুইটী পক্ষ। পরমাত্মার—(১) নিরস্তনিখিলদোষত্ব।

(২) সমস্তকল্যাণগুণাত্মকত্ব—এই দুইটী পক্ষ।

সদৃশৌ—চিদ্রূপত্বহেতু সদৃশ। সখায়ৌ—উপকার্য্য উপকারক ভাবে স্থিত! কৃতনীড়ৌ—কৃতং হৃদয়কমলরূপং নিবাসস্থানং যাভ্যাম্। হৃদয় কমলরূপ নিবাস স্থানে অবস্থিত। বৃক্ষে—শরীরে। "উর্দ্ধমূলমধঃশাখ মশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"। তয়োরেকঃ—তন্মধ্যে একটী অর্থাৎ জীবরূপ পক্ষী। পিপ্পলান্নং খাদতি—পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্মফল সুখদুঃখভোক্তা। অনশ্নন্ অন্যঃ—পরমাত্মা পরমানন্দস্বরূপ; সুখদুঃখাদি ভোগ রহিত। বলেন ভূয়ান্ —সর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বাত্মত্বাদিনা ভূয়ান্।

পরস্পর সখ্যতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া কর্ম্মফলভোক্তা জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা সাক্ষী এবং নিয়ামক স্বরূপে একই স্থানে অবস্থান করিতেছেন. এই বিষয় চিন্তা করিলেই আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের চিত্র উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রথকে যদি জীবদেহ বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে এই রূপকের সাহায্যে এই বিষয়টি সুন্দর রূপে বোধগম্য হয়!

রথ—দেহ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণব্রহ্ম। অর্জ্জুন দেহভৃৎ, সংসারী জীব। শ্রীকৃষ্ণ—দেহরূপ রথের সারথি পরমাত্মস্বরূপ, সাক্ষী, "উপদ্রষ্টা।" অর্জ্জুন—দেহরূপ রথে অধিষ্ঠিত জীবাত্মস্বরূপ; কর্ম্মফলভোক্তা। উভয়ে—সখায়ৌ; পরস্পর সখ্যতা বন্ধনে বদ্ধ। অর্জ্জুন শিষ্য; "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" শ্রীকৃষ্ণ—শাস্তা, উপদেষ্টা।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া রথে বসিয়াই পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। জীবও ভগবৎ কৃপায় দিব্য অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে নিজদেহ মধ্যেই পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন। পরম যোগিগণ এই ভাবেই পরমেশ্বরকে দেখিয়া থাকেন।

"যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।"

গীতাতে পরমাত্মা—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ"। ১৩।২১

এইরূপ অভিহিত হইয়াছেন। তিনি উপদ্রষ্টা, অর্থাৎ সমীপে থাকিয়া সাক্ষী বা দ্রষ্টা। অনুমন্তা, অর্থাৎ নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে তিনি নিকটে থাকিয়াও নিবারণ করেন না। ভর্ত্তা—দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়; চৈতন্যময় আত্মা উহাদিগকে স্বীয় চৈতন্যাভাস দ্বারা উদ্ভাসিত করেন।

ভোক্তা—"নিত্যচৈতন্যময়স্বভাববশতঃ আত্মা বুদ্ধির সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ সর্ব্ববিষয়িনী বৃত্তিকে যেন নিজ চৈতন্যগ্রস্ত করাইয়া পৃথক্ ভাবে ভোক্তাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" এই জন্য তিনি ভোক্তা।

মহেশ্বর—তিনি সর্ব্ব ভূতের আত্মা, সুতরাং মহান্ এবং স্বতন্ত্র; এই জন্য তিনি মহেশ্বর।

ঈশ্বর-কর্ত্তৃত্ব

গীতা শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধি হইয়া থাকে—

(১) পরমেশ্বর জীবের অন্তরাত্মা স্বরূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অচিদাত্মক দৃশ্য জড় জগৎ তাঁহার "অপরা প্রকৃতি"। জীব তাঁহার "পরা প্রকৃতি"।

(২) তিনি জগৎ কারণ; জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই অবস্থান করে, এবং অবশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।

গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

(৩) তিনি সাক্ষী, জীবদেহে অবস্থান করিয়াও তিনি কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না; জীব কর্ম্মফলভোক্তা।

(৪) তিনি প্রভু, অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ।

"নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ প্রভুরিত্যভিধীয়তে।"

(৫) তিনি পুরুষোত্তম।

(৬) তিনি জীবের শুভেচ্ছা ও সৎপ্রবৃত্তির একমাত্র উৎস।

(৭) তিনি জীবের একমাত্র উপাস্য।

(৮) তিনি জীবের উদ্ধার কর্ত্তা। "সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।"

(৯) তিনি জগতের নিয়ন্তা। তাঁহার প্রেরণাতেই সংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাঁহার মায়াশক্তি প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব প্রসব করিলেও, তাঁহার কর্তৃত্বাধীনেই ঐ সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম"।

অতএব কেবলমাত্র অচেতনা প্রকৃতিই জগৎকারণ,—সাংখ্যদর্শনের এই মত আদরণীয় নহে। গীতাবাক্য দ্বারা পরমাণু—কারণবাদও নিরাকৃত হইয়াছে।

(১০) তিনি জীবের কর্ম্মফলদাতা।

(১১) "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

> কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
> সুখংদুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
> অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
> কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হিসঃ॥
>
> শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০।২৪।১৩-১৪

জীবের জন্ম মৃত্যু সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মের অধীন। কিন্তু কর্ম্ম অচেতন, চেতন ভিন্ন কর্ম্মফল প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং যদি অনুকৃত কর্ম্মের ফলদাতা স্বরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে (বলিতে হইবে) ফলদানবিষয়ে ঈশ্বরের নিজের কোনও স্বাধীনতা নাই। তিনি কর্ম্মানুসারেই ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। যে কর্ম্ম করে না তাহাকে তিনি ফল দিতে পারেন না।

> জীবিতং মরণং জন্তো র্গতিঃ স্বেনৈব কর্ম্মণা।
> রাজংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখ-দুঃখয়োঃ॥ঐ, ১২।৬।২৫

"স্বকর্ম্মোদ্‌বোধকেন হরিণা বিনা সুখ-দুঃখয়োঃ প্রদাতা অন্যো নাস্তি" টীকা। অর্থাৎ জীব যে সমস্ত কর্ম্ম করে পরমেশ্বর তাহার উদ্বোধক হইয়া সমস্ত কর্ম্মের সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রদান করেন। গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে ও প্রমাণিত হয় যে পরমেশ্বরই পাপপুণ্যের ফলদাতা।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭।১৬
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহম্। ৪।১১

যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি সেই ভাবে তাহাকে অভিলষিত ফল দিয়া থাকি। আমি পীড়িত ব্যক্তিগণের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাকি; যাহারা ধন কামনা করে তাহাদিগকে ধন দিয়া অনুগৃহীত করি; যাহারা ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে জ্ঞান, এবং মুমুক্ষুগণকে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকি।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্। ৭।২২
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। ১০।১০
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৬।১৯

তবে তিনি "কর্ত্তারং ভজতে" অর্থাৎ জীবগণের কর্ম্মানুসারেই ফল দিয়া থাকেন। কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে ফলপ্রদান করেন না বলিয়াই ফলের বৈষম্য বশতঃ তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না। "বৈষম্যনৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ"—ব্রহ্মসূত্র। "ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। পরমেশ্বর পাপপুণ্যের ফলদাতা নহেন, উক্ত শ্লোকের এরূপ তাৎপর্য্য নহে। ঐরূপ অর্থ গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।" অতএব সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মফল কর্ম্মাধীন হইলেও উহা ঈশ্বরেরই দান বলিতে হইবে।

"অচিচ্ছব্দবাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যভোগোপকরণ ভোগায়তনভেদাৎ। তস্য জগতঃ কর্ত্তোপাদানং চেশ্বরপদার্থঃ পুরুষোত্তমো বাসুদেবাদিপদবেদনীয়ঃ। তদপ্যুক্তম্—বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণ সংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামক ইতি॥

স এব বাসুদেবঃ পরমকারুণিকো ভক্তবৎসলঃ পরমপুরুষ স্তদুপাসকানু-গুণতত্তৎফলপ্রদানায় স্বলীলাবশাদর্চাবিভবব্যূহসূক্ষ্মান্তর্যামিভেদেন পঞ্চধাব-তিষ্ঠতে। তত্রার্চা নাম প্রতিমাদয়ঃ। রামাদাবতারো বিভবঃ। ব্যূহ শ্চতুর্ব্বিধঃ—বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসংজ্ঞক। সূক্ষ্মং সম্পূর্ণং ষড়্গুণং বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম। গুণাঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ; অন্তর্যামী সকলজীব-নিয়ামকঃ।"

শ্রীমাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্।

অতএব শরীরারম্ভক ফলদানোন্মুখ উদ্বুদ্ধ প্রাক্তন কর্ম্ম বা অদৃষ্টই জীবের জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ভোগের প্রতি কারণ। কর্ম্ম জড় বা অচেতন বলিয়া স্বয়ং ফলপ্রদানে অসমর্থ। এই জন্য নিত্য চৈতন্যময়স্বরূপ পরমেশ্বরই কর্ম্মের উদ্বোধক, এবং কর্ম্মফলের নিয়ন্তাস্বরূপে জীবকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকেন।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" গীতা।

পরমেশ্বর স্বীয় চৈতন্যাভাস দ্বারা জড়াত্মিকা প্রকৃতি এবং জড় ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উদ্ভাসিত করেন বলিয়াই তিনি গীতাতে "ভর্ত্তা" নামে অভিহিত হইয়াছেন। (১৩।২১)

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্ দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। গীতা, ১৮।৬১
"ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসুপ্রবর্ত্তয়ন্। মায়য়া তদাখ্যনিজশক্ত্যা।
যন্ত্রারূঢ়ানি শরীরারূঢ়ানি। ভূতানি জীবাখ্যবস্তূনি।"

হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজীবের হৃদয় দেশে ঈশ্বর বর্ত্তমান। তিনি নিজ মায়া দ্বারা শরীরস্থ জীবগণকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

স্বামিসার—যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিতি ভাবঃ। অত্র শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রো যথা—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।"

ইতি—শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য সঙ্কলিত ভগবদ্গীতা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

কর্ম্মণো বীজরূপশ্চ সন্ততং তৎফলপ্রদঃ।
কর্ম্মরূপশ্চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম এবং কর্ম্মের বীজ স্বরূপ।

আবার তিনিই নিরন্তর কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদুদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেও অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করা হইয়াছে।

চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা।

প্রথমস্তবক, ৯।

স্বর্গকামো যজেত এই শ্রুতি অনুসারে যাগেরফল স্বর্গ। কিন্তু যাগ অনুষ্ঠিত হইবার অনেক পরে স্বর্গরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যাগ ব্যাপার "চিরধ্বস্ত", "ফলোৎপত্তি প্রাক্‌ক্ষণবৃত্তি ধ্বংস প্রতিযোগী,"—অর্থাৎ ফলোৎপত্তির প্রাক্‌ক্ষণ বৃত্তিত্ব না থাকা হেতু যাগরূপ ব্যাপারকে, ছেদন বিষয়ে কুঠারাদির ব্যাপারের ন্যায়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বর্গরূপ ফলোৎপত্তির কারণ বলা যাইতে পারে না, উহা পরোক্ষভাবে যাগজন্য অদৃষ্ট দ্বারা স্বর্গরূপ ফলোৎপত্তির কারণ। যাগানুষ্ঠান

দ্বারা যাগজনিত অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অদৃষ্ট দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরে স্বর্গরূপ ফল জন্মিয়া থাকে। সুতরাং অচেতন অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপে অদৃষ্টের নিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

"অদৃষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতং, অচেতনত্বে সতি কারণত্বাৎ ছেতৃপুরুষাধিষ্ঠিত-কুঠারবৎ।"

অর্থাৎ কুঠার যেরূপ অচেতন হইলেও ছেতৃপুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া ছেদনরূপ কার্য্যের কারণ হয়, অদৃষ্ট ও সেইরূপ অচেতন হইলেও ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই ফলোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে।

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

উক্ত শ্লোকে "স্বভাব" শব্দের অর্থ অবিদ্যারূপিনী প্রকৃতি। প্রকৃতি অচেতনা, জড়াত্মিকা, তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে এই কথাগুলির পূর্ব্বে "ময়াধ্যক্ষেণ" এই কথা গুলি অধ্যাহার করিতে হইবে। অর্থাৎ যেরূপ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে" (৯।১০)—সেইরূপ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে"। অতএব পরমেশ্বরের অদৃষ্টাধিষ্ঠাতৃত্ব গীতার উক্ত শ্লোক হইতেও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ভগবান্ গীতাতে একস্থানে বলিয়াছেন "বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ"; অপর একস্থানে বলিয়াছেন "উদাসীনবদাসীনম্।" এই দুইটী বাক্য আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ এইরূপ বুঝিতে পারিয়াই বিরোধ ভঞ্জনের অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" অর্থাৎ তুমি এরূপ মনে করিও না যে আমি দ্রষ্টা, সাক্ষীরূপে অবস্থান করি বলিয়া কিছুই করি না, একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি। আমি জগতের শাস্তা, নিয়ন্তা; আমার কর্তৃত্বাধীনেই প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে,

আমার প্রেরণা বশতঃই সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে; আমার ইচ্ছাতেই সংসার চক্র ঘুরিতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি ভক্তগণকে তাহাদিগের অভিলষিত ফল প্রদান করেন, কিন্তু "কখন" ঐফল প্রদান করেন তাহা কিছু বলেন নাই। তিনি যখন কর্ম্মানুসারেই জীবকে ফল দিয়া থাকেন, তখন বুঝিতে হইবে কর্ম্ম দ্বারা যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই অদৃষ্ট যথাকালে যখন উদ্বুদ্ধ হইয়া ফল প্রদানোন্মুখ হয়, তখনই তিনি অদৃষ্টের উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া তজ্জনিত ফল প্রদান করেন। শাস্ত্রে আছে, "অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে"। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, অনুৎকট পাপপুণ্যের ফল বিলম্বে ফলিয়া থাকে। মনুও বলিয়াছেন—"নহি দুশ্চরিতং লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব"। অতএব কর্ম্মফল কালসাপেক্ষ।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অয়স্কান্ত কর্তৃক লৌহের ন্যায় শুভাশুভ ফল শুভাশুভ অদৃষ্ট দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ভগবান্ "নিমিত্ত মাত্র"। যে কোনও প্রকার কর্ম্ম করেনা, তিনি তাহাকে কোনও রূপ ফল দিতে পারেন না (ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভু হি সঃ)। নিয়ামক বা নিয়ন্তা হিসাবে তাঁহার কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই তিনি "উদাসীনবৎ" এই কথা বলিয়াছেন। এই নিয়ামকত্বরূপ কর্তৃত্ব না থাকিলে তিনি "উদাসীন" এই কথাই বলিতেন। "উদাসীনত্বে কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃত্বে চ উদাসীনত্বানুপপত্তেঃ উদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্"—স্বামিসার।

পরমেশ্বর স্বীয় চৈতন্যাভাস দ্বারা অচেতন অদৃষ্টকে উদ্ভাসিত করেন বলিয়াই ত অদৃষ্টের ব্যাপার হইয়া থাকে।

সত্য বটে, পরমেশ্বর একদিকে ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন, অন্যদিকে যে সমস্ত নরাধম তাঁহার দ্বেষ করে তাহাদিগকে অজস্র অশুভ

প্রদান করেন। তিনি একদিকে যেমন পুণ্যাত্মা ভক্তগণের "সুলভ," অপর দিকে তেমনি পাপী নরাধমগণের দুর্লভ; "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ"। রাজা যেরূপ শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন দ্বারা ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হন না, পাপ পুণ্যের ফলদাতা পরমেশ্বর কর্ম্মানুসারে পুণ্যবানকে পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাকেও সেইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করা যাইতে পারে না। আমরা অনেক সময়ে স্বার্থান্ধ এবং অসূয়াপরবশ হইয়া বলিয়া থাকি "পরমেশ্বর তেলা মাথায় তেল দিয়া থাকেন, রুক্ষ মাথায় তেল দেন না"। মোহ বশতঃই আমরা এইরূপ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকি। বায়ুর ন্যায়, সূর্য্য কিরণের ন্যায়, তাঁহার করুণা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত।

ক্ষুদ্র কুটীর অপেক্ষা প্রশস্ত ও দীর্ঘ বাতায়ন যুক্ত অট্টালিকাতে অধিক পরিমাণে আলোক এবং বায়ু প্রবেশ করে। ইহার জন্য কি বলিতে পারা যায় যে সূর্য্যদেব ও পবনদেব তেলা মাথায় তেল দিয়া থাকেন, ধনীদিগের হর্ম্ম্যের প্রতি তাঁহাদিগের সমধিক দৃষ্টি; দরিদ্রের পর্ণকুটীরের প্রতি অত্যল্প দৃষ্টি ?

শীত নিবারণের জন্য যাহারা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সমীপে অবস্থান করে, তাহাদেরই শীত নিবারণ হয়, যাহারা দূরে থাকে তাহাদের শীত নিবারণ হয় না। ইহাই অগ্নির স্বভাব; তজ্জন্য যেরূপ অগ্নির পক্ষপাতিত্ব আছে বলা চলে না, সেইরূপ পরমেশ্বরেরও কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি তাঁহার করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার যত ইচ্ছা লইতে পারে, তাহাতে তাঁহার বারণ নাই। তবে তাঁহার করুণা লাভ করিতে হইলে, তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে, ভক্তি মার্গ দ্বারা তাঁহার সামীপ্য লাভ করিতে হইবে। যে যত নিকটে যাইতে পারিবে সে তত অধিক করুণা লাভের অধিকারী হইবে।

গীতায় পুরুষকারবাদ

পুরুষকারের প্রভাব

Our acts our angels are, or good or ill,
Our fatal shadows that walk by us still—Fletcher.

মনুষ্যজীবনের উপর অদৃষ্টের অপ্রতিহত প্রভাব ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। এক্ষণে অদৃষ্টের ফলই যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহা হইলে কি পুরুষকারের কোনও সার্থকতাই নাই? তাহা হইলে আমরা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যদ্‌ভবিষ্য হইয়া অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিব ইহাই কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা হইলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং," "মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব-কর্ম্মণি"—এরূপ কথা বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের sphere of action, কার্য্য ক্ষেত্র, বা এলাকা পৃথক পৃথক। অদৃষ্টের এলাকার ভিতর পুরুষকারের প্রভাব বাধিত, ক্ষুণ্ণ, এবং সঙ্কুচিত হইলেও, তাহার নিজের এলাকার মধ্যে পুরুষকারের শক্তি অসীম।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং ঐহিক। প্রাক্তন পুরুষকার অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম প্রারব্ধকর্ম্ম বা অদৃষ্টে পরিণত হইয়া পরবর্ত্তী জন্মে ফল প্রসব করিয়া থাকে। প্রারব্ধ বা অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করি, তাহা সঞ্চিত হইয়া কালে দৈব বা অদৃষ্টাকারে পরিণত হয়। এইরূপে সৃষ্টি হইতে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম এবং অদৃষ্ট প্রবাহের বিরাম নাই। প্রারব্ধের উপর আমাদের কোনও কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও, যে

সঞ্চিত কর্ম্ম প্রারব্ধে পরিণত হয় নাই তাহা আমরা পুরুষকার বা সাধনা দ্বারা নষ্ট করিতে পারি ; এবং যাহাতে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম ফল প্রসব করিতে না পারে, তাহারও উপায় করিয়া আমরা কর্ম্ম বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে পারি। অতএব পুরুষকার দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইল, এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্ম ও ফল প্রসব করিতে পারিল না। রহিল কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার উপর পুরুষকারের কোনও ক্ষমতা নাই। ভোগের দ্বারা এই প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জননমরণপ্রবাহলক্ষণ সংসারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ, এবং ইহা পুরুষকার সাপেক্ষ। সুতরাং এই হিসাবে পুরুষকারের প্রভাব অদৃষ্ট অপেক্ষা অনেক অধিক।

পুরুষকার অদৃষ্টের অধীন হইলেও অদৃষ্ট জন্য ফলের সাধক। অদৃষ্ট অধিকাংশ স্থলেই পুরুষকারকে সহায় করিয়া ফল প্রদান করে। অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ে মিলিত হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়, নতুবা কিছুই হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে পুরুষকার অদৃষ্টের চক্র স্বরূপ। পঙ্গু যেরূপ অন্ধের স্কন্ধারূঢ় হইয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারে, সেইরূপ অদৃষ্ট এবং অদৃষ্ট জন্য ফল এই উভয়ের সংযোগ পুরুষকার দ্বারাই সাধিত হয়। অদৃষ্ট যখন পুরুষকারের প্রেরক হয়, অর্থাৎ পুরুষকারকে ফলপ্রাপ্তি পথে চালিত করে, তখনই পুরুষকার ফল দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে পারে না। অদৃষ্টের উদ্বোধক বা নিয়ামক পরমেশ্বর ; পুরুষকারের নিয়ামক অদৃষ্ট। এইজন্য অদৃষ্টের বৈষম্যানুসারে পুরুষকারেরও বৈষম্য হইয়া থাকে। সকলের পুরুষকার সমান নহে, যাহার যেরূপ ভাগ্য, তাহার পুরুষকারও তদনুরূপ হয়।

মতিরুৎপদ্যতে তাদৃক ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ।
সহায়া স্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা॥

ইহজগতে যাঁহারা ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের স্বরূপ, তাঁহারা যোগ-ভ্রষ্ট পুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই জীবের উত্তম বা অধম যোনিতে, ধনী বা দরিদ্রের গৃহে জন্ম হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেক মহাপুরুষকে দরিদ্র সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। Poverty is the Scil of greatness—সেই জন্যই বোধ হয় বিধাতৃবিধানে এইরূপ হইয়া থাকে।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।

দরিদ্রের গৃহে জন্মলাভ করিয়াও তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন—এবং অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ, ক্লেশ তাঁহাদিগের প্রথম জীবনের নিত্য সহচর হইলেও অদৃষ্টের প্রেরণায় অনন্তসাধারণ উদ্যম, অধ্যবসায়, এবং পরিশ্রমের ফলে হীন অবস্থা হইতে উন্নতি এবং ঐশ্বর্য্যের তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

The heights by great men reached and kept,
Were not attained by sudden feight;
But they while their companions slept,
Were toiling upwards in the night.

মহাপুরুষগণের ঐরূপ অনন্তসাধারণ পুরুষকার তাঁহাদিগের বিজাতীয় শুভাদৃষ্টেরই অনুগুণ; তাঁহাদিগের পুরুষকারের পশ্চাতে অদৃষ্টের "অদৃষ্ট" হস্ত কার্য্য করে বলিয়াই ঐ পুরুষকার নিয়ত "ফলেন হি পুন র্বতাং বিধত্তে"। যাঁহাদের সেরূপ ভাগ্যযোগ নাই, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ পুরুষকার করাও সম্ভবপর নহে, এইজন্য তাঁহারা সেইরূপ বড়ও হইতে পারেন না। লোকে স্থূলদৃষ্টিতে পুরুষকারের সাহায্যে এইরূপে মনুষ্যের ভাগ্য গঠিত হইতে দেখিয়াই বলিয়া থাকে—

Man is man, and Master of his Fate.

স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতম্।
তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠ মাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ মৎস্যপুরাণ।

যে অদৃষ্টের প্রভাব এত অধিক তাহা প্রকৃত পক্ষে প্রাক্তন পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে; এইজন্য পণ্ডিতগণ পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। দধি দুগ্ধের পরিণাম হইলেও দধি যেরূপ দুগ্ধ নহে, সেইরূপ রূপান্তরিত পুরুষকার ও পুরুষকার এই উভয়ের পার্থক্য। অতএব Let the dead Past bury its dead—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর উপায় নাই। অতীত যাহা, তাহা অতীত হইয়াছে। যাহা আর কিছুতেই ফিরাইতে পারা যাইবে না, তাহার জন্য বৃথা অনুশোচনা করিয়া কোনও ফল হইবে না। অতীত জন্মের অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ফলিবেই। সে যাহা হয় হউক; তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বর্ত্তমান জন্মে এরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য যদ্দ্বারা ভাবি শুভাদৃষ্ট গঠিত হইতে পারে। "Act, act, in the living Present"—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্। "শরীরং ক্ষণ-বিধ্বংসি", কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই। বর্ত্তমান জীবন শেষ হইলেই যবনিকা পতন হইবে না। জীবের পশ্চাতে যেরূপ অতীত বহু জন্মের সঞ্চিত কর্ম্ম রাশি—সম্মুখেও সেইরূপ ভাবী অনন্ত জীবন প্রব

পুরুষকারের প্রয়োজনীয়তা ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে কি কারণে আমাদের কর্ম্ম বা পুরুষকার করিবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে তাহারই আলোচনা করিব। প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে। কি জ্ঞানী কি মূর্খ, কেহই প্রয়োজন ব্যতিরেকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। প্রবৃত্তির প্রতি চিকীর্ষা, কৃতি সাধ্যতা জ্ঞান, ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান প্রভৃতি কারণ। যে বিষয় আমরা আমাদের পক্ষে ইষ্ট বা হিতকর বলিয়া বিবেচনা করি তাহাতে আমাদের রাগ বা অনুরাগ জন্মায়, এবং তাহার বিপরীত হইলে দ্বেষ জন্মিয়া থাকে।

ইষ্টত্ব আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রবর্ত্তক, এবং দ্বিষ্টত্ব উহার প্রতিবন্ধক। ইষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি বা রুচি, এবং দ্বিষ্ট বিষয়ে অপ্রবৃত্তি বা অরুচি হয়। ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে অঙ্গচেষ্টা, শরীর ব্যাপার, প্রযত্ন, বা কর্ম্ম আমরা করিয়া থাকি তাহাই আমাদিগের পুরুষকার। অতএব পুরুষকারের মূলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানমূলক ইচ্ছাশক্তি নিহিত আছে।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে—

> ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
> ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥

ইত্যাদি শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হয় যে অর্জ্জুনের যুদ্ধ বিষয়ক ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাব বশতঃই যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। এই জন্য ভগবান্ নানাপ্রকার বাক্য দ্বারা যুদ্ধ বিষয়ে অর্জ্জুনের ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান মূলক কর্ম্মসংন্যাস প্রশংসনীয় এবং জীবের সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু গীতার প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত অর্জ্জুনের মত মোহ বশতঃ, অজ্ঞান বশতঃ, ক্ষুদ্রহৃদয় দৌর্ব্বল্য বশতঃ অবিবেক মূলক "অকর্ম্মে সঙ্গ", অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে অনিচ্ছা নিন্দনীয় এবং সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। ভাগ্য বা দৈব দেখিতে পাওয়া যায় না, এই জন্যই উহার নাম "অদৃষ্ট।" ভাগ্যে কি আছে ঘটনাচক্রের পূর্ব্বে যখন জানিবার উপায় নাই তখন আমাদিগকে সিদ্ধি, অসিদ্ধি, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য সম্যক্ পুরুষকার করিয়া যাইতে হইবে। অদৃষ্টে ফললাভ থাকে ঐ পুরুষকার সাফল্য মণ্ডিত হইবে; অদৃষ্টে ফললাভ না থাকে উহা ব্যর্থ হইবে; কিন্তু তাহা

হইলেও কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হেতু চিত্তপ্রসাদ এবং পুণ্য অবশ্যম্ভাবী। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

তোমার ভাগ্যে থাকে, তাহা হইলে তুমি শত্রুগণকে জয় করিয়া পৃথিবীর সাম্রাজ্য ভোগ করিবে। আর ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য যুদ্ধ কার্য্য করিতে যাইয়া যদি তোমাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়, তাহা হইলেও তুমি স্বর্গলাভ করিবে। "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়। যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ।" অতএব তোমাকে যুদ্ধ কার্য্যরূপ পুরুষকার করিতেই হইবে।

গীতাতে দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মাকে "দেহী," "দেহভৃৎ", "শরীরী" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে "দেহভৃতাং বর" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা দেহ, এবং দেহের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মা, এই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ়পরিরম্ভসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতা দ্যোতিত হইয়াছে—অর্থাৎ আত্মা যেন দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত গাঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ। এই জন্য গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, দেহীর অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশিষ্ট জীবাত্মার কর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি নাই। দেহাভিমানী জীবকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। দেহ এবং ইন্দ্রিয় হইতে আত্মার পার্থক্য জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ঐ মোহপাশ ছিন্ন হইলে—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো-মন্যেত তত্ত্ববিৎ"। ৫।৮

এই কারণেই ভগবান্ অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া লোক শিক্ষার জন্য বলিয়াছেন"—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্"।

তবে কি কার্য্যাকার্য্য বিচার না করিয়া জীব কেবল কর্ম্মই করিয়া যাইবে? না, তাহা নহে। "অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।"

এক্ষণে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী অকার্য্য বুঝা যাইবে কি প্রকারে? ভগবান্ তাহাও বলিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ১৬।২৪

তত্ত্বদর্শী পরম কারুণিক ঋষিগণ জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য, যাহাতে তাহারা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া উন্মার্গগামী না হইতে পারে সেই জন্য বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত শাস্ত্র মনুষ্যের জন্যই হইয়াছে, পশুর জন্য হয় নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সৎ, অসৎ, নিয়ম, অনিয়ম, বিধি, নিষেধ সমস্তই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য অনেক সময়ে ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। কারণ বুদ্ধিতে রজোগুণ প্রবল হইলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, অকার্য্য সম্বন্ধে অযথা সন্দেহ জীবকে আশ্রয় করে, এবং সকল বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান হইয়া থাকে (গীতা, ১৮।৩১, ৩২)। শাস্ত্র প্রণেতৃ ঋষিগণ সত্ত্বগুণপ্রধান ছিলেন। "সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্"—সত্ত্বগুণের সাহায্যে তাঁহারা কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি নিষেধ উপনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা যে জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর তাহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্রে আছে—

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোহশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

মনু প্রভৃতি বিংশতি জন ঋষি ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকাশক। ইহাদের প্রণীত শাস্ত্রই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে একমাত্র উপজীব্য। অতএব ঐ সমস্ত শাস্ত্র সাহায্যে

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক জীবকে সংসার মার্গে বিচরণ করিতে হইবে। যাঁহারা অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া শাস্ত্র বাক্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমি শাস্ত্রকারগণের পক্ষ হইয়া বলিব—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং।
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ॥

বেদমার্গ অবহেলা করিলে তাহার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গীতা, ১৬।২৩

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ" শ্লোকে, সকল প্রাণীই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে এইরূপ উক্ত হওয়ায় আশঙ্কা হইতে পারে যে—"যদি সর্ব্বো জন্তুঃ আত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে, ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি, ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্য প্রাপ্তিঃ"—শাঙ্কর ভাষ্য।

"যদি সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে এবং প্রকৃতি শূন্য কেহ না থাকে, তাহা হইলে পুরুষকারের বিষয় অনুপপন্ন হওয়াতে শাস্ত্রের নিরর্থকতার আপত্তি" হয়। এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার অভিপ্রায়ে পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩।৩৪

"অত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে। শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ বশং নাগচ্ছেৎ। যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগ দ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ

ত্বংপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রার্থদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতি বশঃ"। শাঙ্কর ভাষ্য

"পুরুষকার ও শাস্ত্রার্থের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শাস্ত্রীয় অর্থে প্রবৃত্ত পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই রাগ কিম্বা দ্বেষের বশীভূত হইবে না। পুরুষের যে প্রকৃতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা রাগ ও দ্বেষকে দ্বার স্বরূপ করিয়া পুরুষকে স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। যে সময় পুরুষ প্রতিকূলভাবে রাগ দ্বেষকে নিয়মিত করিতে পারে, তখন তাহার শাস্ত্রবিহিত বিষয়েই দৃষ্টি হয়, এবং সে প্রকৃতির বশীভূত হয় না"।

"স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং হি সমর্থং শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানং"। জল যেরূপ স্বভাবতঃ নিম্নগামী, সেইরূপ সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। এই প্রকৃতি বা স্বভাব দুরতিক্রমনীয় হইলেও শাস্ত্রোক্ত বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে পুরুষকার দ্বারা তাহার অন্যথা করিতে পারা যায়। তজ্জন্য অভ্যাসযোগ রূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন।

অভ্যাসযোগ।

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্"—এই নিয়ত কোনও কর্ম্ম করার নামই অভ্যাসযোগ। "পুনঃ পুনঃ সংশীলনমভ্যাসঃ"। "চিত্তস্যৈকস্মিন্নভ্যন্তরে বাহ্যে বা প্রতিমাদাবালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ"। ইতি ভগবদ্গীতাটীকায়াং নীলকণ্ঠঃ। কোনও একটী অভ্যন্তর বা বাহ্যবিষয়ে, অন্যান্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া একাগ্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ করার নাম অভ্যাস।

দৃঢ় মূল অভ্যাস জন্য সংস্কারের নামই স্বভাব। কার্য্যের আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশঃ সেই কার্য্য করিবার অভ্যাস জন্মায়। যেমন ধূম পান করিতে করিতে ধূম পান করিবার অভ্যাস জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ যে কার্য্য আমাদের দুঃসাধ্য বা অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, ক্রমশঃ করিতেকরিতে আমাদের চিত্ত তাহাতে "অভ্যাসাদ্‌রমতে" (গীতা, ১৮।৩৬), অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ তাহা সহজসাধ্য ও প্রীতিকর হইয়া উঠে। রক্ত মাংস গঠিত কর্ম্ম শরীরের পুষ্টি এবং বর্দ্ধনের জন্য যেরূপ অনুকূল জল, বায়ু, খাদ্য, ব্যায়াম প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা, সেই রূপ অধ্যাত্ম বা ধর্ম্ম শরীরের পুষ্টি এবং বর্দ্ধনের জন্য সৎসংসর্গ, সদুপদেশ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, চর্চ্চা বা অনুশীলন প্রভৃতির একান্ত আবশ্যকতা। এই জন্যই গীতা শাস্ত্রে অভ্যাসযোগের মাহাত্ম্য উদ্‌গীত হইয়াছে। অভ্যাসের এইরূপ মহীয়সী শক্তি যে উহা দ্বারা নিয়মকে অনিয়ম, অনিয়মকে নিয়ম করিতে পারা যায়। "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।" পঞ্চতপা ব্রতে তপস্বিগণ অভ্যাসবশতঃ শীতকালে জলে, এবং গ্রীষ্মকালে অগ্নিমধ্যে বাস করিয়া থাকেন। যোগানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষুধা ও ব্যাধি নিবৃত্তি হইতে পারে। অভ্যাসদ্বারা নৈসর্গিক স্বভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে, অথবা নূতন স্বভাব গঠিত করিতে পারা যায়। অভ্যাসের প্রভাব এত অধিক যে বদ্ধ মূল হইলে উহা পরিত্যাগ করা সুকঠিন হয়। এই জন্যই অভ্যাস বা Habit কে Second Nature বলা হইয়া থাকে। মহাকবি Shakespere বলিয়াছেন—

"Use almost can change the stamp of Nature".

যাহা স্বভাব সিদ্ধ (Ingrained) তাহা করা স্রোতে গা ভাসান দেওয়ার ন্যায় সহজ—অনুলোম। যাহা স্বভাবের বিপরীত (Cross-grained) তাহা সাধন করা স্রোতের বিপরীত দিকে সন্তরণ করার ন্যায় আয়াস বা

পুরুষকার সাপেক্ষ—প্রতিলোম। ইন্দ্রিয় দমন করিতে হইলে, আহার বিহারাদি বিষয়ে সংযম শিক্ষা করিতে হইলে, বিদ্যার্জ্জন করিতে হইলে, কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইলে, সচ্চরিত্র গঠন করিতে হইলে, অভ্যাস যোগ আবশ্যক। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" ভাবে কোনও কার্য্যে লাগিয়া না থাকিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। পরমেশ্বরে পরা ভক্তি অভ্যাসযোগসাপেক্ষ।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮।৮

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়! ॥ ১২। ৮, ৯

কারণ—"যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি, মন্মনাঃ মদ্ভক্ত" আমাকে লাভ করিয়া থাকে। "মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ"।

মসীকৃষ্ণ মেঘের অন্তরাল হইতে ক্ষণ প্রভার ক্ষণিক স্ফুরণের ন্যায় পাষণ্ডের হৃদয়েও সময়ে সময়ে সৎ প্রবৃত্তি, প্রেম, ও ভক্তির ক্ষণিক উন্মেষ হইয়া থাকে। লেডী ম্যাকবেথের ন্যায় পিশাচিনীর হৃদয়েও ক্ষণেকের জন্য পিতৃ স্নেহের ছায়াপাত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে", অর্থাৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অঙ্কুর অভ্যাস যোগ রূপ সলিল সিঞ্চন দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে কালে পত্র পল্লব সমন্বিত বিশাল মহীরুহ রূপে পরিণত হইতে পারে। পুরুষকার অভ্যাসযোগ দ্বারা এই সমস্ত দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারে বলিয়াই পুরুষকারের আদর, মাহাত্ম্য, ও

গৌরব। ভগবান্ অর্জ্জুনের সহিত নিশ্চয়ই বিদ্রূপ বা পরিহাস করেন নাই, অথবা যে কার্য্য অর্জ্জনের সাধ্যাতীত, এরূপ কোনও অসাধ্য সাধন করিতে ও তাহাকে আদেশ করেন নাই। পুরুষকার দ্বারা প্রকৃতিকে বশে আনয়ন করা, ইন্দ্রিয় জয় করা, এবং অভ্যাস যোগ দ্বারা আত্মবিকাশের পূর্ণতা লাভ করা, জীবের পক্ষে সম্ভবপর জানিয়াই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতের লোককে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন "তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন!"

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥

অতএব পুরুষকারই প্রধান তপস্যা, কারণ শাস্ত্রানুমোদিত পুরুষকার দ্বারা মানব পরম পুরুষার্থ লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। Carlyle বলিয়াছেন—"Work is Worship."

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ১৮।৪৫, ৪৬

শাস্ত্র বিহিত স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং শ্রুতি বিহিত ও স্মৃত্যুক্ত, অর্থাৎ শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ভগবানের অর্চ্চনা করা হয়, এবং তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ

অধিকারী নির্ণয়।

কর্ম্ম, বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ভেদে কর্ম্ম পুনরায় তিন প্রকার। কর্ম্ম—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। বিকর্ম্ম—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম। অকর্ম্ম—কর্ম্মের অকরণ; কর্ম্ম পরিত্যাগ বা কর্ম্ম সংন্যাস। কর্ম্মসংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্ট।

কর্ম্মের মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। বিদ্যা বা জ্ঞানের উদয় হইলে শুভাশুভ সকল কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া থাকে। "মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ"—অর্থাৎ দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অহং বুদ্ধি যাহার আছে তাহাকেই মূর্খ বলা যায়। দেহাদিতে আত্মাভিমানের নামই অবিদ্যা। অনাত্মজ্ঞ দেহাভিমানী ব্যক্তিই কর্ম্মের অধিকারী। দেহাভিমানী জীবের আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এইরূপ অভিমান থাকায়, অভিমানবশে তাহাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। এই কারণে "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্‌", "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে", ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা গীতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চিত্তের সমাধান রূপ কর্ম্মযোগ, এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধ রূপ কর্ম্মে অর্জ্জুনের বিরাগ বা অপ্রবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানমূলক নহে, পরন্তু অজ্ঞান বা মোহনিবন্ধন, এই জন্য জ্ঞানের প্রতি অর্জ্জুনের আগ্রহ, এবং কর্ম্মের প্রতি বিরাগ বুঝিতে পারিয়াও, ভগবান্‌ তাঁহাকে জ্ঞানের পরিবর্ত্তে কর্ম্ম করিবারই উপদেশ দিয়াছেন।

আলোক যেরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তক সেইরূপ জ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক।

এই জন্যই জ্ঞানের সহিত অবিদ্যাত্মক কর্ম্মের বিরোধ। কারণ কর্ম্মের নিদান বা মূলীভূত কারণ অবিদ্যাকে নাশ করাই জ্ঞানের কার্য্য। সুতরাং একই ব্যক্তিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভব হইতে পারে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মনিষ্ঠা, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞান নিষ্ঠাই বিহিত। নৈষ্কর্ম্ম্যযোগের অর্থই জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও কার্য্যই থাকে না। "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"। কর্তৃত্বাভিমান এবং ফলাসঙ্গ না থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তি কার্য্য করিলেও তদ্দারা লিপ্ত হন না। "কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে"।

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, এই উভয়ের স্বরূপ জ্ঞান প্রসূত অদ্বৈতজ্ঞানই মোক্ষ লাভের কারণ। "জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতি"। অন্ধকার যেরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যাত্মক কর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে মুক্তিলাভের কারণ হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা পরম্পরায় মুক্তি লাভের কারণ। কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগেরই প্রযোজক। এই জন্যই কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। গীতা শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের বিষয়ীভূত কর্ম্ম ও জ্ঞান ভেদে দ্বিবিধ নিষ্ঠার বিষয়ই উক্ত হইয়াছে, এবং এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ এবং কর্ম্মযোগীগণ উভয়েই মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন।

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে"। জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে দেহিগণের কর্ম্মযোগরূপ পুরুষকার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ম্ম করিলেও ত কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হইবে, এবং কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ শরীর পরিগ্রহ করিতে হইবে। তাহা হইলে কি জীবের কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কোনও উপায়ই নাই? নিশ্চয়ই আছে। যাহাতে কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে না হয় তাহার উপায় ও পরম কারুণিক ভগবান্ গীতাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই উপায়টী "কর্ম্ম ফল সংন্যাস"। ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তি রহিত হইয়া কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবকে আর কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে না পারা হেতুই জীব স্বীয় কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া গুটি পোকার ন্যায়, "আপনার নালে আপনি মরে"।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে। ৫।১২

পরন্তু— ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা॥ ৫।১০
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।

সেই জন্য কর্ম্ম যোগিগণ চিত্ত শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য কর্ম্মফলে আসক্তি শূন্য হইয়া শরীর মন ও বুদ্ধি এবং কর্ম্মে অভিনিবেশ শূন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫।১১

গীতাতে এই একই কথা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়ায় মনে হয় ইহা যাহাতে "কাণের ভিতর দিয়া মরমে গিয়া পশে", সেই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বলিয়াছেন। অতএব

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্ সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"
"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগত্যর্থে তদস্তু তব পূজনম্"॥

হে ভগবন্! আমি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রীতির জন্য তোমার আজ্ঞাতেই সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাতঃকাল হইতে সায়ং কাল পর্য্যন্ত, এবং সায়ং কাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা করিব তাহা যেন তোমার পূজা বলিয়া গণ্য হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় স্বরূপ এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশই দিয়াছেন।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৫

হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমাকে লাভ করিবার জন্যই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, আমিই যাহার একমাত্র পুরুষার্থ, যে আমারই ভক্ত ও বিষয়াসক্তিশূন্য, এবং কোনও প্রাণীতে যাহার বৈর বুদ্ধি নাই, সেই আমাকে লাভ করে। ইহাই গীতা শাস্ত্রের সারভূত অর্থ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। ৯।২৭,।২৮

ভাবার্থ।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জীবের প্রকৃতি সাত্ত্বিকাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, এবং সকলেই স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। পরমেশ্বর সত্ত্বাদি গুণের অতীত, এই জন্য তিনি নিত্য মুক্ত। জীব সত্ত্বাদি গুণের অধীন, এই জন্যই সংসার বন্ধনে বদ্ধ। অতএব সুখদুঃখভোগাত্মক সংসারের নিবৃত্তি রূপ পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে জীবকে "গুণাতীত" হইতে হইবে। জ্ঞান ব্যতিরেকে কৈবল্য লাভের উপায়ান্তর নাই। সুতরাং একদিকে সংসারমার্গে বিচরণ করিতে হইলে জ্ঞানের যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়তা, অপর দিকে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যও জ্ঞানের সেইরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু সত্ত্বগুণের উদ্রেক না হইলে জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্"। সত্ত্বগুণের মাহাত্ম্যেই জীব ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জীবকে যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে, তখন এই স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবণতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, water course divert করার ন্যায়, "সত্ত্বের" পথে চালিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ, "কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্"। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক নির্ম্মল আনন্দ। "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে"। কর্ম্মেতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ বা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলেই সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্ম করা হয়। পদ্মপত্র যেরূপ জলে অবস্থিত হইয়াও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, উক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে জীবকেও কর্ম্মবন্ধনে

বদ্ধ হইতে হয় না। শাস্ত্রবিহিত "নিত্য" কর্ম্ম, এবং অভিনিবেশ ও রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম (গীতা, ১৮।২৩)।

অতএব নিয়ত সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইলে, তাহার ফলে জীব সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া জ্ঞানলাভের অধিকারী হয়, এই জন্যই কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার জন্য গীতা শাস্ত্রের উপদেশ ; এবং এই ভাবে কর্ম্ম করিলেই গীতা শাস্ত্র মতে সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্ম করা হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ।

গীতার উপদেশ মত নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা নিতান্ত দুরূহ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেরূপ পরিণামে হিতকর হইলেও কটু ঔষধ সেবনে সহজে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নীরস, শুষ্ক কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহজে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। সুকুমারমতি বালকের বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্তি ও অনুরাগ জন্মাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে হয়, এবং আবশ্যক হইলে ছল, বল ও কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়। পরে ক্রমশঃ অভ্যাস বশতঃ যখন বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ জন্মায়, তখন আর অন্যের উপদেশের বা সাহায্যের অপেক্ষা থাকে না। সেইরূপ শাস্ত্রে ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা

ধর্ম্মকার্য্য করিবার প্রেরণা, প্রবৃত্তি বা incentive প্রদান করিবার জন্য। যথা স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—"রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ"। ১১।৩।৪৬

অর্থাৎ অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থম্।

"ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥ ১১।২১।২৩

গীতাতেও সকাম ভজনার বিষয় উক্ত হইয়াছে—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

এবং ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন, যে যেরূপ কামনা করিয়া তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহম্।

অতএব শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে হইলে, প্রথমে সকাম কর্ম্ম করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। বিষধর সর্প ধরিতে যাইবার পূর্ব্বে জলসর্প (ঢোঁড়া) ধরিবার শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক। পরে ক্রমশঃ নিয়ত অভ্যাস দ্বারা যখন ইহা মজ্জাগত হইবে, যখন সাধকের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাব উদ্রিক্ত হইবে, তখন কামনা রূপ অবলম্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা, "নিপীত কালকূটস্য হরস্যেবাহিখেলনম্", ইহার ন্যায় সহজ ও অনায়াসসাধ্য হইবে। শাস্ত্রে প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে যে নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধকের আধ্যাত্মিক

উন্নতির ক্রম বিকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকে সাধকের এই উন্নত অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে—

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন !
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥

প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তি "এই কার্য্য আমার কর্ত্তব্য" এইরূপ কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্তি রহিত হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিয়া থাকেন।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ কালে ভগবান্ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ ! মনোরথান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

দেহিগণের দেহের ন্যায়, অধ্যাত্মজীবনেরও বাল্য, যৌবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে।

"Because we are men, we must not insist on the children being men. We must not beat them because they fall, nor use them harshly because they do not understand things that are above their age. We must not rob them of their Punches and their dolls; they adore them; later they will break them.

When I was a child, said St. Paul, I thought as a child, I spoke and acted like a child; but when I became a man, I put off the things which pertained

to childhood. The Apostle here proclaims the Law of Progress"

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের কথা হইতে তাহার মোহ, অজ্ঞান, আত্মীয়বুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা, প্রাকৃতজনসুলভ চিত্তবিকার প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে, নিষ্কামভাবে, কর্ম্ম করিবার মত অবস্থা অর্জ্জুনের হয় নাই, ইহা ভগবান্ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে, এবং তাহাকে ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা তাহার তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে জনসমাজে অর্জ্জুনের Prestige বা পদমর্য্যাদা কিরূপ ভাবে ক্ষুণ্ন হইবে তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়া ক্ষত্রিয়বীরচূড়ামণির আত্মসম্মান জ্ঞানে আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

"তুমি যদি এই ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। যাঁহারা তোমাকে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদিগের নিকট তোমার সম্মানের লাঘব হইবে, তোমার উন্নত মস্তক অবনত হইবে। যাঁহাদিগের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগের নিকট প্রাণ অপেক্ষা মানই বড়। যাক্ প্রাণ, থাক্ মান—ইহাই তাঁহাদিগের মূলমন্ত্র। তুমি আত্মীয় স্বজনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিলে না—তোমার বিরুদ্ধপক্ষীয় মহারথীগণ এ কথা ভাবিবেন না। তুমি প্রাণভয়ে অথবা পরাজয়ের ভয়ে যুদ্ধ করিলে না এই কথাই তাঁহারা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?" (গীতা, ২।৩৩।৩৬)

এই প্রকার উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষাতে, "সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ", নিদ্রিত সর্পের ল্যাজে বাড়ি মারার ন্যায়, অর্জ্জুনের প্রসুপ্ত বীরদর্পকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং অবশেষে খণ্ডলভ্ডুকের

প্রলোভন দ্বারা ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ন্যায়, সকা কর্ম্ম করিবার প্রেরণা স্বরূপ যুদ্ধের ভাবী লোভনীয় ফলের প্রতিও নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥

গীতাতে সকাম ভক্তিযোগের বিষয়ও উক্ত হইয়াছে। যে সকল ভক্ত আরোগ্য, অর্থ, জ্ঞান প্রভৃতি কামনা করে, ভগবান্ তাহাদিগকেও অভিলষিত প্রদান করিয়া থাকেন।

চণ্ডীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সাধক আদ্যাশক্তি জগন্মাতার নিকট নানারূপ অভিলষিত বিষয়ের কামনা করিতেছেন—

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি। ইত্যাদি

ইহাই জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ, কারণ প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং। অনাদি বাসনা লইয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে। দৃঢ়মূল বৃক্ষের ন্যায় উহা সহজে উন্মূলিত করা যায় না। এই জন্য নীতিগর্ভ আধ্যাত্মিক উপদেশের দ্বারা কেহ আপাততঃ বিষয় ভোগাদি হইতে উপরত হইলেও, তাহার অন্তরে উৎকট অতৃপ্ত বাসনা থাকিয়া যায়। বিষয়ভোগতৃষ্ণা তাহার হৃদয়কে একবারে পরিত্যাগ করে না, এবং প্রলোভন উপস্থিত হইলে অনেক সময়ে পদস্খলনও অনিবার্য্য হয়।

"A dog may restrain his appetite under fear of the the whip, but he none the less remains greedy, he only adds cowardice to greed."

উদ্দাম, দুষ্পূরনীয়, সর্ব্বগ্রাসী বাসনার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করাও সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

To combat may be glorious, and success perhaps may crown us, but to fly is safe. Discretion is the better part of valour.

এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫

অতএব "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এই অমূল্য শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া আমাদিগকে আহার বিহারাদি বিষয়ে কঠোর সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। "শনৈঃ শনৈ রুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া" (৬।২৫)—অর্থাৎ ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় হইতে উপরতি লাভ করিতে হইবে। দান্তে (Dante) যেরূপ নরকের মধ্য দিয়া স্বর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ প্রবৃত্তি মার্গের ভিতর দিয়াই নিবৃত্তি মার্গে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। তবে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে হুতাশন যেরূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেই রূপ বাসনা—ভোগস্পৃহা, ধনলিপ্সা, কামপ্রবৃত্তি—ভোগের দ্বারা হ্রাসের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "যতই করিবে ভোগ তত যাবে বেড়ে"। "Our more having will be as a sauce to make us hunger more".

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিত সুখ ক্ষণিক, এবং আপাততঃ অমৃতোপম হইলেও পরিণামে বিষতুল্য। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে, ইন্দ্রিয়সংযমে স্থায়ী সুখ, এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। সেই জন্য—

যেহি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ৫।২২

বৈষয়িক ভোগ কেবলমাত্র দুঃখেরই কারণ, যেহেতু উহা [illegible]পত্তি এবং বিনাশশীল। এই জন্য বিবেকী ব্যক্তিগণ উহাতে আসক্ত [illegible]না।

বার্দ্ধক্য প্রভৃতি নিবন্ধন জরা বা অবসাদগ্রস্ত হইলে, [illegible]ষয়া বিনিবর্ত্তন্তে হ্যসমর্থস্য দেহিনঃ"। তখন স্বতঃই বাধ্যতামূলক [illegible]বৃত্তি হইয়া থাকে। এরূপ নিবৃত্তি নিবৃত্তিই নহে। সামর্থ্য সত্ত্বেও [illegible]প্রণোদিত ইন্দ্রিয়সংযম, শমদমাদির ফলে যে নিবৃত্তি, তাহাই প্রকৃত নিবৃত্তি, [illegible]বং ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এইরূপ উক্ত হইয়া[illegible]

বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥

এবং এইরূপ নিবৃত্তির মাহাত্ম্য, উৎকর্ষ, এবং আনন্দ গীত[illegible] ও উদ্‌গীত হইয়াছে।

শক্লোতীহৈব [illegible]ঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণা[illegible]ৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ৫।২৩

ভক্তিযোগ।

"ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ"

পরমেশ্বরবিষয়ক অন্তঃকরণ-বৃত্তিবিশেষের নাম ভক্তি। শাস্ত্রে ভক্তি শব্দের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "সা পরানুরক্তি রীশ্বরে"। অর্থাৎ পরমেশ্বরে আত্যন্তিক অনুরাগ বা প্রেমকেই ভক্তি বলে। এক্ষণে দেখা যাউক ভক্তি শব্দটীর যৌগিক অর্থ কি? ভক্তি=ভজ্+ক্তি, ভাবে। অর্থাৎ ভজন, সেবা।

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥ শব্দকল্পদ্রুম।
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্॥
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৩

শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, স্মরণ, পরিচর্য্যা, নমস্কার, সখ্য, এবং আত্মনিবেদন—ভক্তির লক্ষণ এই নয় প্রকার।

শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ
সেবেজ্যাবনতি র্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥
নৃণাময়ং পরোধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ। ঐ, ৭।১১।১১

মহতাং গতেঃ—ভক্তানাং শরণ্যস্য। সেবা—পরিচর্য্যা। ইজ্যা—পূজা। অবনতি—নমস্কার, প্রহ্বীভাব। দাস্য—আমি ভগবানের দাস এইরূপ ভাবনা। আত্মসমর্পণ—আত্মনিবেদন। সখ্য—সখিভাব; সৌহার্দ্দ ভাবনা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ইহা আরও বিশদভাবে উক্ত হইয়াছে—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্‌ মদনুকীর্ত্তনম্‌।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্‌।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্‌ ॥
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিসর্জ্জনম্‌।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ ॥ ১৯।২০—২৩

জরা মরণহারিণী ভগবানের অমৃত তুল্য কথাতে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা তাঁহার নাম কীর্ত্তন, উপচারের দ্বারা তাঁহার পূজাতে আস্থা, স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব, তাঁহার সেবাতে আদর বা শ্রদ্ধা, সাষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণিপাত, তাঁহার জন্য অঙ্গ চেষ্টা বা শরীরের ব্যাপার, গীত বন্ধ দ্বারা তাঁহার গুণ কথন, তাঁহাতে মন অর্পণ, সর্ব্বপ্রকার কামনা বর্জ্জন, এবং তাঁহার জন্য অর্থ, ভোগ, সুখ পরিত্যাগ।

বাইবেলেও উক্ত হইয়াছে, "ধনাগমতৃষ্ণা" পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ভগবৎ সেবার অধিকারী হইতে পারা যায় না।

"Ye can not serve God and Mammon". It is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a rich man to enter the Kingdom of Heaven".

গীতাতে ভক্তি যোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ বিবৃত না হইলেও, ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য স্থানে ভক্তের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সমস্ত উক্তি আছে তাহা একত্রিত করিলেই ভক্তি যোগের স্বরূপ সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

১। শ্রবণ—পরমেশ্বরের গুণ, বিভূতি, লীলা কথা শ্রবণ। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্য" ইতি শ্রুতিঃ।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে। ১৩।২৫

২। কীর্ত্তন—নামোচ্চারণ; গুণ প্রতিপাদক নামাদি কীর্ত্তন। ভগবানের নামের এমনই মাহাত্ম্য যে একবার হরিনাম করিলে এত পাপ বিনষ্ট হয় যে পাপী তত পাপ করিয়া উঠিতে পারে না।

নাম্নশ্চ যাদৃশী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরে।
স্তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

কলিযুগে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—"কলৌ সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে"। "নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রমতামিহ। যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥ ১১।৫।৩৬, ৩৭।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। ৯।১৪
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। ১০।৯

৩। স্মরণ—অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। ৭।১৪
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ। ৮।৭
"স্মরণেন ক্রিয়াঃ পূর্ণাশ্চিত্তাবেশশ্চ তত্র হি।"

"হাতে কাজ কর মুখে হরি বল"। "হাতে কর কাম, মুখে বল নাম"। We should think of God oftener than we breathe—Epictetus.

৪। পূজা—মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

৫। নমস্কার-নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।

৬। সেবা—মাঞ্চ যো হব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

৭। সখ্য—শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবের মত।

৮। সর্ব্বকর্ম্মার্পণ—চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

৯। আত্মনিবেদন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

অতএব ভক্তির পূর্ব্বোক্ত নয় প্রকার লক্ষণই গীতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লক্ষণ গুলি ভক্তির জ্ঞাপক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, অনুরাগ, এবং প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভক্তিযোগ শব্দের অর্থ পরমেশ্বরে ভজন সম্বন্ধ। শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বশতঃ ভগবানে চিত্ত স্থির হইয়া ভগবন্নিষ্ঠার দার্ঢ্য সম্পন্ন হয়। অনন্ত পরায়ণা স্থিরা ভক্তির আবেশ হইলে নিম্নলিখিত বাহ্য লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।
বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ মদ্‌ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১৪।২৩, ২৪

ভাবাবেশে বিভোর এবং ভক্তিগদ্‌গদচিত্ত হইলে ভক্তের শরীরে রোমাঞ্চ হয়, নয়ন হইতে আনন্দাশ্রুসন্ততি বিগলিত হইতে থাকে, চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হয়—ভক্ত তখন পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করে, কখনও হাস্য করে, এবং কখনও বা বিলজ্জ হইয়া নৃত্য ও গান করে।

অতএব ভক্তির লক্ষণ গুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—ভক্তিতে সর্ব্ব প্রকার কামনা বিসর্জ্জন আছে, ভোগ সুখাদি বর্জ্জন এবং স্বার্থত্যাগ আছে, ভাবাবেশ আছে, তন্ময়তা আছে, উন্মাদনা আছে, প্রহ্বীভাব আছে, আত্মাহুতি আছে, এবং আত্মোৎসর্গ পূর্ব্বক ভক্তির যূপ কাষ্ঠে আত্মবলি আছে।

এবং আরও আছে—বিষয়ান্তরের ব্যাবর্ত্তকত্ব। অর্থাৎ সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া পরমেশ্বরে সন্নিবেশিত করার নামই "অনন্য পরায়ণা ভক্তি"। "ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্"—ভগবদ্‌ভক্তি ও সেইরূপ অন্যের ব্যাবর্ত্তক হইয়া যখন কেবল মাত্র ভগবানকেই কেন্দ্র করে, তখনই তাহাকে "অনন্যা ভক্তি" বলা যায়। ভগবান্ স্থিরভক্তিযোগসুলভ। "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" "ভক্তির ভগবান্"। তাঁহাকে প্রেমের দ্বারাই বশীভূত করিতে পারা যায়। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১৪।২০, ২১

ঊর্জ্জিতা—এধিতা, বর্দ্ধিতা।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

নাহং বেদৈ র্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ১১।৫৩

ভক্তিযোগ বিভাগ।

সগুণ বা সকাম, এবং নির্গুণ বা নিষ্কাম ভেদে ভক্তিযোগ দ্বিবিধ। সত্ত্বাদিগুণভেদে সগুণ ভক্তিযোগ পুনরায় তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক।

সাত্ত্বিক ভক্তিযোগ—

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথক্ ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥

পাপক্ষয় উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য তাঁহাতে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক ভেদদর্শী হইয়া, অর্থাৎ আপনাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে (ভক্তি তত্ত্ব জ্ঞান বশতঃ নহে) তাঁহাকে পূজা করার নাম সাত্ত্বিক ভক্তিযোগ।

রাজসিক ভক্তিযোগ—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চাদা বর্চয়েৎ যো মাং পৃথক্ ভাবঃ স রাজসঃ॥

স্রক্ চন্দনাদি ভোগ্য বিষয়, অথবা কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য কামনা পূর্ব্বক ভেদদর্শী হইয়া প্রতিমাদিতে ভগবানের পূজা করার নাম রাজসিক ভক্তিযোগ।

তামসিক ভক্তিযোগ—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্ন দৃক্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

হিংসা দম্ভ অথবা মাৎসর্য্য উদ্দেশ করিয়া ক্রোধাদির বশবর্ত্তী এবং ভেদদর্শী হইয়া ভগবানকে ভক্তি করার নাম তামসিক ভক্তিযোগ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৩।২৯।৮-১০

নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ এই—

মদ্‌গুণ শ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ঐ, ১১, ১২।

ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ মাত্র সর্ব্বভূতের হৃদয়কুহরে অবস্থিত পুরুষোত্তম পরমেশ্বরে, সমুদ্রে গঙ্গোদকের গতির ন্যায়, অবিচ্ছিন্ন মনের গতির নামই নির্গুণ ভক্তিযোগ। এইরূপ ভক্তি অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা, এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ সাক্ষাৎরূপা, জ্ঞান কর্ম্মাদি ব্যবধান শূন্যা। পূত সলিলা গঙ্গার জল যেরূপ পর্ব্বতাদি ভেদ করিয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভগবানের গুণ শ্রবণ মাত্র ভগবৎ প্রেমে বিগলিত হইয়া ভক্তের মন যখন সর্ব্বপ্রকার কামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ভাবে অবিচ্ছিন্ন গতিতে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়—সেই নিষ্কাম পবিত্র ভক্তিযোগ বা ভগবৎ প্রেমের নামই পরাভক্তি, নির্গুণা ভক্তি, বা আত্যন্তিকী ভক্তি। শ্রোত্রাদি দ্বারা সেবন মাত্রই এইরূপ ভক্তির স্বরূপ, ইহাতে জ্ঞান কর্ম্মাদির কোনও ব্যবধান নাই। ভক্তির ফল প্রেম; বিষ্ণুতে প্রেমসংপ্লুতা অনন্যমমতাকেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলা যায়। প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষাও অধিক।

সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥

শব্দকল্পদ্রুমে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ।

যাঁহার পূতপদরজঃস্পর্শমাহাত্ম্যে শ্রীধাম নবদ্বীপ ধাম পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয়নিঃসৃত ভগবদ্‌ভক্তির উচ্ছ্বসিত মন্দাকিনী প্রবাহ মধুর ভক্তিরসপ্লাবনে দেশ প্লাবিত করিয়াছে—ভগবৎ প্রেমে তন্ময় ও তদ্‌গতচিত্ত, সুমধুর কণ্ঠে সুধা মাখা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের দিব্য উন্মাদনায় মাতোয়ারা, দরবিগলিতপ্রেমাশ্রুধারাসিক্তবয়ান, ভাবাবেশে বিভোর অর্দ্ধ-নিমীলিতায়তলোচন, বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত, সর্ব্বজীবে প্রেম বিতরণের জন্য সম্প্রসারিতচারুহস্ত, তপ্তকাঞ্চনকলেবর, সেই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরা-ভক্তির পূর্ণ পাবনাবতার।

গীতোক্ত ভক্তিযোগ

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।"

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।"—

ধ্যান ও চিন্তার একমাত্র বিষয় করিয়া একাগ্রতার সহিত বাক্যাবাধ্য বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চিত্তের সমাধান পূর্ব্বক "অভ্যাস—যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা"—অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামিচিত্তে তাঁহার উপাসনার নামই গীতোক্ত ভক্তিযোগ।

শাস্ত্রে পরব্রহ্মের দুইটী ভাব বা অবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—(১) নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক ভাব, (২) সগুণ, সক্রিয়, সোপাধিক ভাব।

(১) এক দিকে পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, নির্গুণ, নিরাকার, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি শ্রুতিঃ।

"অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে"। গীতা, ১৩।১২

পরব্রহ্ম অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিত। তাঁহার কোনও উপাধি নাই, কোনও গুণ নাই, কোনও ক্রিয়া নাই, কোনও আকার বা অবয়ব নাই। তিনি অতীন্দ্রিয়, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—শ্রুতিঃ। "নেতি নেতি, অস্থূলমনণু"—তিনি স্থূলও নহেন, অণুও নহেন। উপনিষদে যাঁহাকে "নেতি নেতি"—ইহা নয়, তাহা নয়, এইরূপ নিষেধবাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছে, সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বচনের দ্বারা যাঁহাকে বুঝান যাইতে পারে না। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।

অর্থাৎ তিনি "অস্তি" এই প্রকার বুদ্ধির বিষয়ও নহেন, "নাস্তি" এই প্রকার বুদ্ধির বিষয়ও নহেন। আমরা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করি তাহা জাতি, গুণ, ক্রিয়া, ও সম্বন্ধ ইহাদের একটীকে দ্বার স্বরূপ করিয়াই অর্থ বোধ করাইয়া থাকে। যথা গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দ জাতি বিশিষ্ট বস্তুকে; গচ্ছতি, পচতি প্রভৃতি শব্দ ক্রিয়া বিশিষ্ট বস্তুকে; শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ গুণ বিশিষ্ট বস্তুকে; এবং রূপবান, ধনবান প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুকে বোধ করাইয়া থাকে। অতএব শাব্দবোধের প্রতি কারণ যে কয়টী তাহার কোনওটীরই ব্রহ্মে বিদ্যমানতা নাই; অর্থাৎ তাঁহার জাতি নাই, গুণ নাই, ক্রিয়া নাই, এবং সম্বন্ধও নাই। সুতরাং জাতিবাচক, ক্রিয়াবাচক, গুণবাচক, সম্বন্ধবাচক, কোনও শব্দের দ্বারাই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এই জন্য তিনি "অনির্দ্দেশ্য" এবং "অব্যক্ত "অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি "অচিন্ত্য" অর্থাৎ তাঁহাকে ধ্যান দ্বারা ধারণা করা যায় না।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ১২।৩

তিনি অক্ষর অর্থাৎ তাঁহার ক্ষরণ বা বিনাশ নাই। অবিনাশী ; "অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্"। তিনি সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বব্যাপী ; কূটস্থ-অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনশীল ; ধ্রুব—নিত্য, সনাতন ; এবং অচল।

(২) অপর দিকে তিনি সগুণ, সক্রিয়, সাকার এবং সোপাধিক। তখন তিনি নিজ মায়া শক্তি বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে জগতের সৃজন, পালন, এবং লয় করিয়া থাকেন। গীতা শাস্ত্রে বাসুদেবাখ্য পরমেশ্বর, যিনি "অহম্", "মাম্", "ময়া," "মত্তঃ" "মম", "ময়ি" প্রভৃতি প্রথমাদিবিভক্ত্যন্ত "অহম্" শব্দের প্রতিপাদ্য ; যিনি জগতের "প্রভব", "নিবাস", এবং "প্রলয়" ; যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা ; যাঁহাকে লাভ করিলে জীব ভবযন্ত্রণার হাত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করে—

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"। ৮।১৬

যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই—

"নান্তো ঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ! ১০।৪০

যাঁহার অশেষ প্রকার বিভূতি "যদাদিত্যগতং তেজঃ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; যাঁহার "বিশ্বরূপ" একাদশ অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়াছে ; যে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের মত বীরের হৃদয়ও ভয় বিচলিত হইয়াছিল ; এবং পুনরায়

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥

যাঁহার সৌম্য মানুষ রূপ সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন ; এবং যিনি

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং

ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়—স্বকীয় মায়া পরিকল্পিত দেহ পরিগ্রহ করিয়া যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন—সেই অলৌকিক রূপ এবং বিভূতি সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সগুণ, সক্রিয়, সাকার, এবং সোপাধিক ব্রহ্ম।

"বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানা মুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥"

যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞানমার্গের পথিক হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভব। কর্ম্ম যোগীগণ এই উপাসনার অধিকারী নহেন। তাঁহাদিগের পক্ষে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনাই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ১২।৮

গীতাতেও চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যাদি শ্লোক দ্বারা সকাম ও নিষ্কাম ভক্তিযোগের বিষয় উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম বা পরা ভক্তি গীতোক্ত চতুর্থী ভক্তি বা জ্ঞানলক্ষণাভক্তি।

ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ।
যয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ॥ ২৯।৩৫

হে মানবি! ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয় বিধ যোগের বিষয়ই উক্ত হইল। ইহাদের অন্যতর দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

একাদশ স্কন্ধে উদ্ধব ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে ভগবন্! আমি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানমার্গের পথিক হইব, অথবা ভক্তিমার্গের পথিক হইব, তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন—

তস্মাৎ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব! ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥ ১৯।৫

হে উদ্ধব! জ্ঞান ব্যতিরেকে ভক্তির উন্মেষ হয় না; অতএব তুমি জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ভগবদুপাসনাত্মক ভক্তিযোগ আশ্রয় কর।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় মুক্তি লাভের প্রতি কারণ, অথবা জ্ঞান এবং ভক্তি, অন্যোন্যনিরপেক্ষ ভাবে স্বতন্ত্ররূপে মুক্তি লাভের কারণ?

কর্ম্মজা সিদ্ধির ফল জ্ঞাননিষ্ঠা বা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ইহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে। স্বকর্ম্মানুষ্ঠান এবং ঈশ্বরার্চ্চনরূপ সগুণ সাত্ত্বিক ভক্তিযোগ

দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা বা অধিকার হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মজা সিদ্ধি হইবার পর "জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা" অষ্টাদশ অধ্যায়ে "বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" এই শ্লোক পর্য্যন্ত তিনটী শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ১৮।৫১-৫৩

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকটী এই—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ঐ, ৫৪

অতএব এই শ্লোকগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পরা জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা "জ্ঞাননির্ধূতকল্মষ" (৫।১৭) হইবার পর পরা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং পরা জ্ঞাননিষ্ঠা পরা ভক্তির প্রবর্ত্তক। কারণ "প্রত্যগাত্মবিষয়প্রত্যয়সন্তানকরণাভিনিবেশঃ জ্ঞাননিষ্ঠা"। অর্থাৎ "পরমাত্মবিষয়ে অনবরত যাহাতে জ্ঞানধারা প্রবাহিত হয় তাহারই জন্য যে চেষ্টা" তাহাই জ্ঞাননিষ্ঠা।

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং"। কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রভাবে অন্যান্য বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হইলেও, ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান হয় না। পরা ভক্তি লাভ হইবার পূর্ব্বে ভগবদ্‌বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। পরে নৈষ্ঠিকী ভক্তি বা পরা ভক্তি দ্বারা ভগবানের স্বরূপগুণলীলৈশ্বর্য্যমাধুরীর বিজ্ঞান বা অনুভব হইয়া থাকে। কেবল পরা ভক্তির দ্বারাই শুষ্ক তর্কাদির অগোচর সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান হয়। স্পর্শমণি স্পর্শ দ্বারা যেরূপ লৌহ তাম্র প্রভৃতি সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভগবদ্ ভক্তি বা প্রেম দ্বারা চিত্ত স্পৃষ্ট হইবা মাত্র সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণময় হইয়া যায়, এবং নিরন্তর গুণশ্রবণাদি দ্বারা ভগবানে রতি, অনুরাগ, বা প্রেম জন্মাইলে ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞান হইয়া থাকে। পরাভক্তি দ্বারাই

ভগবানের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান হয় ইহাই গীতার পরবর্ত্তী শ্লোক দ্বারা সুস্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"। ভক্তির দ্বারাই যে সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন !
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "অভিজানাতি" এই শব্দটীর বিশেষ সার্থক্য আছে। পূর্ব্ব জ্ঞাত জ্ঞানকেই অভিজ্ঞা বলে। যেরূপ "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"! পূর্ব্বে পরা জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা ভগবদ্ বিষয়ক যে জ্ঞান হইয়াছিল, "জ্ঞাত-ব্রহ্মণো জ্ঞান প্রয়োজনাভাবাৎ", পরা ভক্তির সাহায্যে ভগবানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা কেবল সেই পূর্ব্ব জ্ঞানেরই দার্ঢ্য সম্পন্ন হয়, ইহারই দ্যোতনার্থ "জানাতি" না বলিয়া "অভিজানাতি" এইরূপ বলা হইয়াছে। অনন্তর উক্ত প্রকারে জ্ঞানের দার্ঢ্য সম্পন্ন হইলে—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"। আমার স্বরূপ যথার্থ রূপে অবগত হইয়া অর্থাৎ আমি সর্ব্ব প্রকার উপাধিশূন্য একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ এইরূপ উপলব্ধি করিয়া আমাতে প্রবেশ লাভ করে। এই পরা ভক্তিই গীতোক্ত চতুর্থ ভক্তি বা জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি।

"ঐক্যজ্ঞানেন ব্যবধানাভাবাৎ স্বরূপপ্রাপ্তৌ ভক্ত্যাজ্ঞানেন পরমাত্মৈক্যম্। ব্যবধানাভাবাৎ সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপো ভবতি।"

অর্থাৎ ঐক্যজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাপরিকল্পিত ব্যবধান তিরোহিত হওয়ায় জীব ভক্তিজনিত যথার্থ (পরমাত্ম) স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ হয়। এইজন্য ইতিপূর্ব্বে পরা ভক্তির লক্ষণে পরাভক্তি "অব্যবহিতা" এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি র্ধুনোতিমায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সংদহ্য যদাত্মমেতৎ স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ॥ ১১।১০।১৩

অর্থাৎ জীব বিষ্ণুবিষয়িণী অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা সত্বাদিগুণ সম্ভুত মায়াকে দূরীভূত করিয়া সত্বাদিগুণমূলক পুণ্য-পাপ-রূপ স্বীয় কর্ম্ম সকল দগ্ধ করতঃ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা হইয়া, অগ্নি যেরূপ ইন্ধন অভাবে স্বয়ং মহাভূতরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ নিজ (পরমানন্দ) স্বরূপে অবস্থান করে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১।২।৭

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ বশতঃ আশু বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ শুষ্ক তর্কাদির অগোচর সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, ভগবানের রূপগুণমাধুর্য্যানুভবময় জ্ঞান, হইয়া থাকে।

অতএব কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির ফলে (১) পরা জ্ঞান নিষ্ঠা ; (২) পরা জ্ঞান নিষ্ঠার ফলে পরা ভক্তি ; (৩) পরা ভক্তির সাহায্যে পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান ; (৪) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে প্রবেশ লাভ। গীতাতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভের এইরূপ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

গীতা শাস্ত্রে দ্বিবিধ উপাসনার বিষয় উক্ত হইয়াছে—

(১) "বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণ" নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা ; (২) এবং যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ১২।২

এই দ্বিবিধ উপাসনার অধিকারিভেদ সম্বন্ধে অধিকারিনির্ণয় প্রকরণে আলোচনা করা হইয়াছে। এই উভয়বিধ উপাসকগণই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে"।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের সম্বন্ধেও ভগবান্ বলিয়াছেন "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব"। ১২।৪

তবে প্রভেদ এই, পরমহংস, পরিব্রাজক প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কর্ম্ম সন্ন্যাসীগণ জ্ঞান যোগের দ্বারা জ্ঞানের মাহাত্ম্যে মুক্তি লাভ করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং"—জ্ঞানী আমার আত্মা; তাঁহারা ভগবৎস্বরূপ, স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহাদিগের ত কথাই নাই—মুক্তি তাঁহাদের দাসী। তবে যাহারা আমার একান্ত ভক্ত,—

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ১২।৭
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০

অর্থাৎ ভগবদুপাসনাত্মক ভক্তিযোগের মাহাত্ম্যবশতঃ ভগবদ্ ভক্তগণ ভগবানের সহায়তায় মুক্তি লাভ করেন। অতএব জ্ঞান এবং ভক্তি ইহাদের প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র ভাবে মুক্তির সাধন। যখন জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে তখন ভক্তি গৌণ ভাব অবলম্বন করে; যখন ভক্তি প্রাধান্য লাভ করে তখন জ্ঞান গৌণ ভাব অবলম্বন করে। গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকগণের কৈবল্যপ্রাপ্তিবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য, এবং ভেদদর্শী বিশ্বরূপের উপাসকগণের ঐ বিষয়ে ঈশ্বরাধীনত্বরূপ পারতন্ত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ উভয়েই মুক্তির সাধন হইলেও, জ্ঞান যোগের দ্বারা মোক্ষলাভ আয়াসসাধ্য এবং দীর্ঘকালসাপেক্ষ—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"।" "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্", ১২।৫—ভগবৎপ্রেমদ্বারা মোক্ষ লাভ অপেক্ষাকৃত সুলভ। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর"। এক পরমেশ্বরই ভক্তের ভগবান্, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা। অর্জ্জুন যেরূপ ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, গোপীগণ যেরূপ সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রেম ভক্তির দ্বারা সেইরূপ ভগবানের চিদ্‌ঘনশ্রীমূর্ত্তিসাক্ষাৎকার হয়। প্রকৃতিবিবিক্তব্রহ্মাত্মকপ্রত্যগাত্মানুচিন্তনরূপ জ্ঞানযোগের দ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষস্বরূপসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভক্তি মার্গের দ্বারা ভগবান্ স্বানুভূতির বিষয় হন। জ্ঞান মার্গের দ্বারা আত্মা হইতে ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞে পরোক্ষভাবে সাক্ষাৎকার হয়। এই জন্য নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী অপেক্ষা পরমাত্মোপাসক যোগী শ্রেষ্ঠ, এবং যোগী অপেক্ষাও ভগবদুপাসক শ্রেষ্ঠ।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

গীতা, ৬।৪৬, ৪৭

ভগবানের রূপমাধুর্য্য।

দেখিতে পাওয়া যায় সুন্দরের প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ স্বভাব-সিদ্ধ। স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুন্দর পুষ্প

দর্শনমাত্রই—মাধুর্য্য, কোমলতা, সৌরভ, সৌন্দর্য্য, প্রভৃতি গুণ দ্বারা দর্শকের চিত্ত বিমোহিত করে; সৌন্দর্য্য, কুসুমের ন্যায়, লোভনীয়—তাই "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্"— রমণীয় বস্তু দর্শন করিলে, অথবা সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিলে আমাদের চিত্ত আনন্দে পুলকিত হয়। পতঙ্গগণের দৃষ্টি শক্তি প্রবল বলিয়া তাহারা রূপে আকৃষ্ট হইয়া বহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। কুরঙ্গগণের শ্রবণ শক্তি প্রবল বলিয়া ব্যাধের সুমধুর বংশী ধ্বনি তাহাদের মৃত্যুর কারণ হয়। লৌকিক সৌন্দর্য্যের, লৌকিক মাধুর্য্যের, প্রভাব যদি এত অধিক হয়, তাহা হইলে অলৌকিক এবং অনির্ব্বচনীয় ভগবৎ সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের প্রভাব কিরূপ হইতে পারে তাহা কল্পনা করা ব্যতীত ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের বিভূতি। এই জন্য অনেক সময়ে সৌন্দর্য্যের উপাসনার দ্বারা সকল সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান্‌কে উপলব্ধি* করিতে পারা যায়। Beauty is Truth, Truth Beauty—Keats.

* ভগবান্ সকল সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়াই ত তিনি পরমানন্দ স্বরূপ। কারণ "A thing of beauty is a joy for ever"—Keats.

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন"—জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যসম্ভার ভগবানে একাধারে মিলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসুষমার সৃষ্টি করিয়াছে—তাঁহার সেই ত্রিলোকদুর্ল্লভ অপরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুরীর রসাস্বাদন করিয়াই ত তাঁহার পরম ভক্তগণ তদ্‌ভাব ভাবিত ও তন্ময় হইয়া তাঁহাতে মজিয়া বিভোর হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১০।২৯।১৫

"কামঃ স্ত্রীণামেব ; ক্রোধঃ শত্রূণামেব ; ভয়ং বধ্যানামেব ; স্নেহঃ সম্বন্ধিনামেব ; ঐক্যং জ্ঞানিনামেব ; সৌহৃদং ভক্তানামেব"—বল্লভাচার্য্যকৃত টীকা।

কাম যথা গোপীগণ ; ক্রোধ যথা শিশুপাল ; ভয় যথা কংস ; স্নেহ যথা নন্দাদি এবং ব্রজবাসিগণ ; ঐক্য যথা জ্ঞানিগণ, যাঁহারা আত্মারাম ; সৌহার্দ্দ বা সখ্য যথা পাণ্ডবগণ। কামভাবেই হউক, শত্রু ভাবেই হউক, অথবা অন্য যে কোনও ভাবেই হউক, নিরন্তর ভগবানের সৌন্দর্য্যচিন্তা প্রাচুর্য্য বশতঃ কামাদি বিস্মরণ পূর্ব্বক ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, "ন বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে"। বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াই বস্তু স্বীয় শক্তি প্রভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। যেরূপ বিষবুদ্ধিতে অমৃত পান করিলে অমৃতেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে বিষের ক্রিয়া হয় না ; না জানিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলেও, অগ্নি দ্বারা দাহ হইয়া থাকে। সেইরূপ অনন্যচিত্ত হইয়া নিরন্তর ভগবানের সৌন্দর্য্য চিন্তা করিলে তাহার ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

নিরন্তর অনন্যমনে ভগবচ্চিন্তা, কোনও রূপ বুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিয়া, স্বীয় মহীয়সী শক্তিপ্রভাবেই মুক্তিরূপ ফল জন্মাইয়া থাকে।

ভক্তি বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে দুইটী জিনিষের বিশেষ আবশ্যকতা—(১) চিত্তের একাগ্রতা ; (২) ভগবানে তন্ময়তা। অর্জ্জুন যখন লক্ষ্যবেধ অভ্যাস করেন, তখন আচার্য্যের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লক্ষ্যবেধকালে কেবলমাত্র লক্ষ্যের উপরই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত, তৎকালে তিনি লক্ষ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন

না। এই জন্যই তাঁহার শরসন্ধান অব্যর্থ হইত। এইরূপ চিত্তের অনন্য-গামিত্ব বা একাগ্রতা রূপ সাধনা ব্যতীত কোনও বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না।

ভগবানে তন্ময়তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমভক্তিতেই প্রকটিত। আমরা নির্গুণ অশরীরী ব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণা করিতে পারি না। এই জন্য—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

উপাসকগণের সিদ্ধির জন্য তাঁহার রূপ কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া থাকে। ভগবান্ যে কেবল অসুর বিনাশ করিবার জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হন শুধু তাহাই নহে, ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্যে ভগবানের গুণোৎকর্ষবিজ্ঞান এবং রূপ সাক্ষাৎকারের দ্বারা সংসারী জীব যাহাতে মোক্ষরূপ নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বীয় মায়াপরিকল্পিত দেহ পরিগ্রহ করেন।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি র্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০।২৯।১৪

নিঃশ্রেয়সার্থায়—"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতঃ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি শ্রীকপিলদেবাভিহিতানাং বিবিধভাববতাং" সিদ্ধ্যর্থম্। ভগবানে রাগ বা রতি, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে যথা—সখ্যভাব, দাস্যভাব, বাৎসল্যভাব, মধুরভাব প্রভৃতি। ইহাদিগের মধ্যে যে কোনও ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে ভগবানে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া তন্ময়তা জন্মিয়া থাকে।

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

ভগবান্ গোবর্দ্ধনধারণ, পূতনা বধ, কালিয়দমন প্রভৃতি তাঁহার অশেষ প্রকার লীলৈশ্বর্য্য এবং মাধুরী প্রকটন দ্বারা মানবের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিবার জন্যই ত শ্রীকৃষ্ণ রূপে (কৃষ্ ধাতু) অবতীর্ণ।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং অখিলাত্মনাম্।

দেহিগণের আত্মার ন্যায় প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, সুতরাং তিনি দেহিমাত্রেরই প্রিয়তম।

শাস্ত্রে আছে "ভক্ত্যা বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্যেন কেনচিৎ"। শুদ্ধভক্তি অথবা কামভক্তি ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই। "পতিত্বেন স্ত্রিয়োপাস্যঃ"। স্ত্রীগণ ভগবান্‌কে পতিভাবে উপাসনা করিবে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কান্তি এবং রূপ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া গোপাঙ্গনাগণ তাঁহাকে পতিভাবে ভজনা করিয়াছিল। তিনিই তাহাদিগের প্রাণ স্বরূপ, এবং সেই কারণে পরম প্রেমাস্পদ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০।২৯।১২

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"—

তাহাদিগের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণে মধুররতি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদিগের প্রেম বা অনুরাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে পারা যায়, সর্ব্বাঙ্গীন তন্ময়তাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। তাহাতে লজ্জা নাই, ভয় নাই, বাধা নাই, ব্যবধান নাই, কপটতা নাই, স্বামি পুত্রাদির জন্য মমতা নাই—তাহার গতি গিরিনির্ঝরিণীর প্রবাহের ন্যায় অবিরাম এবং

অপ্রতিহত। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, উপবেশনে ভোজনে, বিচরণে, আলপনে, তদীয় নাম ও গুণকথা শ্রবণে, চিন্তনে, স্মরণে—সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বসময়ে গোপিকাকান্তের কোটিকন্দর্পমোহন, কান্ত মূরতি তাহাদিগের হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত—তাহাদিগের অন্তর শ্রীকৃষ্ণময়।

তন্মনস্কা স্তদালাপা স্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মিকাঃ।

তাঁহার লীলা কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে তাহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হইত—

বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়া স্তন্ময়তাং যযুঃ।
লীলা ভগবত স্তাঃ তাঃ অনুচক্রু স্তদাত্মিকাঃ।

শ্যামের মোহন মুরলীধ্বনি তাহাদিগের কর্ণে পশিবা মাত্র তাহারা কৃষ্ণ গৃহীতমানসা এবং কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া—"পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ, শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ, লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যাঃ, অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে"—পতি শুশ্রূষা ও অঙ্গরাগাদি কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণা হইয়া ত্বরিত পদে কৃষ্ণান্তিকে গমন করিত।

তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র "মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাৎ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি"—চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জলৌঘের ন্যায় তাহাদি[illegible] হৃদয় প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অদর্শনে দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহবিধুরা হইয়া যখন ব্যাকুলভাবে চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণ করিত, তখনও—

তৎপ্রাণা স্তন্মনস্কা স্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ।

গোপীদিগের এই অকৃত্রিম, আন্তরিক, ব্যবধানশূন্য, নির্ভীক ভগবৎ প্রেমই আত্যন্তিক ভক্তি পদের প্রতিপাদ্য। সাম্যই প্রেমের ধর্ম্ম; যেখানে প্রেম নাই, সেখানে নির্ভীকতাও নাই। ভয়ে ভক্তি, ভক্তিই নহে।

"To adore in fear and trembling is almost to hate, though the fear disguises the hate; to adore fearlessly, is to love. True Piety, which is the foundation of religion, is the exultation and exaltation of love, for love raised to a high pitch admits no longer the barriers of the possible; the impossible is its dream, for it, reality"

এইরূপ নন্দ যশোদার বাৎসল্যভাব, অর্জ্জুনের সখ্যভাব, কংসশিশুপালের বৈরভাব, ভক্তিরই রূপান্তর বা প্রকার ভেদ মাত্র। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহম্। ভগবান ভক্তিরই গ্রাহ্য, যে ভাবেই তাঁহাকে ভজনা করা হউক না কেন। কংস, শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি জন্মান্তরে ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন। পরে শাপভ্রষ্ট হইয়া আশু মুক্তি-লাভের জন্য (শত্রু ভাবে তিন জন্ম, মিত্র ভাবে সাত জন্ম) তাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমেই শত্রু ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। নিরন্তর শত্রুভাবে ভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে তীব্র বৈরানুবন্ধবশতঃ বিষবুদ্ধিতে পীত অমৃতের ক্রিয়ার ন্যায় বস্তুশক্তি-প্রভাবে তাঁহারা তিন জন্মে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

• ধ্যায়ং স্তন্ময়তাং যাতো ভাবোহি ভবকারণম্।

গোপীগণও পূর্ব্বজন্মের তপস্যার বলেই "অলৌকিকী ভক্তির" অধিকারিণী হইয়াছিল; এবং গঙ্গোদকের ন্যায় পূত, মধুর, প্রেমভক্তিরস প্লাবনে তাহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত কল্মষ বিধৌত হওয়াতেই তাহারা দোষ স্পর্শশূন্য, সকল পবিত্রতার আধার, শুদ্ধস্বভাব ভগবানকে লাভ করতঃ—পরমাত্মানং সঙ্গতাঃ—পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিত্য পরম প্রেমসঙ্গ লাভ করিয়াছিল। ভগবানের যে

লীলাতে এই মধুর রসের পূর্ণ বিকাশ ও অভিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার রাসলীলা।

"Divine Love"এর মাহাত্ম্য—

"Just look at that wonderful 13th. Cha[illegible] of 1 Cor. in order to realise what Divine Love [illegible] work in us.

"Love suffereth long"—it drives away all impatience.

"Love is kind"—it leaves room for no unkindness.

"Love envieth not"—all jealousy is banished.

"Love vaunteth not itself"—boasting and self-assertion disappear.

"Is not puffed up"—pride finds no place in the heart.

"Does not behave itself unseemly"—folly goes.

"Seeketh not its own"—self is dead ; selfishness will be unknown.

"Is not provoked"—anger and wrath will not be seen.

"Taketh no account of evil"—brooding over so-called wrongs will be no more. Malice and all uncharitableness are not found in the heart.

"Beareth all things"—complainings will never be heard.

"Believeth all things"—mistrust will not destroy fellowship.

"Hopeth all things"—despair, anxiety, despondency go.

"Love never faileth"—"Where Love is, there Fear is not" ; Perfect Love casteth out, not only fear, but all sin.

To sum up : Love "drives out impatience, unkindness, jealousy, envy, boasting, self-assertion, pride, folly, selfishness, self-seeking, anger, irritability, bad temper, fretfulness, malice, uncharitable remarks, complaining, censoriousness, despair, anxiety, despondency."

When Perfect Love casts out this great procession of sins, and fills man's entire being, then—গীতার ভাষায় সাধক—"সিদ্ধিং প্রাপ্তো ব্রহ্ম আপ্নোতি"। —The Victorious Life, By An Unknown Christian.

অতএব তন্ময়তাই প্রেম ও ভক্তির প্রাণ বা আত্মা স্বরূপ। বিল্বমঙ্গলের প্রেমে এই তন্ময়তা ছিল। সেই জন্য তাঁহার প্রেম যখন ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিল, যখন তিনি প্রেয়োমার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়োমার্গের পথিক হইলেন, তখন এই তন্ময়তার ফলেই আশু সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। গোপীদিগের প্রেম আপাত দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কাম গন্ধ দূষিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ইহা অতি স্বাভাবিক; এবং অধ্যাত্মের দিক হইতেও ইহা অতি উচ্চ, অতি মহৎ, অতি গভীর। ইহার ঔন্নত্য, উদারতা, অগাধতা অপরিমেয়। গোপীগণ সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিবে ইহাই তাহাদিগের প্রাক্তনকর্ম্মজন্য অদৃষ্ট। এই অদৃষ্টের কার্য্য প্রতিরোধ করিবার, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলের অন্যথা সাধন করিবার, শক্তি কাহারও ছিল না। এই জন্যই তাহারা অদৃষ্ট, প্রকৃতি, বা প্রাক্তন সংস্কারের প্রেরণায় অবশ ভাবে, বলাদিব নিয়োজিতার ন্যায়—ভৃঙ্গ যেরূপ মধু লোভে আকৃষ্ট হয়, মীন যেরূপ সৌগন্ধে আকৃষ্ট হয়, পতঙ্গ যেরূপ বহ্নিতে আকৃষ্ট হয়, তাহারাও সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কান্তিতে আকৃষ্ট এবং কৃষ্ণার্পিতমনোবুদ্ধি হইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের উপাসনায় আত্মনিবেদন করিয়াছিল—প্রেমের ঔৎকট্য, আতিশয্য, আত্যন্তিকতা নিবন্ধন সেই সৌন্দর্য্য সাধনায় তন্ময়তারূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদিগের বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ—তাহাদিগের অন্তরের প্রেমই সজীব বাহ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরম প্রেমানন্দস্বরূপ। Love is Heaven, and Heaven is Love.

সত্য বটে, তাহারা পরমেশ্বর বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করে নাই, জারবুদ্ধিতেই ভজনা করিয়াছিল। "জুগুপ্সিতং হি সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ"—কুলস্ত্রীর ঔপপত্য জুগুপ্সিত হইলেও, তাহাদিগের প্রেম অজ্ঞাতসারে ভগবান্‌কে বিষয় করতঃ মোক্ষলাভের সাধনীভূত শাস্ত্রোক্ত "কাম ভক্তিতে" পর্য্যবসিত হওয়ায়, তাহারা অগ্নিতে কার্ত্তস্বরের ন্যায় কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আত্যন্তিক প্রেমের মাহাত্ম্যেই নির্ধৌত-কল্মষ হইয়া সম্যক্ বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অলৌকিক প্রেমের পাবন স্পর্শে পূত হইয়াই তাহারা নিষ্পাপ পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কামেন পূতপাপ্মান স্তমাপুরনুচিন্তয়া।

"Many sins shall be forgiven to the heart that has loved much".—E. Bible.

তদয়ং সংক্ষেপঃ।

পরমেশ্বরবিষয়ক অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষের নামই ভক্তি। ইহা প্রীতি, অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আকারৈরিঙ্গিতৈ র্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্র বিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ॥

বাহ্য লক্ষণ বা জ্ঞাপক চিহ্ন দ্বারা অন্তরের ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তিরও শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা ভক্তি সূচিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা যে কেবল

ভক্তির অভিব্যক্তি হয় শুধু তাহাই নহে, অভিনিবেশ সহকারে নিরন্তর ঐ সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। লৌকিক দৃষ্টান্তের স্বরূপ মাতৃ-ভক্তি, পিতৃ-ভক্তি, স্বামী-ভক্তি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেরূপ নিয়ত পরিচর্য্যা, প্রিয়কার্য্যসাধন, স্বার্থত্যাগ, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত ভক্তি দ্বারা পুত্রাদি পিতা মাতার, এবং স্ত্রী স্বামীর প্রিয়ভাজন হয়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারা মনুষ্যও পরমেশ্বরের প্রিয় হইতে পারে। পরম কারুণিক পরম পিতা পরমেশ্বর অশক্ত জীবের পক্ষে তাঁহাকে লাভ করিবার নানাবিধ উপায় গীতাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থো ঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২।৮-১১

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, সৌন্দর্য্য অথবা গুণ দর্শন বা শ্রবণ করিলে, সেই সৌন্দর্য্য বা গুণের আধার বা আশ্রয়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই নাম রতি, রাগ, বা অনুরাগ। এই অনুরাগই অবস্থা-ভেদে ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। মনুষ্যের প্রকৃতিতে সত্ত্বাদি যে সমস্ত গুণ আছে, তাহাই রাগ, এবং দ্বেষকে দ্বার স্বরূপ করিয়া মনুষ্যকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। এই জন্যই যাহার চিত্ত সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, সে স্নেহ, প্রেম প্রভৃতির বশীভূতও

হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে পরমেশ্বরে রতি, অনুরাগ, প্রেম বা আসক্তি ভগবদ্ ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। পরমেশ্বরের অলৌকিক সৌন্দর্য্য এবং গুণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হইলে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি প্রেম বা ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। তৎপরে অভ্যাসযোগ দ্বারা উহা দৃঢ়মূল হইয়া কালে পরাকাষ্ঠা লাভ করে। তখন ইহা পরা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই পরা ভক্তির ফল ভগবানে "তন্ময়তা"। এইরূপ অবস্থায় ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্র ভক্তের চিত্ত সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া অবিচ্ছিন্ন গতিতে তাঁহাতে যাইয়া কেবলমাত্র তাঁহাকেই কেন্দ্র করে। এই জন্যই গোপীগণ শ্যামের বাঁশরীধ্বনি শুনিবামাত্র তন্ময় ও তদ্‌গতচিত্ত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়সঙ্গম লাভ করতঃ পরমানন্দে ভাসিতে থাকিত। পরমভক্তও সেইরূপ ভগবানের গুণ শ্রবণ অথবা সৌন্দর্য্য স্মরণ করিবামাত্র ভাবাবেশে বিভোর, আত্মহারা, এবং তন্ময় হইয়া ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন।

"স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে"। ৫।২১

স্পর্শমণিস্পর্শ দ্বারা যেরূপ তাম্র, লৌহ প্রভৃতি সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভগবদ্‌ভক্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হইবামাত্র চিত্ত রজঃ এবং তমোগুণ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র সত্ত্বগুণের দ্বারা সমুদ্‌ভাসিত হয়। সত্ত্বের ধর্ম্ম বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করা। "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ম্" (১৪।৬)। ভগবান্ সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও—"নাহং প্রকাশঃ-সর্ব্বস্য"—সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হন না। সত্ত্বগুণের পূর্ণবিকাশ হইলেই তিনি মেঘনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশমান হন। তখন ভক্ত স্বীয় অন্তরে পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া নিজেও পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া যান। তখন আর ভক্ত এবং ভগবান্ উভয়ের

মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকে না। "ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"। ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। ভক্তির মাহাত্ম্যে ভক্ত ভগবানের যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করে, এবং এই ভগবৎস্বরূপলীলৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যানুভবাত্মক জ্ঞানই ভগবৎতত্ত্ববিজ্ঞান। অনন্য ভক্তি দ্বারাই ভগবানের এই স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহা গীতাতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানীর নিকট তিনি অনুমানগম্য হয়েন, স্বানুভব বা প্রত্যক্ষের বিষয় হন না। এইজন্য জ্ঞানী অপেক্ষাও ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩।২৯।১৩

নির্গুণভক্তিযোগনিষ্ঠাসম্পন্ন একনিষ্ঠ পরম ভক্তগণকে ভগবান্ সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্যাদি মুক্তি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন "প্রভো! তোমার সেবাতে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, মুক্তির আনন্দ তাহার নিকট তুচ্ছ। অতএব তুমিই জীবের কর্ম্মফলদাতা; তোমার নিকট আমাদের এই মাত্র ভিক্ষা, আমরা যেন জন্মে জন্মে তোমার দাস হইয়া, তোমার ভৃত্য হইয়া, তোমারই সেবাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তোমারই প্রীতির জন্য তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি; তোমার পরিচর্য্যাই যেন জীবনের একমাত্র ব্রত হয়"।

পরা ভক্তি লাভের উপায়

জ্ঞান ও বৈরাগ্য

শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ জীবের বন্ধন মুক্তির সাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের এই রূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্ বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্॥ ১১।১০।১১

"আত্মস্থং জীবান্তরাত্মতয়া স্থিতং কেবলং দুর্ভগদেহিভোগ্যদুঃখরহিতম্ পরং আত্মানং আত্মন্যংশভূতে ক্ষেত্রজ্ঞে শাস্তৃত্বেন স্থিতং অংশিনং জিজ্ঞাসয়া বেদান্তবিচারেণ সম্যক্‌জ্ঞাত্বা এতস্মিন্ দেহগেহাদৌ আত্মাত্মীয় বুদ্ধিং ক্রমেণ নিরসেৎ ত্যজেৎ।" টীকা

জীবের অন্তরাত্মা স্বরূপে অবস্থিত, দুর্ভগদেহিভোগ্যদ[illegible]হিত, পরমাত্মার অংশভূত ক্ষেত্রজ্ঞে অর্থাৎ পুরুষে শাস্তা বা [illegible] স্বরূপে স্থিত অংশী পরমাত্মাকে বেদান্ত বিচার দ্বারা সম্যক্ অবগত হইয়া দেহ এবং পুত্রদারাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং আত্মীয়বুদ্ধি ক্রমে পরিত্যাগ করিবে।

বেদান্ত বিচারের দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে অনাত্ম দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মভাব নিরস্ত হয়; এবং বিষয়াদিতে বৈরাগ্যবুদ্ধি হইয়া পুত্রদারাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি দূরীভূত হয়।

জ্ঞান

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। গীতা।

একদিকে যেরূপ কৈবল্য লাভ করিতে হইলে, জননমরণলক্ষণ সংসার প্রবাহের চিরনিবৃত্তি করিতে হইলে, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে সেইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল, কণ্টকময়, সংসার গহনে প্রবেশ করিতে হইলেও জ্ঞানের নিতান্ত আবশ্যকতা। জগতে সুখ-শান্তিতে বাস করিতে হইলে, সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, কর্ম্মকুশল হইতে হইলে, লোকচরিত্র এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে "বাঁচিতে" হইলে, আমাদিগকে "জানিতে" হইবে; কারণ জ্ঞান আমাদের জীবনমরণরূপ সমস্যার সহিত ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত।

Being, as Kant remarked, is identical with *Knowing*. It is necessary *to know*, in order *to be*. The question of "*To Be*" or not "*To Be*" is intimately linked with knowledge.

Knowledge is power.—বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য। He who knows is naturally the master of him who knows not.

"Father, forgive them, for they know not what they do", said Christ, in praying for His executioners.

"Thus speaking, He was pleading the cause of all Humanity. All men deceive themselves because they know not, and no man knows what he does, when he does evil. How could a rational being with a perfect

discernment do evil? Does any one voluntarily take poisons for perfumes, gall for honey? Ignorance is the cause of all errors, of all crimes, and of all the evils that torment the human race."

জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞান বশতঃই লোক প্রতারিত হয়, এবং পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে। লোক না জানিয়াই সাপের বিষ খায়, সুধা-ভ্রমে গরল পান করে। অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল।

A little knowledge is dangerous. Knowledge is proud, because it knows so much. Wisdom is humble because it knows so little.

স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি গজের ন্যায় মদান্ধ হয়। জ্ঞানের গভীরতার ফল—বিনয়নম্রতা।

It is through ignorance that a man makes himself the slave of what is made to serve us.

অজ্ঞান বশতঃই লোক অর্থাদির দাস হইয়া থাকে। অজ্ঞান অন্ধকারের ন্যায় বস্তুর স্বরূপ আবৃত করে, এবং মিথ্যা বস্তু কল্পনা করে। জ্ঞান আলোকের ন্যায় বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত করে।

"We must know, to will with reason. The man who knows has no longer cause to doubt. When the Spirit no longer doubts, the will ceases to hesitate"

জ্ঞানের দ্বারা সংশয়ের নিবৃত্তি হয়; সংশয় নিরস্ত হইলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়।

"We are in the world to learn, that is to say, to know—
To live is to suffer—to know how to live is to be happy.
To love is to obey—to know how to love is to rule.

To speak is to make a noise—to know *how* to speak and *when* to speak, is to make melody.

To seek is to torment one self—to know how to seek is to find.

To serve is to be a slave—to know how to serve is to sway.

To work is often tedious—to know how to work is a pastime

To use is often to abuse—to know how to use is to enjoy.

To know how to be rich—is to be rich.

To know how to be good—is to be good.

To know where danger lies is half the way to safety.

To know one's own Self is the prime wisdom—

আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃই আমরা প্রতারিত হইয়া থাকি, অনাত্ম-বস্তুতে আত্মভ্রম হইয়া থাকে।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্‌ভাবং সোঽধিগচ্ছতি। ১৪।১৯

আত্মা সত্ত্বাদি গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত ইহা জানিতে পারিলে জীব ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়।

To know Sree Krishna is to love Him, and to be drawn towards Him—

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ জানিতে পারিলে তাঁহাতে প্রেমবশতঃ চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই জন্যই তিনি "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত (কৃষ্‌ to draw, আকর্ষণে)

"Every one yields to what attracts him most strongly, and the predominance of attraction depends upon knowledge"

জীবের চিত্ত ভগবানের লীলৈশ্বর্য্যমাধুরী দ্বারা আকৃষ্ট হইলে প্রেম বা ভক্তির উন্মেষ হয়, এবং ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা ভক্তির দার্ঢ্য সম্পন্ন হয়, ইহাই পরা ভক্তি।

তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥ সাংখ্যকারিকা

জীবমাত্রই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকে। সেইজন্য এই তিন প্রকার দুঃখের যাহাতে মূলোচ্ছেদ করা যাইতে পারে তাহার উপায় জানিবার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয়। নানাবিধ লৌকিক উপায় দ্বারা এই দুঃখ আপাততঃ নিবারিত হইলেও—অর্থাৎ ঔষধ সেবনাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখের, উত্তম নিরাপদ স্থানে বাসাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের, এবং মন্ত্রাদি দ্বারা আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও, ঐ সমস্ত লৌকিক উপায় সর্ব্ব সময়ে ফলপ্রদ হয় না, এবং উহা দ্বারা আপাততঃ দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও ভবিষ্যতে উহার পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে; অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাব বিদ্যমান থাকে। যে দুঃখ নিবৃত্তির পর পুনরায় দুঃখ উৎপন্ন হয় না তাহাকেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি কহে। এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মোক্ষ বা অপবর্গ। শাস্ত্রকারগণ আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—দুঃখপ্রাগভাবাসমানকালীনদুঃখধ্বংস

এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি রূপ মুক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ, এবং ইহা কেবল মাত্র তত্ত্বজ্ঞান সাপেক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণের মতে এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে শরীর হইতে জীবাত্মার পার্থক্য জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্য পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান, বেদান্তমতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যাবধারণ, এবং মীমাংসক মতে আত্মার প্রাকৃতিক অবস্থাজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। কপিল "প্রকৃতি প্রভবং বিশ্বং" এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণ "যন্মায়া প্রভবং বিশ্বং" এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া মায়া বা অবিদ্যাকেই জগতের মূলীভূত কারণ বলিয়াছেন। অবিদ্যা শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী অজ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রকার ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা উদয়নাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন।

ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দুরুন্নীতিতো
মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা।

গীতাতে পরমেশ্বর নিজ শক্তি মায়া বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন এইরূপ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। গীতার মতেও প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞান মুক্তিলাভের কারণ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ১৩।২৩

শাস্ত্রে পুরুষকে যেরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেইভাবে পুরুষকে, এবং বিকার সমূহের সহিত অবিদ্যারূপিনী প্রকৃতিকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যদ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।"

ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান মুক্তিলাভের কারণ ইহাই উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতেও আছে "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" অতএব তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় তিনটী—প্রকৃতি, পুরুষ, ঈশ্বর। অর্থাৎ গীতোক্ত (১) ক্ষর পুরুষ বা অচিৎ দৃশ্য জড় জগৎ; (২) অক্ষর পুরুষ বা চিৎ জীবাত্মা; এবং (৩) পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা। কারণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে, এক দিকে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন ইহা জানিতে হইবে, এবং অপরদিকে জীবাত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহাও জানিতে হইবে। কার্য্যকারণয়োরভেদঃ—কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন। অতএব কার্য্যকে জানিতে পারিলেই কারণকে জানিতে পারা যায়, আবার কারণকে জানিতে পারিলেও কার্য্যকে জানিতে পারা যায়।

"প্রকৃতিপুরুষমহদহংকারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয়চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডতদন্তর্ব্বর্ত্তিদেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যস্থাবরাদিসর্ব্বপ্রকারসংস্থানসংস্থিতং কার্য্যমপি সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি কারণভূত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি।"

শ্রীমন্মাধবাচার্য্যকৃতসর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্।

এই জন্য ন্যায় দর্শন প্রণেতা গৌতম এবং বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ কার্য্যের দিক হইতে (from the effect to the cause) শরীর হইতে জীবাত্মার পার্থক্যজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু শরীর (Microcosm) প্রকৃতির পরিণাম বা কার্য্য, সুতরাং শরীরকে জানিতে পারিলেই কারণ প্রকৃতিকে (Macrocosm) জানা হইল। সাংখ্য দর্শন প্রণেতা কপিল—কারণের দিক হইতে (from the cause to the effect) প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছেন, যেহেতু সর্ব্ববীজ স্বরূপিনী কারণ প্রকৃতিকে জানিলেই সমস্ত কার্য্যভূত জগৎ জানা হইল।

অতএব উক্ত দার্শনিকগণের মধ্যে যে মতভেদ লক্ষিত হয় তাহা মৌলিক বা তাত্ত্বিক ভেদ নহে, প্রকারভেদ মাত্র। কপিল সৎকার্য্য বাদী। তাঁহার মতে কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কার্য্য অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অপ্রকট ভাবে কারণে অবস্থান করে। কার্য্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, কেবল মাত্র আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে।

অসদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥

কপিল যেরূপ কার্য্যের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান স্বীকার করেন, সেইরূপ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ কপিলের সূক্ষ্মভাবে অবস্থানের স্থলে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের প্রাগভাব স্বীকার করেন। যে কারণে যে কার্য্যের প্রাগভাব আছে সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। ইহাকেও প্রকার ভেদ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। গীতাতে জগতের উৎপত্তি এবং লয় সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহা কপিলের সৎকার্য্যবাদেরই অনুরূপ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি আবির্ভূত হইয়া জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে সমস্ত কার্য্য স্ব স্ব কারণে তিরোভূত হইয়া উহাতেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। তবে প্রভেদ এই যে, কপিলের মতে অচেতনা প্রকৃতিই জগৎকারণ। গীতাতে এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। অচেতনা প্রকৃতি চৈতন্যময় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃই জগৎ প্রসব করিয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শনমতে পুরুষ নিত্য, অনাদি, অপরিণামী, এবং চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের সুখদুঃখভোক্তৃত্ব নাই। প্রকৃতিপুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ জবাকুসুম সন্নিধানে স্ফটিকের লৌহিত্যের ন্যায় প্রকৃতিতে কর্তৃত্ব এবং পুরুষে ভোক্তৃত্বের আরোপ হইয়া থাকে। "যদ্যপি অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং ন

সম্ভবতি, পুরুষস্যাপি অবিকারিণঃ ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি পুরুষসান্নিধ্যাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বং, প্রকৃতিসন্নিধানাচ্চ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে"। "প্রধানেন সংভিন্নঃ পুরুষঃ তদ্‌গতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে"।

পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংসক্ত হইয়াই প্রকৃতিগত ত্রিবিধ দুঃখ আপনাতে আরোপ করিয়া তদ্দ্বারা অভিভূত হয়। প্রকৃতি পুরুষের বিবেকজ্ঞান হইলেই ঐ দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিকনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়।

পতঞ্জলির মতে মনোগ্রাহ্য সুখ দুঃখাদি আত্মাতে আরোপিত হয়। এই জন্য তাঁহার মতে সমনস্ক ইন্দ্রিয়জয়ের নামই কৈবল্য বা মুক্তি।

গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের উৎপত্তির কারণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

> যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
> ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ১৩/২৬

সাংখ্যমতে যেরূপ প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞানের অভাব বশতঃ উভয়ের সংযোগ হয়—পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সম্বন্ধ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ—সেইরূপ ক্ষেত্র বা অপরা প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বা অক্ষর পুরুষের মধ্যে অজ্ঞান বশতঃ সংযোগ বা অধ্যাস রূপ সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রজ্ঞে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ধর্ম্ম ও তাদাত্ম্য ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। এইরূপ পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্ম্ম পরস্পরের উপর আরোপ বা উপচারের নামই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ। বিবেকজ্ঞানের অভাবই এই সংযোগের কারণ, ইহারই নাম মিথ্যাজ্ঞান। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞান দ্বারা এই মিথ্যাজ্ঞান নিরস্ত হইলেই জীবকে আর সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। যেহেতু—

> কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।১৩/২১

জীবাত্মা কোনও কর্ম্ম না করিলেও প্রকৃতির পরিণাম ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ হেতু, ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক নিষ্পাদিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল-ভোগের নিমিত্ত সদসদ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

বৈদান্তিক মতে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য প্রতিপাদিত জীবব্রহ্মের ঐক্যাবধারণই তত্ত্বজ্ঞান। "তৎ" এই সর্ব্বনাম শব্দটী যাবতীয় বস্তুরই বোধক। ব্রহ্ম সকল বস্তুর স্বরূপ, এই কারণে "তৎ" শব্দটী ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। বেদান্তমতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদতিরিক্ত জগৎ মিথ্যা; উহার বাস্তব সত্তা নাই। উহা অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান বশতঃ যেরূপ রজ্জুতে মিথ্যা সর্প কল্পিত হয়, যতক্ষণ ঐ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ ঐ মিথ্যা সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, এবং রজ্জুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হইলেই অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলেই মিথ্যা সর্পজ্ঞান নিরস্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু ব্রহ্মে মিথ্যা জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম বেদান্তের মায়া। ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যাবিজৃম্ভিত জগৎ নিরস্ত হয়।

"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ।

—তদতিরিক্ত নানাবিধ ভোক্তৃভোক্তব্যাদিভেদপ্রপঞ্চঃ সর্ব্বোঽপি তস্মিন্ অবিদ্যয়া পরিকল্পিতঃ। সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি বচননিচয়প্রামাণ্যাৎ।"

বৈরাগ্য।

সংসারের ভাবগতির বিষয় নিবিষ্টচিত্তে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ বৈরাগ্যবুদ্ধির উদ্রেক হয়। অন্তরে বৈরাগ্যভাব উদ্রিক্ত না হইলে জীব স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া ও বিষয়াসক্তি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিলে পার্থিব ঐশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদা, ভোগবিলাস কয়দিনের জন্য? বর্ত্তমান শরীরারম্ভক প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগের ক্ষয় হইলেই এই ভোগায়তন নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। কেবল কামিনীকাঞ্চন, স্রকচন্দনাদি ভোগবিলাসের সামগ্রী উপভোগ করিবার জন্যই এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম হয় নাই। মনুষ্য জীবনের ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ এবং মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তাই তত্ত্বদর্শী বিবেকিগণ তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, নলিনীদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল, জলধরপটলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব ধনসম্পাদাদিতে বীতরাগ হইয়া, যাহাতে আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বলে বলীয়ান হইয়া আত্মোন্নতির এক স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তাহারই জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরদুঃখকাতর ও দয়ার্দ্র হৃদয় হইয়া "মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে" নিপতিত মোহান্ধ জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য পরিশ্রম সহকারে অধ্যাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানমূলক শাস্ত্র সমূহও প্রণয়ন করিয়াছেন। ভবভূতি বলিয়াছেন—"এতে খলু হৃদয়মর্ম্ম চ্ছিদঃ সংসারভাবা যেভ্যো বীভৎসমানাঃ সন্ত্যজ্য সর্ব্বান্ কামান্ অরণ্যে বিশ্রাম্যন্তি মনীষিণঃ।" এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই জনৈক প্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিষাদের সুরে গাহিয়াছেন—

"Count o'er the joys thine hours have seen ;
Count o'er thy days from anguish free ;
And know whatever Thou hast been ;
'Tis something better not to be."

বাস্তবিকই তাহাই! হিসাব নিকাশ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন—"সংসারেঽস্মিন্ কিয়ন্তি বা দুঃখদুর্দ্দিনানি কিয়তী বা সুখ-খদ্যোতিকা!" আরও দেখিতে পাইবেন, ইহলোকসর্ব্বস্ব জীব সকল স্বার্থপরবশ; সকলেই স্বার্থাভিসন্ধিতে স্বকার্য্য উদ্ধারের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায়"—শ্রুতি। স্ত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বামীর উপর নির্ভর করে, এই জন্যই স্ত্রীর নিজের স্বার্থের অনুরোধে স্বামী স্ত্রীর প্রিয় হয়, নিঃস্বার্থভাবে নহে।

সর্ব্বঃ কার্য্যবশাৎ জনো হি রমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ।

যে দেহ জীবের এত প্রিয় সেই দেহই যখন তাহার নিজের নহে, তখন "কা তৎকান্তা, ক স্তৎপুত্রঃ?" মোহান্ধ জীব মনে করে—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।৫৭

হায়! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা; স্ত্রীর ক্রোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু; পুত্রগণ উপার্জ্জনক্ষম নহে; আমি মরিয়া যাইলে তাহারা সকলে অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়া পথে দাঁড়াইবে। আমার অভাবে তাহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখেনা—

Men may come, and men may go, but the world goes on for ever,—শুধু তাহাই নহে ; "সম্বন্ধো নিধনাবধিঃ"। When he is dust, he will sink without a bubble into the depths of Time

মৃত্যুর পর যত দিন যাইবে তাহার স্মৃতিও ক্রমশঃ কালের অতল গর্ভে নিঃশব্দে লীন হইতে থাকিবে।

অজরাজা যখন ইন্দুমতীর শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, তখন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—

রুদতা কুত এব সা পুন র্ভবতা নানুমৃতাপি লভ্যতে।
পরলোকজুষাং স্বকর্ম্মভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্॥

কালিদাস

তাহার জন্য ক্রন্দন করিলে, অথবা তাহার অনুমরণ করিলে তাহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, কারণ মৃত্যুর পর দেহিগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিক হয়।

এই সমস্ত বিষয় আমরা যে জানি না, তাহা নহে। আমরা সকলেই ইহা জানি, এবং অনেক সময়ে মর্ম্মে মর্ম্মে ইহার সত্যতা অনুভবও করিয়া থাকি, কিন্তু তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিত থাকা হেতু এই সমস্ত উপদেশ বাক্য আমাদিগের নিকট অরণ্যে রোদন করার ন্যায় নিষ্ফল হয়। জীবমাত্রই মায়াপাশশতৈ র্বদ্ধঃ—এই সকল মায়া পাশ ছিন্ন করা বড়ই সুকঠিন।

অপূর্ব্বেয়ং হরে র্মায়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
তয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি॥

মায়া, রজ্জু বিশেষ হইলেও, এ রজ্জুটী অতি অপূর্ব্ব। সাধারণ রজ্জুর মত নহে। রজ্জুর কার্য্য বন্ধন করা। যদি কাহাকেও রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে সে এক স্থানেই আবদ্ধ থাকে, অন্যত্র যাইতে পারে না। বন্ধন মুক্ত হইলেই স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছা গমন করিতে পারে। এই মায়ারূপ রজ্জুতেও বন্ধন করে বটে, কিন্তু এ বন্ধনের ফল অন্যরূপ। কারণ মায়া রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া জীব "প্রাতঃকালে উঠে, কতই যে না খাটে, ছুটাছুটি করে ভূমণ্ডল"।

আর মায়া পাশ ছিন্ন হইলে—

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥

শ্রুতিতেও আছে—

যদাত্মানং বিজানীয়াদহমস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় সংসারমনুসংসরেৎ ॥

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বিচার করিলে এই বিষয়টী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। ইষ্টত্ব আমাদের প্রবৃত্তির প্রযোজক, এবং দ্বিষ্টত্ব উহার প্রতিবন্ধক। ইষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি, এবং দ্বিষ্ট বিষয়ে অপ্রবৃত্তি বা বিরাগ, জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ। স্ত্রী-পুত্রাদিতে এবং ধন সম্পত্তি প্রভৃতিতে যতক্ষণ আমাদের ইষ্টসাধনতাজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ উহাতে আমাদের মমতা, স্নেহ, অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে। স্ত্রীপুত্রাদির জন্য লোকে যেরূপ স্বার্থত্যাগ এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে, নিঃসম্পর্কীয় তৃতীয় ব্যক্তির জন্য সচরাচর সেরূপ করিতে দেখা যায় না।

আবার অনেক সময়ে, অন্তরে বৈরাগ্যবুদ্ধি না থাকিলেও স্ত্রী পুত্রাদির কদর্য্য ব্যবহার বশতঃ, কিম্বা অন্য কারণে উহারা দ্বিষ্ট হইলে উহাদিগের মুখ দর্শন করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল বস্তুতে আমাদের "affections do cling with tendrils strong as flesh and blood"—সেই সকল বস্তু হইতে মমত্ববন্ধন ছিন্ন হইলে আমরা মানবহৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ স্নেহপ্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করি। এই জন্য অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্যভাব জাগরূক হইলে, জীব অনিত্য, অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য, সারাৎসার, এবং পরাৎ[illegible] আশ্রয় করে।

অতএব বেদান্তবিচারের দ্বারা এই সমস্ত সংসার[illegible] প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে ক্রমশঃ বৈরাগ্যোদয় হইয়া পুত্রদারাদি[illegible] আত্মীয়বুদ্ধি এবং গৃহাদিতে মমত্ব বুদ্ধি দূরীভূত হয়। এইরূপে আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং বৈরাগ্য বুদ্ধির সাহায্যে দেহে আত্মভাব, এবং স্ত্রী-পুত্রাদিতে আত্মীয়ভাব নিরসন পূর্ব্বক কামিনী কাঞ্চন হইতে চিত্তকে সমাহৃত করতঃ অনন্য-চিত্ত হইয়া ভগবদুপাসনাত্মক ভক্তিযোগ আশ্রয় করিলে [illegible]রাভক্তির মাহাত্ম্যে জীবের জননমরণপ্রবাহলক্ষণ সংসারের চিরনি[illegible] হইয়া থাকে —

আত্মতত্ত্বাববোধেন বৈরাগ্যেণ দৃঢ়েন চ।
ঈয়তে ভগবানেভিঃ সগুণো নির্গুণঃ সদৃক্॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৩২।৩৬

আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং দৃঢ় বৈরাগ্য হইলে জীব কর্ম্মমার্গদ্বারা সগুণ অর্থাৎ স্বর্গাদিরূপ, এবং সংন্যাসযোগ দ্বারা ব্রহ্মরূপ নির্গুণ, ভগবান্‌কে লাভ করে।

স্তব।

সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥
সমানকর্ণবিন্যস্ত স্ফুরন্ মকরকুণ্ডলম্।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্।
নমামি পুরুষং দিব্যং বেণুবাদ্যবিনোদিনম্॥

প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণম্
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।
লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদম্
স্ফুরন্ মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্॥
যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণম্
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদীরণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষম্
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
গতিরেকা কলৌ নৃণাং নিঃশ্রেয়সপদপ্রদং॥
নাম্নস্তে শক্তিরীদৃশী যচ্ছতি শাশ্বতং পদম্।
ন জানে কমলাজানে পদং তে কিম্পদপ্রদম্॥

নাম কীর্ত্তন।

কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ মধুসূদন।
নারায়ণ হরে বিষ্ণো অনন্ত মাধবাচ্যুত॥

বাসুদেব মুরারে চ জগদীশ জনার্দ্দন।
পীতাম্বর ঘনশ্যাম শ্রীধর মুরলীধর॥

ব্রহ্মণ্যদেব যজ্ঞেশ পদ্মপলাশলোচন।
যাদব পুণ্ডরীকাক্ষ বনমালাবিভূষণ॥

গোবর্দ্ধনধর ব্রহ্ম কংসারে পুরুষোত্তম।
বিশ্বম্ভর গুণাতীত বামন নন্দনন্দন॥

শঙ্খচক্রগদাপাণে নৃসিংহ গরুড়ধ্বজ।
দৈবকীনন্দন শ্যাম হংস শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥

সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠ গোপিকাচিত্তরঞ্জন।
দৈত্যারে কৈটভারে চ পদ্মনাভ সনাতন॥

শেষশায়িং শ্চতুর্ব্বাহো কোটিমদনমোহন।
হিরণ্যগর্ভ দেবেশ শ্রীপতে শ্রীনিকেতন॥

বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তে চ সংসারার্ণবতারণ।
সর্ব্বদুঃখোপশমন সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন॥

দামোদর হৃষীকেশ শ্রীরাধাপ্রাণবল্লভ।
ভক্তানুগ্রহকারক দীনার্ত্তশরণ প্রভো॥

কেশব গোকুলানন্দ সর্ব্বেশ সাত্বতাং পতে।
নীলাম্বুজনিভশ্যাম লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তুতে॥

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।
যোগেশ্বর জগন্নাথ হে শ্রীকান্ত নমোঽস্তুতে॥

গীতার অনুশাসন।

জীবের কর্ত্তব্য।

১। নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ইহাই গীতা শাস্ত্রের প্রথম উপদেশ। পুরুষকার জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ক্রিয়াশীল জগতে আলস্যের স্থান নাই। অলস এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে—শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে—ঈশ্বর আদমকে (Adam) এই বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন—'By the sweat of thy brow shalt thou eat thy bread"—অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করিয়া তোমাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও, কর্ম্ম কল্যাণ-গুণাত্মক পরমেশ্বরের অভিশাপ নহে, তাঁহার পরম আশীর্ব্বাদ।

'Tis the Primal Curse,
But softened into mercy—Cowper, Task, BK, I.
Blest work—if ever thou wert curse of god,
What must His blessing be?—J. B. Selkirk
Work is worship—work is man's mission
on earth—Carlyle.

In action it is we life enjoy,
In idleness we are dead;
Soul's fire will self destroy,
If not with fuel fed.

Like the sword of Hudibras, "the soul eats into itself for lack of something to hew and hack."

২। কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ—কারণ আলস্য শয়তানের লীলাভূমি। —

(a) An idle man tempts the Devil. (b) An idle brain is the Devil's workshop.

(c) Satan finds some mischief still
For idle hands to do—Watts.

৩। অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।

কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া,"অনহংবাদী"হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম ভেদে জীবের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস। ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ। ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপস্যা। যৌবনে ধনোপার্জ্জন। বার্দ্ধক্যে পুণ্যসঞ্চয়। "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ"—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

To do great things, one must live as if one could never die.

৪। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সমূহে আস্থা সম্পন্ন হইয়া শাস্ত্র সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক অবহিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অতন্দ্রিতভাবে করিতে হইবে। The Sastras contain the crystallized quintessence of the wisdom of Seers, who were gifted with Prophetic insight, and could "see into the very life of things". সুতরাং শাস্ত্র বাক্য অনুসরণ করিলে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

The Pigmy sees farther than the Giant, when he has the Giant's shoulders to stand upon.

৫। মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃই জীব শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করিয়া থাকে। ঐ সম্বন্ধ উৎপত্তি এবং বিনাশশীল, ও অনিত্য। অতএব তন্নিমিত্ত হর্ষ বা বিষাদে অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্য সহকারে তাহা সহ্য করিতে হইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত কর্ত্তার" প্রশংসা, এবং "বিষাদী, অলস, দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তার" নিন্দা কীর্ত্তিত হওয়ায়—ধৈর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, কার্য্যতৎপরতা, উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণই জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, এবং কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রধান সম্বল ইহাই সূচিত হইয়াছে।

৬। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

To be weak is miserable,
Doing or suffering—Milton, P. L.

৭। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো র্নির্ব্বিকারঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

কর্ম্মজীবনে উন্নতি, অবনতি, উত্থান, পতন—ইহাই জগতের নিয়ম। "We fall to rise, are baffled to fight better, sleep to wake"—Browning.

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ভূমিতে পড়িয়া গেলে লোক ভূমি ধরিয়াই উঠিতে চেষ্টা করে। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন প্রসন্না হইবেন কেহই বলিতে পারে না। পুরুষত্ব আমাদের করায়ত্ত, কিন্তু কর্ম্মফল দৈবাধীন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ইহাই গীতার উপদেশ। অতএব লাভ, লোকসান, জয়, পরাজয়, সিদ্ধি, অসিদ্ধি বিষয়ে নির্ব্বিকার হইয়া

কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া যাইলে কখনও নৈরাশ্য জনিত ক্ষোভে বা বিষাদে অভিভূত হইতে হইবে না।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"।
আশায়াঃ খলু দাসা যে তে দাসা জগতামপি।
আশা দাসীকৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ॥

যিনি আশার দাস, তিনি জগতের দাস। পরন্তু যিনি আশাকে দাসী করিতে পারিয়াছেন, জগৎ তাঁহার দাস।

"So farewell hope ; and with hope farewell fear"—Milton, P. L.

"Perfection is equilibrium ; arrived at perfect equilibrium, one may walk or run without fear of falling.- The sage welcomes pleasure, accepts riches, but is never the slave of any of them. His happiness, which is his own, expects nothing and dreads nothing from the caprices of Fortune. He knows how to be poor, to stint himself and suffer"

৮। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

শুভাশুভ কর্ম্মের ফলেই জীবকে সুখ দুঃখভোগ করিতে হয়। পরমেশ্বর কর্ম্মফলদাতা; সুতরাং সুখ দুঃখ তাঁহারই দান মনে করিয়া মাথায় করিয়া লইতে হইবে। ভগবান্ একদিকে অর্জ্জুনকে ফলাসঙ্গ এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অপর দিকে যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী জীবকে সুখ দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হইবে, কারণ সুখ দুঃখ ভোগ করার নামই ত জীবের সংসার।

The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together.

তবে সুখে বিগতস্পৃহ হইতে হইবে। কালিদাস যেরূপ দিলীপের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ," আমাদিগকেও সেইরূপ অনাসক্ত ভাবে, পুষ্করপলাশবৎ নির্লিপ্ত ভাবে, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" ভাবে সুখ এবং ভোগ বিলাসের সামগ্রী উপভোগ করিতে হইবে। ভোগ বিলাসে মত্ত এবং আত্মহারা হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না। "তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।"

দুঃখও যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন আমাদিগকে "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ" হইতে হইবে। কারণ

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই ভাবে সুখ এবং দুঃখ চক্রের ন্যায় নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে।

The darkest cloud is not without its silver lining. Many a cloudy morn breaks afternoon into a bright day closed with a golden sunset.

জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ বিরল। ইহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধান ভিন্ন আর কিছুই নহে। Monotony is the bane, and variety is the spice, of life.—দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের আদর, অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের আদর।

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে।
ঘনান্ধকারেষিব দীপদর্শনম্॥

The hues of bliss more brightly glow,
Chastised by sabler tints of woe—Gray.

চির সুখীজন কখনও ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে না।

He jests at scars that never felt a wound.

যাহাতে আমরা অপ্রতিবোধশায়িনী মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া না পড়ি, সেই জন্য আমাদিগকে সজাগ ও সচেতন রাখিবার জন্য সুদিনের মধ্যে দুর্দিন আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে, আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে শোক দুঃখের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখে নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকিলে, ভোগ বিলাসে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিলে, জগন্মাতাকে জগৎপিতাকে ডাকিবার সুযোগ হইবে না।

"A bruised reed"—He shall not break;
Affliction all His children feel;
He wounds them for His mercy's sake;
He wounds them to heal."

অতএব ঈশ্বরের দান মনে করিয়া দুঃখকে মস্তকে করিয়া লইলে দুঃখে কখনও কাতর বা অভিভূত হইতে হইবে না।

Sorrow is at once the lot, the trial, and the Privilege of man—Helps.

অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ
প্রিয়নাশং হৃদিশল্যমর্পিতম্।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে
কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥ কালিদাস

The stupid mind considers the loss of dear ones as a missile *planted* into the heart; but to the

tranquil mind, it is as a missile *plucked* from the heart, because of the blessing which the visitation of sorrow carries cn its wings.

"If any one wishes to come after me, said Christ, let him renounce himself, let him carry his cross and follow me. To renounce oneself is to come out of egoism in order to enter into charity. The true life of man is not in himself, but in others. To carry one's cross is to bear courageously the ills that flesh is heir to, the rubs and crosses, the pains and troubles of life."

৯। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

ইহাই গীতা শাস্ত্রের সারভূত উপদেশ।

"Self-reverence, Self-knowledge, Self-control,
These three alone lead life to sovereign Power.
Tennyson.

একদিকে যে সমস্ত গুণের জন্য মনুষ্য জগতে গণ্য, মান্য, বরেণ্য হয়, যথা—আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান, আত্মসংযম, আত্মনির্ভরতা, আত্মপ্রত্যয়, আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ প্রভৃতি, সেই সমস্ত গুণই আত্মাকে বিষয় করে।

Men may rise on stepping stones of their dead selves to higher things—Tennyson.

Fulfilment of the requirement of the Delphian Oracle, "Man, know thyself," is the first postulate of wisdom.

Altruism is the highest form of Egoism For if I be true to my own self, I can not then be "false to any man"

Homo sum humani a me nil alienum Puto. Human myself, I can not be indifferent to anything that pertains to humanity.—Terence.

সাম্রাজ্য বিজয়ী অপেক্ষা আত্মবিজয়ীর স্থান অনেক উচ্চে। যিনি নিজেকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত জয়ী।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ গীতা।

পার্থিবধনসম্পদ্‌ভূয়িষ্ঠ হইলেই মহৎ লোক হইতে পারা যায় না। যিনি গুণসম্পদ্‌গরিষ্ঠ তিনিই মহৎ লোক। যিনি ধনবান্ তিনি বড় লোক; যিনি হৃদয়বান তিনি মহৎলোক।

The true greatness of a man consists not in what he *has*, but in what he *is*. The kingdom of Heaven is *within* us, not *without*.

Lord of himself though not of Lands,
And having nothing, yet hath all.

অপরদিকে যে সমস্ত দোষ মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের পরিপন্থী—যথা, আত্মশ্লাঘা, আত্মপরতা, আত্মম্ভরিতা, আত্মগরিমা, আত্মাভিমান প্রভৃতি—তাহাও আত্মাকেই বিষয় করে।

দেহধর্ম্মরহিত আত্মার আপনাতে দেহধর্ম্মের আরোপ, এবং অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মভাব—জীবের প্রকৃতিবশ্যত্বরূপ বন্ধনের কারণ। অহং-কার এবং আত্মাভিমানই সকল অনর্থের মূল।

"To *have* something we *have not*, and *be* something we *are not*, is the root of all evil"—Lord Lytton.

আত্মকৃত ব্যবহারের ফলেই লোক শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে।

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎরিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥

ব্যক্তিত্বই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আত্মনির্ভরশীল না হইলে আমাদের ব্যক্তিত্বই নষ্ট হইয়া যায়। ব্যক্তিত্ব হারাইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই থাকে না। পরভাগ্যোপজীবী এবং পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে পদে পদে লাঞ্ছনা, অসুবিধা, এবং কষ্টভোগ করিতে হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

অতএব আত্মা যাহাতে অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে, ব্যক্তিত্ব যাহাতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এরূপ কোনও কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।

১০। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

১১। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

১২। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
(ক) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
(খ) ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

১৩। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথালোভ স্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
(ক) জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।
(খ) পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥

১৪। তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।

১৫। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

১৬। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

আমাদের যে কিছু কার্য্য সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করিবার অভ্যাস দৃঢ়মূল হইলে, এই সর্ব্ব কর্ম্মার্পণই পরিণামে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ রূপ চরম ফলের প্রযোজক হইবে।

"Surrender your very selves unto god"—(Rom. 6, 13, Weymouth.)

The surrender must be of self—not merely of things. "Surrender is not simply making a promise to God to forsake sin and always to do His will. That would be living under the Law. Surrender is just turning over to God all that we are and have, *for him to do with us* whatever, He wishes Just hand yourself over to God, and then trust Him to do His Part."—The Victorious Life.

ঈশ্বরে আত্মার্পণ, স্থিরা ভক্তি, এবং অচল বিশ্বাসের ফলে জীব "casts his burden upon the Lord"। তখন নিজের উপর, পৌরুষের উপর আস্থা চলিয়া যায়, এবং আত্মনির্ভরতার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরনির্ভরতা হইয়া থাকে। ঈশ্বরই তখন জীবের সর্ব্বস্ব ও একমাত্র চিন্তার বিষয় হন।

"As the lilies of the field grow—not by self-effort, toiling, or striving. They just abide in the sunshine and drink in its life".

সেইরূপ জীবকেও তখন অভাব মোচনের জন্য আর ছুটাছুটি করিতে হয় না—তখন "He that doth the ravens feed, yea providently caters for the sparrow"—সেই ভক্তানুগ্রহকারক, সর্ব্বভূতেশ্বর বাসুদেবই তাহার "যোগক্ষেম" বহন করেন।

১৭। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!

ভগবান্ উক্ত শ্লোকে জীবের জীবনধারা এবং কর্ম্মধারা নিয়মিত করিবার অভিপ্রায়ে সংক্ষেপে, অল্প কথায়, অনেক কথাই বলিয়াছেন। জীব পরমেশ্বরেরই অংশ; সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ স্বরূপ করিয়া তাঁহার গুণ প্রাচুর্য্য নিরন্তর স্মরণ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিলে এই মহীতলেই স্বর্গস্থ হইয়া পরম সুখ শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারা যায়।

"Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect." St. Matt.

"For man God is, and can only be, the ideal of man. In Himself, He is the unknown, but in His revelation, at once divine and human. The manifestation of God produces itself in the human genius by successive approximations and by progressive changes. God is always the ideal of human perfection, which grows in grandeur as man raises himself."

১। ভগবান্ জীবের হৃদয়ে অন্তরাত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। Conscience is the voice of God in man; সৎকার্য্য করিলে আমরা যে চিত্ত প্রসাদ অনুভব করি, এবং অসৎ কার্য্য করিলে বিবেকের দংশন (stingings of conscience) জনিত যে অন্তর্যাতনা ভোগ করি, তাহাই সৎ বা অসৎ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার বা শাস্তি। নিরন্তর পাপকার্য্য অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইয়া যাইলে বিবেকের এই সচেতনত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

"Crabbed use the conscience sears,
In sinners of an hundred years"— C. Lamb.

২। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। তিনি এই বিশ্বের মাঝে ওত প্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাঃ ইব। ৭।৭

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। ৯।৪

তিনি জীবের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্রই পরমেশ্বরের সত্তা প্রকটিত দেখিতে পাই। যখন কান্তিবিশাল নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, মনে হয় তিনি যেন "প্রেক্ষকবদবস্থিত" হইয়া চন্দ্রার্করূপ নয়ন উন্মীলন করিয়া জগতের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপসমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যানী—অভ্রভেদী, তুঙ্গ পর্ব্বতরাজি—তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে। তাঁহারই সীমারাহিত্য এবং সর্ব্বব্যাপিত্বের প্রতীক স্বরূপ তরঙ্গসঙ্কুল, অসীম সমুদ্রের দিগন্তবিশ্রান্ত নীল অম্বুরাশি দর্শকের হৃদয়ে হর্ষ এবং বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়ম্
ঈদৃক্‌তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥ কালিদাস, রঘুবংশ।

জীব এই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরেরই অংশ, গীতা শাস্ত্র মন্থন করিলে পীযূষ সদৃশ এই জ্ঞানই লাভ হইয়া থাকে। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। ১৫।৭

প্রভুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভৃত্যের উপর থাকিলে ভৃত্য যেরূপ স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হয়, "প্রেক্ষকবদবস্থিত" সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদের উপর রহিয়াছে এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে কর্ত্তব্য বিষয়ে আলস্য, শৈথিল্য, বা ঔদাসীন্য আসিবে না।

We must try our level best to live—As ever in our great Task-Master's eye—*i. e.*, a life of constant and conscious fellowship with God.

এইরূপ করিলে তাহার ফল হইবে এই—আমরা কু-কার্য্য করিব না; কু-পথে চালিত হইব না; কুটিলতা, কু-চিন্তা আমাদের মনে স্থান পাইবে না; কু-প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিবে না; কু-কথা রসনা কলুষিত করিবে না; রোষ, দ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি কু-ভাবের অভিব্যক্তি নয়নে হইবে না; কু-অভ্যাস প্রশ্রয় পাইবে না; কু-ব্যবহার শত্রু সৃজন করিবে না।

অতএব নিজের অন্তরে—বাহিরে—সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্তা সর্ব্বদা অনুভব করিলে পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

৩। পরমেশ্বর নিষ্পাপ, নিরঞ্জন। সুতরাং তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করিতে হইলে, "কায়েন মনসা বাচা"—শরীর, মন, ও বাক্য দ্বারা যে সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ২১।১৬।৪২

ভগবদ্‌জ্ঞানভক্তিরূপ সাধনের দ্বারা জীবের প্রকৃতিসম্বন্ধ ধ্বংস হইলে, জীব আপনার অপহতপাপ্মত্বাদিস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই নিরঞ্জনত্বাদি (নিষ্পাপত্ব) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যখন জীবের অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জীব যখন নিরঞ্জন হয়, তখন জীব পরমেশ্বরের সমতা প্রাপ্ত হয়—নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। শ্রুতি

Cleanliness is next to Godliness.

"Ye shall be holy, for I am holy"—St. Peter.

Man-like it is to sin ;
Devil-like to dwell therein ;
Christ-like all sins to forgive ;
And God-like all sins to leave.

৪। ভগবান্ বলিয়াছেন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু"।

He sees with equal eye as God of all,
A hero rise, or a sparrow fall.

সাম্য ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং "অয়ং নিজঃ পরোবেতি," এই ব্যক্তি আমার আপন, এই ব্যক্তি পর, এইরূপ আপন পর বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"—সর্ব্বভূতে সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইলে জীব "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"।

গীতাতে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" এইরূপে ব্রহ্মপদার্থ নির্ব্বচন করিয়া সর্ব্বভূতে সমত্ববুদ্ধি এবং নিষ্পাপত্ব (Love and Holiness) ব্রহ্ম সাধর্ম্ম্যলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতা আদ্যন্ত পাঠ করিলে ইহাই গীতাধর্ম্মের মূল মন্ত্র বলিয়া মনে হয় (Fundamental tenet of the creed of the Geeta.)

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ। তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে॥

সকলেই স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া থাকে। শত্রুকেও ভালবাসিতে হইবে ইহাই গীতার অনুশাসন। ভগবান্ ভক্তপ্রাণ, তিনি ভক্তেরও প্রাণ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।

ভগবান্ সর্ব্বভূতে সম; সুতরাং ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজ করেন, তাঁহারাও "তদ্ভাবভাবিত" হইয়া কি শত্রু কি মিত্র সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়া থাকেন। জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার বিভূতির অন্ত নাই। শাস্ত্রে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্থলে অশক্ত পক্ষে মুখ্য কল্পের পরিবর্ত্তে অনুগ্রহ বা অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে, করুণাময় পরমেশ্বরও সেইরূপ গীতাতে অশক্ত জীবের পক্ষে সার্ব্বজনীন প্রেম এবং পবিত্রতাকেই (Love and Holiness) ভগবৎ সাধর্ম্ম্য প্রাপ্তির উপায় বলিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে Bible এ যে সমস্ত উক্তি আছে তাহা হইতেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। "How to Live the Victorious Life—By an unknown Christian—নামক পুস্তকে এই বিষয়টী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত পুস্তক হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইল।

"Christ Himself said to His disciples, 'Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect" (St. Matt, 5, 48).

This must mean *something.* The Saviour would never command an impossibility. Here He definitely bids us possess some sort of Perfection—in fact a perfection in *some way* like that of God the Father.

St. Peter speaking by the Holy Spirit, gives a very similar exhortation: "But like as He which called you is holy, be ye yourselves also holy in all manner of living; because it is written "Ye shall be holy, for I am holy."

We are then definitely commanded to possess some sort of holiness—in fact a holiness like that of Jesus Christ.

The writer of the Epistle to the Hebrews shows how important this is—"Follow Peace," says he "with all men, and holiness, *without which no man can see the Lord*" (Heb. 12, 14).

How is our Heavenly Father Perfect? Surely in everything. But He is *God* and we are *men.* He does not command us to be "Perfect" as God. The Father is perfeet in absolute sinlessness; in Majesty, in Glory, in Power, in Wisdom. Such Perfection can not be attained by mortal man. In what then are *we* to be Perfect? "Be ye *therefore* perfect," That word "therefore" evidently refers to what has been said just before. What is that? Simply a command to be full of love. Godless men love their friends; the followers of Christ are to *love their enemies* as well. Our Lord is com-

manding Perfect Love. The Victorious Life is simply a life of *Perfect love.*

"Here, then, is the Secret of it all. "Perfect love" is surely possible, but only possible when God Himself, who is love—comes to dwell in our hearts.

St. John, the Apostle of love, told us this long ago. "If we love one another God abideth in us, and His love is perfected in *us.*" (1St. John, 4, 12).

"God is love, and he that abideth in love, abideth in God, and God abideth in him." (ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্)

Herein is love made Perfect with Us" (1St. John 4, 17). It is, therefore, as clear as day, that if we desire Perfect love, we *can get it* by having Jesus Christ—Who is love—filling our whole being.— How to live the Victorious Life—By an unknown Christian.

God is love—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। ৯।২৯

He that abideth in love, abideth in God.

যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ……ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ। ৫।১৯

God abideth in him—তেষু চাপ্যহম্।

অতএব গীতার উক্তি এবং বাইবেলের উক্তি—পরস্পরের উক্তির প্রতিধ্বনি স্বরূপ। ভাষার ভেদ ভিন্ন ভাবের কোনও ভেদ নাই। সনাতন সত্য (Eternal Truth) সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে এক ও অভিন্ন।

We serve God, when we serve Humanity. When we love, we love God, because God only manifests Himself to us in Nature, and in Man.

এই কারণেই গীতাতে সর্ব্বভূতে সাম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর জগৎপ্রভব, জগন্নিবাস, জগৎপ্রলয়; এক পরমাত্মাই সর্ব্বজীবে অবস্থিত; "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি; সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"; এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি পূর্ব্বক জীব ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করে।

৫। পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রকার অভাবশূন্য। তিনিই জীবের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিজের কোনও অভাব নাই। যাহার যত অভাব, তাহার দুঃখও তত অধিক। এইজন্য কোনও কোনও দার্শনিক সুখের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিয়া দুঃখাভাবকেই সুখ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। "ভারাত্যপগমে সুখী অহং সংবৃত্তঃ" এইরূপ লোক ব্যবহারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যথাসাধ্য অভাবের সঙ্কোচ সাধন করাই সুখশান্তি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

"To want nothing is divine; to want the least possible brings one nearest to divine Perfection"—Socrates.

One is happy, when he wants only what he *ought* to want.

Man wants but little here below,
Nor wants that little long.

৬। ঈশ্বর পরমানন্দ স্বরূপ।

ধনপিপাসা, বিষয় তৃষ্ণার যখন অন্ত নাই, তখন যাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ
সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ
সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥

ভগবান বলিয়াছেন "সন্তুষ্টঃ সততং যোগী"—যে যোগী সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট তিনি তাঁহার প্রিয়। কেবল ভগবানের কেন, যিনি সন্তুষ্টচিত্ত, প্রফুল্লহৃদয়, এবং সর্বদা সহাস্যবদন, তিনি সকলেরই প্রিয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্"। অতএব আনন্দময়ত্বই জীবের প্রকৃতি, তদ্বিপরীত বিকৃতি। স্পর্শমণি স্পর্শ মাহাত্ম্যে যেরূপ লৌহ তাম্র প্রভৃতি সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সদানন্দ পুরুষ যাহারই সংস্পর্শে আসে, তাহাকেই আনন্দময় করিয়া তুলে।

"Laugh, and the world laughs with you; weep, and you weep alone.

"Rejoice evermore: In everything give thanks."—St. Paul.

৭। পরমেশ্বর সত্ত্বাদিগুণের অতীত; সুতরাং জীবও গুণাতীত হইতে পারিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

৮। পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—শ্রুতি। পাতঞ্জলদর্শন প্রণেতা পতঞ্জলি "তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্"—এই সূত্র দ্বারা ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞান যাঁহাতে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তিনিই ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ। ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"। দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্যের শক্তি জ্ঞানেরই অনুগুণ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ জ্ঞানবান, তিনি সেইরূপ শক্তিমান্। The achievements of Science নিয়ত জ্ঞানের অপরিসীম শক্তি সম্বন্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ইহা বলিবার আর অপেক্ষা থাকে না। আমাদের জ্ঞান, দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান দেশ,

কাল প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং বলিতেই হইবে তিনি সর্ব্বব্যাপী। কারণ সর্ব্বব্যাপিত্বের অভাব হইলে, সর্ব্বজ্ঞত্বেরও ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। অতএব ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব দ্বারাই তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্বও সিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানেরই মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "ঋষতি জ্ঞানেন সংসারপারং গচ্ছতীতি ঋষিঃ"। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে শাস্ত্রে ঋষিগণের দ্বিবিধ ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে।

যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ॥ ভাষাপরিচ্ছেদ।

চিন্তা ধ্যানং তদেব কারণং তৎসহকারাৎ স্থূলসূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টান্ অর্থান্ মনঃ প্রত্যক্ষীকরোতীতি সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

অর্থাৎ যাঁহারা যুক্তযোগী, স্থূল সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট সকল বিষয়ই সর্ব্বদা তাঁহাদের মানস চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে; পরন্তু যাঁহারা যুঞ্জান, তাঁহারা চিন্তা বা ধ্যানের সাহায্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের মানস প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের সাহায্যেই জীব পরমেশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ করে। এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ভগবানের আত্মা, সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃ যিনি জ্ঞান বিষয়ে যত উৎকর্ষ লাভ করিবেন, তিনি ক্রমশঃ তত ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইবেন। পরমেশ্বর যখন "জ্ঞানস্বরূপ", তখন যাঁহারা প্রকৃতজ্ঞানী, যাঁহারা জ্ঞানরূপ যষ্টির সাহায্যে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তখন জ্ঞানরূপী পরমেশ্বর সর্ব্বদা এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদের সহায় হন ইহা বলাই বাহুল্য। God helps those who help themselves—

এই মহাবাক্যের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। জ্ঞানের সাহায্যই পরমেশ্বরের সাহায্য। ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ হওয়া মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এই জন্য এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (Specialist) হইয়া থাকেন—কেহ নীতিবিশারদ, কেহ যুদ্ধবিশারদ, কেহ চিকিৎসাবিশারদ, কেহ শিল্পবিশারদ ইত্যাদি। যাহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, দূরদর্শিতা আছে, বিমৃশ্যকারিতা আছে, যিনি সহসা কোনও কার্য্য করেন না, যিনি "উপায়ের" সহিত "অপায়ের"ও চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে Pros and Cons, ভাল মন্দ, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। এইরূপ হইলেই ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়; আত্মনির্ভরতা, আত্মশক্তির উপর প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে। তখন কার্য্যক্ষেত্রে বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইলে মনুষ্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারে—There shall be no Alps.

এই ভাবেই ভগবানের সহায়তা লাভ হইয়া থাকে—গীতা শাস্ত্র হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন সাক্ষাৎ ভগবানের সহায়তায় যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। সেই সহায়তা কিরূপ? অর্জ্জুন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, ভগবান্ কি তাঁহার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন? না, তাহা নহে। অর্জ্জুনের সহিত একই রথে সমাসীন থাকিয়াও তিনি "উদাসীনবৎ আসীন" ছিলেন। অর্জ্জুনের অজ্ঞান বশতঃ মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিধুরতা হইয়াছিল, তাই স্বয়ং জ্ঞানরূপী ভগবান্ জ্ঞানের উন্মেষ দ্বারা অর্জ্জুনের মোহ এবং সংশয় দূর করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে, জয়লাভের পথে চালিত করিয়াছিলেন মাত্র; এবং জ্ঞানগর্ভ ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিবার পর অর্জ্জুনের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতি র্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

শাস্ত্রে আছে—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। অর্জ্জুনের কিছুরই অভাব ছিল না, কেবল জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাঁহার ক্লৈব্য এবং হৃদয়দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়াতে ঘোর অনর্থপাতের সূচনা হইয়াছিল; এবং অবশেষে জ্ঞানের সহায়তাতেই তিনি উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৭৮ পৃষ্ঠা) অদৃষ্টের উদ্বোধক বা নিয়ামক পরমেশ্বর, এবং পুরুষকারের নিয়ামক অদৃষ্ট। ইহা আমার কল্পনা প্রসূত বা স্বকপোলকল্পিত নহে; ইহা গীতারই সারসংগ্রহ মাত্র। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবানের সহায়তা লাভ করা সত্ত্বেও অর্জ্জুনকে যেরূপ সাধ্যানুরূপ চেষ্টা ও পুরুষকার করিতে হইয়াছিল, "had to put his own shoulders to the wheel",—এবং যুদ্ধ কার্য্যরূপ পুরুষকার করিবার প্রেরণা ভগবানই প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য্য সিদ্ধির জন্য পুরুষকার করিবার প্রয়োজন হইলে, সেই পুরুষকার করিবার প্রেরণা অদৃষ্ট হইতেই আসে; তবে অদৃষ্ট অচেতন; এই জন্য পরমেশ্বরই অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা বা উদ্বোধক স্বরূপ হইয়া জীবের শুভাশুভ অদৃষ্টজন্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই জন্য শুভাদৃষ্ট ভগবৎ কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অদৃষ্টযোগ থাকিলে পুরুষকারযোগকেও থাকিতেই হইবে, কারণ পুরুষকার ছায়ার ন্যায় অদৃষ্টের অনুবর্ত্তন করে। অতএব কার্য্যক্ষেত্রে জ্ঞানের সাহায্যই ভগবানের সাহায্য; জ্ঞানকে দ্বার স্বরূপ করিয়াই ঐশ্বরিক শক্তি সংক্রমিত হইয়া থাকে।

God helps those who help themselves (with the Lamp of Reason and the Staff of Knowledge).

ভগবান্ অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতাবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন বলিয়া কেবল অর্জ্জুনকে এই ভাবে অনুগৃহীত করিয়া ছিলেন তাহাই নহে, যে সকল ভক্তের প্রতি তিনি কৃপাকটাক্ষ করেন, তাহাদিগকেও তিনি এই ভাবেই অনুগৃহীত করেন—দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। বুদ্ধিযোগং—জ্ঞানসম্বন্ধম্।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযজ্ঞেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমেশ্বর জ্ঞানাত্মক, এই জন্য জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইলেই তিনি প্রসন্ন হন।

"জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।"

এই শ্লোকের উহাই ভাবার্থ।

অতএব ভগবানের করুণা হইলে—

মতিরুৎপদ্যতে তাদৃক্ ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ।

সহায়াস্তাদৃশা এব—

জীবের প্রয়োজনানুরূপ বুদ্ধি এবং পুরুষকারের বিকাশ ও আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবং মহৎ লোকের সহায়তা লাভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের গুণৈশ্বর্য্য নিরন্তর চিন্তা দ্বারা তদ্‌ভাব-ভাবিত হইতে পারিলে জীব পরম শান্তি এবং মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

অতএব গীতা শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে সম্যক্ পুরুষকার করিতে পারিলে, মনুষ্য অভ্যাসযোগ দ্বারা সচ্চরিত্র গঠন পূর্ব্বক সংসারে সুখ,

শান্তি, মহোন্নতি, এবং পরিণামে নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী হইতে পারে। ইহাই গীতাশাস্ত্রের মাহাত্ম্য।

যা লোকদ্বয়সাধনী চাতুরী সৈব চাতুরী।

এই পুস্তকে অদৃষ্টের বিষয় বলা হইয়াছে, পুরুষকারের বিষয়ও বলা হইয়াছে, এক্ষণে অদৃষ্ট বড়—কি পুরুষকার বড়, অথবা **উভয়ই বড়?** পাঠক পাঠিকাগণই তাহার বিচার করিবেন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

The Geeta in a nutshell.

কর্ম্ম-যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভের ক্রম গীতাতে যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম সঙ্কলন পূর্ব্বক নিম্নে লিখিত হইল।

১। আত্মার স্বরূপ বর্ণনা দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—আত্মা অনাদি, নিত্য, অপরিণামী, এবং অব্যয়। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্রিয়া নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, সুখ দুঃখাদি কিছুই নাই। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"।

২। তবে জীবের জন্ম, মৃত্যু, সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় কেন?

প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ অর্থাৎ দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার তাদাত্ম্য-বুদ্ধিই ইহার একমাত্র কারণ।

"অবিদ্যোপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্।
অবিনাশী বা অরে অয়ং আত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ॥"

"প্রধানেন সম্ভিন্নঃ পুরুষঃ তদ্‌গতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মন্যভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে।"

বাস্তবিক পক্ষে আত্মা দেহধর্ম্মরহিত হইলেও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হেতু জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত কর্ম্ম সকলের ফল ভোগ করে।

৩। দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান বশতঃ—

"কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ"। প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণই জীবকে যাবতীয় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে।

৪। সেই জন্য অর্জ্জুনের মত দেহাভিমানী সংসারী জীবের কেবল কর্ম্মেতেই অধিকার, কারণ ঐ সমস্ত গুণের অধীন হইয়া জীব কার্য্য করিতে বাধ্য।

৫। অতএব যখন "জীবস্য সাহঙ্কারত্বাদেব বস্তুতঃ অদেহস্থত্বেঽপি তদ্‌গত সুখদুঃখাদিভাকৃত্বম্", তখন এই অহংকারের উচ্ছেদই যে পরম পুরুষার্থ সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

৬। তাহা হইলে কিরূপে এই পুরষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে?

তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞান, আত্মা দেহ ও [illegible]াদি হইতে পৃথক্ এইরূপ আত্মার স্বরূপজ্ঞান, হইলেই ঐ অহঙ্কার নিরস্ত থাকে।

৭। ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী কিরূপে হওয়া যাইতে পারে?

কর্ম্ম যোগ দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং বর্ণাশ্রম ধ[illegible] অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে জ্ঞান যোগের অধিকারী হ[illegible] যায়। কর্ম্মজা সিদ্ধির ফলেই জ্ঞান নিষ্ঠার যোগ্যতা বা অধিকার হইয়া থাকে।

৮। কর্ম্ম করিলেই ত তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। জীব যদি কেবল কর্ম্মই করিতে থাকিবে, তাহা হইলে জন্ম মৃত্যু প্রবাহ লক্ষণ সংসারের বিরাম কিরূপে সম্ভব হইবে?

কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম ফলপ্রসব করিতে পারিবে না, এবং জীবকেও কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, অনন্যচিত্ত, এবং ভক্তিভাবিত হইয়া ভগবদুপাসনাত্মক ভক্তি যোগ আশ্রয় করিলে, ভক্তগণের শরণ্য, ভক্তপ্রাণ

ভগবান্ তাঁহার একনিষ্ঠ প্রিয় ভক্তগণকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন ইহাই তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য।

৯। গীতোক্ত প্রকারে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে তাহার চরম ফল কি হইবে?

(১) চিত্তশুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মজা সিদ্ধির ফলে পরা জ্ঞান নিষ্ঠা; (২) পরা জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা পরমেশ্বরে পরা ভক্তি; (৩) পরা ভক্তির সাহায্যে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ সাক্ষাৎকার; (৪) ঐ স্বরূপ জ্ঞানের ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে প্রবেশ লাভ। এই ব্রহ্মনির্ব্বাণই জীবের পরম পুরুষার্থ।

১০। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ভস্মীভূত হয়, কিন্তু ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; এই জন্য প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসান না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানী জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই দেহেতেই সুখে অবস্থান করেন।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং॥ ৫।২৬

কাম ক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মজ্ঞানী যতিগণ উভয়তঃ (অভিতঃ) অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে—জীবন্মুক্তাবস্থায় "ব্রহ্মনির্ব্বাণং" ব্রহ্মনির্বৃতিং ("নির্ব্বাণং নির্বৃতৌ মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে")—অর্থাৎ ব্রহ্মে সমাধি হেতু অপূর্ব্ব সুখের রসাস্বাদন করেন।

They have a foretaste of that supreme beatitude. Goldsmith এর ভাষায় বলা যাইতে পারে—Their heaven commences ere the world be past.

সমাধির লক্ষণ—

ধ্যায়তঃ পরমাত্মানং আত্মসংস্থস্য যোগিনঃ।
মনস্তল্লয়তাং যাতি সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ॥ গরুড় পুরাণ
—"মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ।"

"It is the Communion by which God-in-Man is one with Man-in-God"—Tennyson.

সমাধি অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়ের মধ্যে গাঢ় পরিষঙ্গ (close communion) বশতঃ যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ধারা প্রবাহিত হয়, যোগী তাহাই উপভোগ করেন।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে। ৫।২১
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ৬।২৮

মৃত্যুর পরে—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।

অর্থাৎ যোগী ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে অবস্থানরূপ নির্ব্বাণ মোক্ষ লাভ করেন। এই রূপে অংশ জীবাত্মার অংশী পরমেশ্বরে অখণ্ড ভাবে অবস্থান করার নামই মোক্ষ—"অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষঃ।"

এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ রূপ মুক্তির নামই "আত্যন্তিক লয়"।
"জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তঃ যোগিনঃ পরমাত্মনি (লয়ঃ)।

গীতোক্ত মুক্তির স্বরূপ

মুক্তি পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সাষ্টি´, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য বা একত্ব।

সালোক্য—সমানলোকবাসিত্ব ; ভগবানের সহিত এক লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে বাস।

সাষ্টি´—সমান ভোগ ; সমান ঐশ্বর্য্য।

সামীপ্য—নিকটবর্ত্তিত্ব ; ভগবানের সমীপে অবস্থিতি।

সারূপ্য—সমান বিগ্রহবত্ত্ব ; ভগবানের ন্যায় চতুর্ভুজত্ব।

সাযুজ্য—সমানো যুগ্‌ ধর্ম্মো যস্য স সযুক্‌, সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যং, সাধর্ম্ম্যমিতি ভাবঃ। অথবা ব্রহ্মণা সহ যুজ্যতে ইতি সযুক্‌ তস্য ভাবঃ। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি সাযুজ্যরূপ মুক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। "ব্রহ্মপ্রাপ্তো সাযুজ্যান্তর্ভূতত্বেনৈব সালোক্যাদি প্রাপ্তিঃ"—অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে সাযুজ্যরূপ মুক্তির অন্তর্ভুতত্ব হেতু সালোক্যাদি প্রাপ্তি হয়।

লোকেষু বিষ্ণো র্নিবসন্তি কেচিৎ সমীপমৃচ্ছন্তি চ কেচিদন্যে।
অন্যে তু রূপং সদৃশং ভজন্তে সাযুজ্যমন্যে স তু মোক্ষ উক্তঃ॥

এক্ষণে গীতোক্ত মুক্তির স্বরূপ কি? তাহারই বিচার করিব। গীতাতে "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" শব্দটী একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি। ২।৭২
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি। ৫।২৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ। ৫।২৫

ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দের অর্থ এইরূপ—

"সমত্ববুদ্ধে নির্ব্বাণং ফলমুক্তং শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ সর্ব্বদুঃখোপরমণলক্ষণ ব্রহ্মণি স্থিতিঃ।" বাচস্পত্যাভিধান।

সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন যোগীগণ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিলক্ষণ ব্রহ্মে অবস্থানরূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন।

এক্ষণে দেখা যাউক গীতা হইতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দের এই লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা? ভগবান্ বলিয়াছেন" সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু"। ৯।২৯

সাম্য ব্রহ্মের স্বরূপ। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।" ৫।১৯

অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সাম্যযুক্ত।

"অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ১০।৫

অহিংসা সমতা প্রভৃতি ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়।
যোগীগণ "সর্ব্বত্র সমদর্শন" হইয়া এই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।
তখন তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থান রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন।

"শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। ৬।১৫

অতএব শান্তি বা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিলক্ষণ ব্রহ্মে অবস্থানের নামই নির্ব্বাণ মুক্তি; গীতাতে ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে।

জীব যখন নিষ্পাপ, নিতান্ত নির্ম্মলস্বান্ত, এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয়; তখন ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য বা স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; কারণ "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। তখন নিরঞ্জনত্ব এবং সমত্ব বুদ্ধিকে দ্বার স্বরূপ করতঃ—বিশতে তদনন্তরং—তাঁহাতেই প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে প্রবেশ লাভ করিবার পর, অল্পজল যেরূপ মহাসমুদ্রের জলে মিশিয়া গিয়া তাহাতেই অবস্থান করে, ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেরূপ উপাধিনাশের পর মহাকাশে পরিণত

হইয়া তাহাতেই অবস্থান করে, জীবাত্মাও সেইরূপ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থান করে। "জীবস্য ব্রহ্মভিন্নাবস্থানাভাবাৎ অপগত পাপ্মত্বাদিনা সমানগুণত্বাচ্চ ব্রহ্মণা সহ একতা—তদেব সাযুজ্যম্"। অর্থাৎ জীব তখন পূর্ব্বোল্লিখিত একত্ব বা সাযুজ্যরূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে। "অজ্ঞানশূন্যে পরমাত্মনি তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" মুণ্ডকোপনিষৎ

"সর্ব্বদুঃখোপরমাত্মকত্বাৎ নিরতিশয়ানন্দরূপত্বাচ্চ পরমপুরুষার্থ কৈবল্য-রূপং ব্রহ্মনির্ব্বাণম্।"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মনির্ব্বাণ রূপ পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক পরম শান্তি এবং নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্।

ঘটে ভিন্নে যথাকাশঃ আকাশঃ স্যাৎ যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১২।৫।৫

"মহাকাশো বহিঃস্থশ্চ ঘটান্তঃস্থ এব চ"—

এই তত্ত্ব সংহিতা বচনানুসারে ঘটান্তঃস্থিত মহাকাশের একদেশ যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলে ঘটোপাধির পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় বহিঃস্থব্যাপ্ত আকাশ হয়, সেইরূপ দেহোপাধিক আত্মার দেহরূপ উপাধির নিবৃত্তি হইলে জীব ব্রহ্মব্যাপ্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ঘটোপহিত আকাশ যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলে নিরুপাধিক আকাশ হয়, জীবও সেইরূপ "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে"।

গীতোক্ত ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ সাযুজ্য মুক্তি "ব্রহ্মপ্রাপ্তি" "ভগবৎপ্রাপ্তি", "ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তি", "তৎসাধর্ম্ম্যৈকত্ব" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

(১) ব্রহ্মপ্রাপ্তি—"সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
১৮।৫০

(২) ভগবৎপ্রাপ্তি—নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।
১১।৫৫

মদ্ভক্তা যান্তি মামপি—৭।২৩

(৩) ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তি—

যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। ৮।৫
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ১৩।১৮

(৪) ভগবৎ সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তি—ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
১৪।২

(৫) সাযুজ্য—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি। ৫।২৪

মনীষীগণ স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিমত্তানুসারে মুক্তির বহুপ্রকার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্ষণিকবিজ্ঞানপ্রবাহাত্মবাদী বাহ্যগণের মতে প্রবাহ শান্তির নামই মুক্তি। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন। মীমাংসকগণের মতে বোধশূন্য-ভাবে আত্মার অবস্থানের নামই মুক্তি। পাতঞ্জলগণ সমনস্ক ইন্দ্রিয়বৃত্তি-জয়কে মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য লাভ করাই মুক্তি এইরূপ বলিয়া থাকেন।

"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।"

ন্যায়বৈশেষিক মতে দেহসম্বন্ধ বশতঃই আত্মার সুখদুঃখভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তির পর আত্মার দেহসম্বন্ধ না থাকায় কোনও রূপ সুখ দুঃখের অনুভব হয় না; দুঃখ নিবৃত্তিরও অনুভব হয় না। আত্মা আকাশের ন্যায় অচেতন অবস্থায় অবস্থান করে। এই কারণ বশতঃ "ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন"—এই বাক্য দ্বারা ঐরূপ মুক্তির প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।

বেদান্তমতে মুক্তির পর আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ অবস্থায় সুখ, দুঃখাভাব বা আনন্দ কিছুরই অনুভব হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, এইরূপ বেদান্তবিরুদ্ধ দ্বৈতভাব অপরিহার্য্য হইবে। অধিকন্তু মুক্তির পর সুখ বা আনন্দের অনুভব হইলে—

অশরীরং সদা সন্তং ইমং ব্রহ্মবিদং ক্বচিৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ তথৈব চ শুভাশুভে॥

এই শ্রুতির সহিতও বিরোধ ঘটিবে। অতএব যদি বেদান্ত মতেও আনন্দের অনুভূতি না হইল, তাহা হইলে যেমন অন্ধের পক্ষে দিন ও রাত্রি উভয়ই সমান, সেইরূপ ন্যায় বৈশেষিক মতে মুক্তির পর আত্মা বোধশূন্য বা অচেতন অবস্থাতেই থাকুন, অথবা বেদান্তমতে চিদানন্দ-স্বরূপ হইয়াই থাকুন, তাহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বা লাভ নাই। তবে বেদান্ত মতটী মুখরোচক এবং শ্রুতিসুখকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্য আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতেও সুমধুর ঝঙ্কারে অভিঘাত করিয়া থাকে। গীতা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক কোনও ভেদ নাই। যেমন আলোক ও অন্ধকারা-

ভাব, ঠিক তদ্রূপ। কারণ, গীতার মতে "শান্তিং নির্ব্বাণপরমামধিগচ্ছতি"; ন্যায় বৈশেষিক মতে "সর্ব্বদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি"ই মুক্তির স্বরূপ; বেদান্ত-মতে "সর্ব্বদুঃখোপরমলক্ষণ নিরতিশয়ানন্দরূপত্বই" মুক্তির স্বরূপ। বহুদিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলে সকলেই যেরূপ পরমানন্দে ভাসিতে থাকে, সেইরূপ "From Heaven who is our home"—পরমেশ্বর হইতে দীপ ইব প্রদীপাৎ প্রবর্ত্তিত জীব পুনরায় "পরমানন্দস্বরূপে" প্রবেশ লাভ করিলে নিরতিশয়-আনন্দরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা আদৌ বিচিত্র নহে।

ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চলয়াত্মক মোক্ষ হইলে "বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্।" শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৪।২৩

প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানভূত নিত্য নির্দোষ জ্ঞানাত্মক ব্রহ্ম জ্যোতিরূপে বিরাজ করেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতি।

গীতায় অদ্বৈতবাদ।

গীতোক্ত মুক্তির স্বরূপ বিচার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন হয় কেবল তাহাই নহে, "তত্ত্বমসি," "সোঽহম্" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি মহাবাক্য প্রতিপাদিত জীবব্রহ্মের একত্বও গীতা শাস্ত্রে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

গীতা শাস্ত্র হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে অদ্বৈত সিদ্ধি হইয়া থাকে।

(১) জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার অভিপ্রায়ে জীবাত্মার যে স্বরূপ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরব্রহ্মেরই বোধক।

(২) য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। ১৩।২৩

"বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদহমিতি"—পুরুষই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এই ভাবে যে জানে, তাহাকে আর পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ইহা দ্বারা জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান মুক্তির কারণ তাহাই উক্ত হইয়াছে।

(৩) জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা ঽমৃতমশ্নুতে—১৩।১২

জ্ঞেয় অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা জীব মোক্ষ লাভ করে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৩০

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে" এই শ্রুতি অনুসারে জীবাত্মপরমাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিলাভের সাধন। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও আত্মপদটী জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়পর। পরমাত্মস্বরূপজ্ঞান স্বাত্মসাক্ষাৎকারের সহায়তা করে। স হি তত্ত্বতো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকারস্যোপকরোতি"—শ্রুতি। জীব ব্রহ্মের অভেদপক্ষেই এই শ্রুতি উপপন্ন হয়।

(৪) গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শরীরকে "ক্ষেত্র" বলা হইয়াছে, এবং এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনিই "ক্ষেত্রজ্ঞ", অর্থাৎ জীবাত্মা। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি"—ক্ষেত্রজ্ঞকে আমা হইতে অর্থাৎ বাসুদেবাখ্য পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিবে। "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতি বাক্যে "তৎ" এই সর্ব্বনাম শব্দটী যাবতীয় বস্তুরই বোধক। ব্রহ্ম সকল

বস্তুর স্বরূপ, এই কারণে "তৎ" শব্দটী ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। সুতরাং উক্ত শ্রুতি দ্বারা জীব ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এই বাক্যটী উক্ত শ্রুতির ন্যায় জীব ব্রহ্মের ঐক্যেরই বোধক।

(৫) ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। ১৪।২

"মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়ো র্ভেদানভ্যুপগমাদ্ গীতা শাস্ত্রে"।

শাঙ্কর ভাষ্য।

গীতা শাস্ত্রে জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হওয়ায়, সাধর্ম্ম্য শব্দের অর্থ সমানধর্ম্মতা নহে, স্বরূপতা।

সাদৃশ্য—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বং। যথা চন্দ্রভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিমত্ত্বং মুখে চন্দ্রসাদৃশ্যম্।" সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

(৬) মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৭

আমারই অংশ, আমারই পরা প্রকৃতি, জীব লোকে সংসারী রূপে জীব ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

গীতাতে ভগবান্ জীবাত্মাকে "মমৈবাংশঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করায় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে—

"ননু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়ব একদেশোঽংশ ইতি। সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ অবয়ববিভাগাৎ। নৈষ দোষঃ, অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশঃ অংশ ইব কল্পিতো যতঃ"। শাঙ্করভাষ্য

পরমাত্মা নিরবয়ব, তাঁহার অবয়ব বা একদেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তিনি যদি সাবয়ব হন, তাহা হইলে, অবয়ব বিভাগ হেতু তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহাতে কোনও দোষ হয় না, কারণ অবিদ্যাকৃত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেই পরমেশ্বরের একদেশ বা

অংশ কল্পিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরমাত্মা অংশী, এবং জীবাত্মা অংশ, এইরূপ অংশী অংশ ভাবে প্রতীতি দেহরূপ উপাধিবশতঃই হইয়া থাকে। যেরূপ ঘটের বিদ্যমানতাবস্থায়, মহাকাশই ঘট দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ হয়, এবং তখন মহাকাশ অংশী ও ঘটাকাশ তাহার অংশ হয়; যেরূপ ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশের আর সত্তা থাকে না, কেবল মহাকাশই বিরাজ করে, প্রকৃত পক্ষে কোনও অবয়ব বিভাগ, ও পরে অবয়বীর সহিত বিভক্ত অবয়বের সংযোগ হয় না, সেই রূপ দেহের বিদ্যমানতাবস্থায় পরমাত্মা অংশী এবং জীবাত্মা অংশ ভাবে প্রতীয়মান হন মাত্র, বস্তুতঃ কোনও অবয়ব বিভাগ হয় না।

(৭) যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৪।৩৫

যে জ্ঞানের বলে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ স্বীয় আত্মাতে এবং আমাতে অর্থাৎ বাসুদেব পরমেশ্বরে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত ভূতকেই সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। "ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ।" সকল উপনিষৎ প্রসিদ্ধ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব তুমি সাক্ষাৎ করিবে।

তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থাতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। জীব যখন স্বীয় দর্পণ সদৃশ স্বচ্ছ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মাকে সন্দর্শন করে, তখন তাহার নিজের ব্রহ্মাভিন্নস্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ চক্ষুর তারকার উপর অঙ্গুলির ঈষৎ চাপ প্রদান করিলে বস্তুর দ্বিত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং অঙ্গুলি অপসারিত করিলে পূর্ব্ববৎ একত্বেরই স্ফূর্ত্তি হয়; সেই রূপ জীবের জ্ঞানচক্ষুর উপর যতক্ষণ অবিদ্যা চাপিয়া বসিয়া থাকে, ততক্ষণই ব্রহ্মের "দ্বে ব্রহ্মণী" রূপে প্রতীতি হয়, অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হয়; অবিদ্যামুক্ত হইলেই তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায়

ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" আত্মপ্রকাশ করে, এবং জীব তখন আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া অবধারণ করে। অতএব "মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।"

(৮) অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ১৩।১৬

"অবিভক্তং, প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকং ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতং, দেহেষু বিভাব্যমানত্বাৎ"। শাঙ্কর ভাষ্য

অর্থাৎ দেহেতেই তাঁহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া সেই "জ্ঞেয়" অর্থাৎ পরব্রহ্ম সকল প্রাণীতে আকাশের মত এক অর্থাৎ অবিভক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও প্রতি দেহ ভেদে বিভক্ত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। পরমেশ্বর এক হইলেও, দেহরূপ উপাধির নানাত্ব হেতু তিনি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন।

ন্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতম ও বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ এবং সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল দ্বৈতবাদী; ইঁহাদের মতে জীবাত্মা প্রতিশরীরে ভিন্ন। তবে ইঁহাদের দ্বৈতবাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। জীবেশ্বর ভেদ লইয়াই ন্যায় দর্শনের দ্বৈতবাদ; সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর; সুতরাং কেবল জীবগণের পরস্পরের ভেদ লইয়াই সাংখ্যদর্শনের দ্বৈতবাদ। সাংখ্যদর্শন মতে "জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং"। জীবাত্মা যদি এক হইত তাহা হইলে একের জন্ম বা মৃত্যুতে সকলের জন্ম বা মৃত্যু হইত, একের ভোজনে সকলের ভোজন জন্য তৃপ্তি হইত। তাহা যখন হয় না, তখন পুরুষবহুত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা লোকব্যবহারসিদ্ধ পুরুষবহুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শন মতে—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, পরমাত্মা, এক এব। জীবঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ বিভু নিত্যশ্চ"। বেদান্ত মতে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগতই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থ

নাই। সুতরাং ইহার মতে জীব ঈশ্বরাতিরিক্ত নহে। গীতাতেও সর্ব্বোপনিষৎ প্রসিদ্ধ জীবব্রহ্মের ঐক্যই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। জীব পরমাত্মার অংশ বা একদেশ এইরূপ উক্তি দ্বারাই জীবব্রহ্মের অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। পুরুষ বহুত্বের পরিবর্ত্তে "ভূতানি একাত্মকানি"। কারণ "এক এব পরোহ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ"। তবে দেহরূপ উপাধির নানাত্ব হেতু জীবের নানাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতজীবস্য উপাধিনা ভেদাৎ অবিদ্যাকার্য্যদেহাদ্যুপাধিনানাত্বাৎ সর্ব্বে ঘটাকাশাঃ"। অর্থাৎ যেরূপ আকাশ এক হইলেও ঘটাবচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ। অতএব ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি মতে যেস্থলে জীবাত্মার ভেদ স্বীকার দ্বারা পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ হয়, অদ্বৈতমতে সেই স্থলে জীবাত্মার ভেদ স্বীকার না করিয়া উপাধির ভেদ দ্বারা পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, ইহাই প্রভেদ।

(৯) যদিও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমেশ্বর এক ও অভিন্ন, তথাপি লোকব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব, অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধবিশিষ্ট দেহাভিমানী, সংসারী আত্মা গীতাতে দেহী, দেহভৃৎ, শরীরী প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে তাত্ত্বিক ভেদ না থাকিলেও, নিম্নলিখিত অবিদ্যাকল্পিত ভেদ লক্ষিত হয়।

(১) পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; তিনি অবিদ্যার অধীন নহেন, পরন্তু অবিদ্যাই তাঁহার অধীন। তিনি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব এবং গুণাতীত।

অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীবের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" জীব অবিদ্যার অধীন; অবিদ্বান্, মূঢ় অর্থাৎ দেহাদিতে অহং বুদ্ধিসম্পন্ন।

(২) পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত;—জীব নিত্যবদ্ধ।

(৩) পরমেশ্বর সকলের দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। তিনি দেহস্থ হইয়াও অদেহস্থ। জীবাত্মা অদেহস্থ হইয়াও দেহস্থ অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে দেহধর্ম্মরহিত হইলেও অভিমান বশতঃ দেহে আত্মভাববিশিষ্ট।

(৪) পরমাত্মা অজ, অবিনাশী, অপরিণামী। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।" তিনি অনাদিনিধন। জীব বা দেহী জননমরণশীল, এবং পরিণামী।

"অবিদ্যোপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্"।

(৫) পরমেশ্বর সুখদুঃখভোগরহিত, পরমানন্দ স্বরূপ। জীব সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফলভোক্তা; পরমেশ্বর জীবের কর্ম্মফলদাতা।

জগতে যত জীব আছে সকলেরই মূলধন হিসাবে কমই হউক, বেশীই হউক, "প্রকৃতি ব্যাঙ্কে" কিছু জমা আছে। পরমেশ্বর এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ, পরিচালক স্বরূপ। ব্যাঙ্কের সমস্ত কার্য্য অধ্যক্ষ দ্বারাই পরিচালিত হয়। Current account ভাবেই হউক, অথবা Fixed Deposit হিসাবেই হউক, যাহার যাহা জমা আছে, তাহা যথানিয়মে এবং যথাসময়ে, কড়ায় গণ্ডায় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। এই হিসাবেই পরমেশ্বর জীবের কর্ম্মফলদাতা। কেন যে পরমেশ্বর জীবের অদৃষ্ট লইয়া এইরূপ খেলা করেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন—

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।"

অর্থাৎ পরমেশ্বর লীলাময়, এইরূপে লীলা করাই তাঁহার অভ্যাস।

অতএব উক্ত প্রকার আধ্যাসিক বা ঔপাধিক দোষদুষ্ট জীবাত্মা ইতে দোষস্পর্শশূন্য, নিরুপাধিক, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরমাত্মা যে বলক্ষণ বা উৎকৃষ্ট, ইহা বলিবার আর অপেক্ষা কি? ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে "উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ", এইরূপ বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর এক এবং নিরুপাধিক হইলেও "ক্ষর" এবং "অক্ষর" রূপ উপাধিদ্বারা প্রবিভক্ত। "ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণ অস্পৃষ্টঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্বন্যঃ"। শাঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ পরমাত্মা ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধির দোষস্পর্শশূন্য; সুতরাং তিনি ক্ষর পুরুষ অপেক্ষা এবং কূটস্থ অক্ষর পুরুষ অপেক্ষা বিলক্ষণ বা উত্তম। অতএব এস্থলে যে ভেদের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা উপাধিগত ভেদকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক ও অভিন্ন ইহা অন্যান্য স্থানে সুস্পষ্টভাবে বলিবার পর, এস্থলে তাহার বিপরীত অন্যপ্রকার বলিলে অবিরুদ্ধ ভগবদ্‌বাক্যের বিরোধ অপরিহার্য্য হয়।

ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ। ১১।১৮।২১

অভেদেন—তত্ত্বমসীত্যুক্তচিদংশৈক্যেন। আত্মানং জীবং ময়া পরমাত্মনা অভেদেনেতি সাযুজ্যার্থম্। টীকা।

অতএব জবাকুসুম সন্নিধানে স্ফটিকের লৌহিত্যের ন্যায়, কাঞ্চন সংসর্গে কাচের মাদকতদ্যুতির ন্যায়, প্রকৃতির পরিণাম দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অবিবেকপ্রসূত অভেদবুদ্ধি বশতঃ কর্তৃত্বাদি জীবে আরোপিত

হইয়া থাকে, এবং প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা দেহধর্ম্মরহিত হইয়া অজ্ঞকৃত কর্ম্মের ফলে "আত্মবিভ্রম" হেতু সংসার বন্ধনে বদ্ধ হয়। মরীচিকার কল্পিত জলে যেরূপ মরুভূমি কর্দ্দমাক্ত হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাকল্পিত অতাত্ত্বিক দেহসম্বন্ধ দ্বারাও অবিকারী জীবাত্মা বিকার প্রাপ্ত হয় না; এবং মিথ্যা দেহাভিমান নিরস্ত হইলেই জীব ব্রহ্মাত্মকত্বরূপ স্বরূপে অবস্থান করে।

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।"

শুষ্ক তর্কের দ্বারা বিশেষ কোনও লাভ হয় না। অনেক সময়ে জিগীষা বুদ্ধি প্রণোদিত হওয়ায় তর্কের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাঘাত ঘটে। ভগবানের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিবার পর অর্জ্জুন যেমন বলিয়াছিলেন—"নষ্টো মোহঃ, স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ"—সেইরূপ অভিনিবেশ সহকারে গীতা পাঠ করিলেই ছিন্নসংশয় হইয়া সকলে জীব ব্রহ্মের অভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। তাই যখনই আমি গীতা পাঠ করিয়াছি, আমার মনে হইয়াছে—জীবের উদ্ধারকর্ত্তা ভবপারের কর্ণধার, পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, মোহান্ধ জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য, আত্মবিস্মৃত জীবের প্রসুপ্ত স্মৃতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য, তাহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য, যেন উচ্চকণ্ঠে বার বার ঘোষণা করিতেছেন—আর ঘুমাও না, একবার নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখ—তৎ ত্বমসি। একবার এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তিষ্ঠ, জাগৃহি—তখন তুমিও স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারিবে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দস্বরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আহ্নিকতত্ত্বচন।